ওয়েস্টার্ন

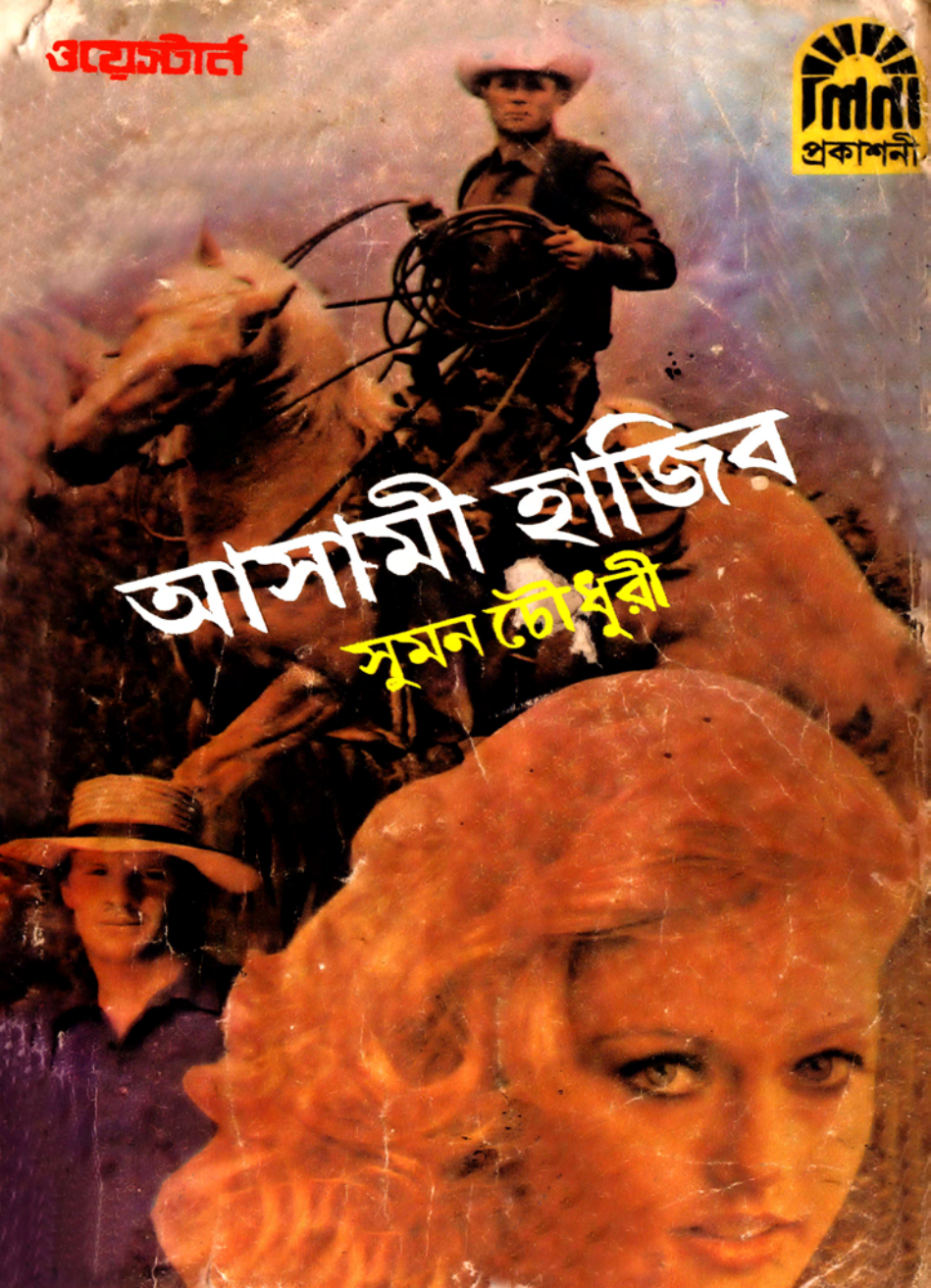

প্রকাশনী

আসামী হাজির

সুমন চৌধুরী

মৌচাকের মধুর স্বাদ গ্রহণ করুণ. মৌচাক প্রকা...
বই পড়ুন. মৌচাক প্রকাশনীর বই মানে ভাল...

একখণ্ডে সমাপ্ত মৌচাক ওয়েষ্টার্ন

আসামী হাজির

সুমন চৌধুরী

সিটি অব ব্লাড। এক শহরের নাম। শুধু লুটেরাদের ...
আদিম লীলাখেলার জন্য এক স্বর্গ নগরী। বি...
মারিয়া ডাকাত রোসাল্ডোর সাথে গাটছড়া বেঁধে ...
ফেললো প্রেমিক চান্সের কয়েক লক্ষ ডলার।
ধাওয়া করলো চান্স, প্রতিশোধ নিতে। পিছে ফেলে ...
যেতে লাগলো রক্তাক্ত পদচিহ্ন। হাত মেলালো নিমেশ...
বাউন্টি শিকারী টাকার লোভে বিশ্বাসঘাতকতা করলো ...
জেনারেল ব্যাভেজের শহর সিটি অব ব্লাড, ভেসে গেলো ...
বন্যায়। এরই মাঝে প্রবেশ করলো একদল কামোন্মাত্ত র...
তারপর ?

মূল্যঃ ৩০ ত্রিশ টাকা মাত্র

যোগাযোগের ঠিকানা

মৌচাক প্রকাশনী

৩৬, বাংলাবাজার, ঢাকা— ১১০০।

রনি

মৌচাকের মধুর স্বাদ গ্রহণ করুন। মৌচাক প্রকাশনীর
ই পড়ুন। মৌচাক প্রকাশনীর বই মানেই ভালো বই।

আসামী হাজির

সুমন চৌধুরী

পরিবেশক
মৌচাক প্রকাশনী
৩৬, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ
হামিদুল ইসলাম হীরা
৩৬, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক কর্তৃক কপিরাইট সত্ত্ব সংরক্ষিত।

প্রথম প্রকাশ কাল, ডিসেম্বর -১৯৯৬ইং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় ঃ
লীনা প্রকাশীর সত্ত্বাধিকারী
মোঃ আনোয়ার হোসেন

সার্বিক সহযোগিতায়
মোঃ ফজলুল হক সওদাগর

কম্পোজ ঃ
রূপালী কম্পিউটার
৩৮/২-খ তাজমহল মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণে ঃ
এম, আর, প্রিন্টার্স
১০, সুকলালা দাস লেন
কাগজিটোলা
ঢাকা-১১০০

উৎসর্গ

জিপ্রসী,

মাঝ রাতে খোলা জানালার
পাশে বসে লিখতে বসলেই
দমকা বাতাস এলোমেলো করে
দেয় চুল।
মনে পড়ে যায় তোমার
দুষ্টু মিষ্টি মুখ।
অতীত স্মৃতি
জ্বালা ধরায় মনে।
তবুও তোমাকেই উৎসর্গ
করলাম এ-বই।

।। লেখক ।।

মৌচাক প্রকাশনীর প্রকাশীত পস্তুক সমূহ নিজে পড়ুন ও প্রিয় জনকে পড়তে বলুন মৌচাক প্রকাশীর বই মানে ভালো বই।

১। কথাদিলাম মনির হোসেন শাহীন	মূল্য ২৬.০০ টাকা মাত্র।
২। প্রেম বিচ্ছেদ-মনির হোসেন শাহীন	মূল্য ২৬.০০ টাকা মাত্র।
৩। মনের মানুষ-মনির হোসেন শাহীন	মূল্য ২৬.০০ টাকা মাত্র।
৪। সার্থক প্রেম মনির হোসেন শাহীন	মূল্য ২৬.০০ টাকা মাত্র।
৫। বিষন্ন সৌরভ,-তুহিন রহমান	মূল্য ২৬.০০ টাকা মাত্র।
৬। শুধু আমারই -তুহিন রহমান	মূল্য ২৬.০০ টাকা মাত্র।
৭। স্বজনী -তুহিন রহমান	মূল্য ২৬.০০ টাকা মাত্র।
৮। চোখের সৈকতে-অশান্ত শ্রাবন-তুহিন রহমান	মূল্য ২৬.০০ টাকা মাত্র।
৯। স্বপ্ন ঝরা দিনে-বাপ্পী চৌধুরী	মূল্য ২৬.০০ টাকা মাত্র।
১০। ছুঁয়ে গ্যাছো মন -বাপ্পী চৌধুরী	মূল্য ২৬.০০ টাকা মাত্র।
১১। ফাইটার মোঃ আনোয়ার হোসেন	মূল্য ২৬.০০ টাকা মাত্র।
১২। বারুদ মোঃ আমির হোসেন	মূল্য ২৬.০০ টাকা মাত্র।
১৩। রক্ত নগরী -সুমন চৌধুরী	মূল্য ২৬.০০ টাকা মাত্র।
১৪। রক্তের নেশা-সুমন চৌধুরী	মূল্য ২৬.০০ টাকা মাত্র।
১৫। গ্রেফতার-সুমন চৌধুরী	মূল্য ২৬.০০ টাকা মাত্র।
১৬। আসামী হাজির-সুমন চৌধুরী	মূল্য ২৬.০০ টাকা মাত্র।
১৭। তুমি দেখে নিও-সোহেল চৌধুরী	মূল্য ২৬.০০ টাকা মাত্র।
১৮। শুধু স্বপ্ন-সোহেল চৌধুরী	মূল্য ২৬.০০ টাকা মাত্র।
১৯। রাখবো যৌবন আঁচলে ঢাকিয়া ফললুল হক সওদাগর	মূল্য ৩০.০০ টাকা মাত্র।
২০। প্রেম বন্ধিনি -মোঃ ফজলুল হক সওদাগর	মূল্য ৩০.০০ টাকা মাত্র।
২১। তুমি শুধুই আমার -মো ঃ ফললুল হক সওদাগর	মূল্য ৩০.০০ টাকা মাত্র।
২২। আমি তোমারী দিবেন্দু পালিত	মূল্য ৩০.০০ টাকা মাত্র।
২৩। সচিত্র বিয়ের আগে ও পরে	মূল্য ৭০.০০ টাকা মাত্র।
২৪। সহজ টোটকা চিকিৎসা	মূল্য ১২.০০ টাকা মাত্র।
২৫। সহজ কবিরাজী চিকিৎসা	মূল্য ৩০.০০ টাকা মাত্র।
২৬। ভালোবাসার হাত খরচ	মূল্য ১০০.০০ টাকা মাত্র।
২৭। তোমাকে আর ফিরাবো না	মূল্য ৪৫.০০ টাকা মাত্র।
২৮। অনুভবের শেষ মোহনায়	মূল্য ৪৫.০০ টাকা মাত্র।
২৯। রংবাজ -সারোয়ার বাবর চৌধুরী	মূল্য ২৬.০০ টাকা মাত্র।
৩০। ভালোবাসা ভালোবাসা-আমিনুল হক	মূল্য ২৬.০০ টাকা মাত্র।
৩১। সুপার ডায়মন্ড ইংলিশ স্পীকিং কোর্স	মূল্য ৯৫.০০ টাকা মাত্র।

যোগাযোগের ঠিকানা

মৌচাক প্রকাশনী

৩৬, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

এক

কালো মেঘের ঝাঁক ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম টেক্সাসের ওপর দিয়ে। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার দিনের আলোকে গ্রাস করে ফেলেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মাঝে-মাঝে, সেই সঙ্গে বজ্র-গর্জন কাঁপিয়ে দিচ্ছে পাথুরে পাহাড়গুলোকে। বাতাসও বইছে প্রবলবেগে, ক্রমশ ঝড়ের আকার নিচ্ছে। ঝড়ের আশংকায় তিনজনকে একটুও বিচলিত করতে পারেনি। ঠান্ডা হাওয়ায় কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে রীতিমত। এতে আনন্দ পাবারই কথা। কারণ এ সময়টাতে টেক্সাসের এই এলাকায় সূর্যের খরতাপ অতিষ্ঠ করে ফেলে জনজীবন। দীর্ঘযাত্রার পর এই আবহাওয়াতে আশংকিত হবার পরিবর্তে ওদের আনন্দই হচ্ছে বেশি।

সামনেই একটা বসতি। বড়জোর ছোট খাট টাউন বলা যায় ওটাকে। তিন ঘোড়সওয়ার থেকে আর মাত্র শ'খানেক গজ দূরত্বে রয়েছে ওই বসতি পর্যন্ত। বসতির পেছনেই গুয়াডালুক পর্বতমালা একটা সুন্দর প্রেক্ষাপট রচনা করেছে। এই অঞ্চলটা ট্রান্স-পেকোস অঞ্চল নামেই পরিচিত।

ঘোড়সওয়ার তিনজনেরই দেহ বেশ বিশাল। প্রত্যেকেরই ডান উরুর সাথে বাঁধা হোলস্টারে বড়ো পয়েন্ট ফোর ফাইভ রিভলবার। স্পষ্ট বোঝা যায়, ওরা গান-ফাইটার। ঘোড়ার জিনের সাথে বাঁধা চামড়ার খাঁপে উইনচেস্টার রাইফেলও আছে একটা করে। ওদের মাথায় হ্যাট থেকে শুরু করে পায়ের বুট পর্যন্ত, সবই আকাশের রংয়ের মতো কালো। দাড়িতে ঢাকা মুখ কঠোর দেখাচ্ছে। বেড়াতে বা খোশ গল্প করতে যে যাচ্ছে না ওরা ওই বসতিতে, ভঙ্গিতেই বোঝা যায়। কাপড়-চোপড় থেকে শুরু করে ওদের চেহারা পর্যন্ত একেবারে নোংরা। মাত্র মাসখানেক হলো, তিনজনই ছাড়া পেয়েছে নর্থ সেন্ট্রাল টেক্সাসের কারাগার থেকে। ওদের নাম জনসন, কেটসাম ও মেরিক। জেল থেকে বেরোনোর পর এই ক'দিনেই ওরা পাঁচজনকে খুন করেছে। তিনজনকে স্রেফ টাকার জন্যে এবং বাকি দুজনকে

মেরেছে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে। ওই তথ্যের উপর নির্ভর করেই ওদের এই বসতি আসা।

ছোট শহরটায় পশ্চিম দিকের প্রবেশ মুখে ঘোড়া থামালো ওরা। সতর্ক চোখে একবার নজর বুলালো শহরটার ওপর। বলতে গেলে, একটাই মূল রাস্তা। তার দুধারে সার সার ঘরবাড়ী। রাস্তার উত্তর দিকে বেশ কিছু জীর্ণ বাড়িঘর। ওগুলোর মধ্যে একটা হোটেল সেলুন। অন্য একটার সামনে সাইনবোর্ড 'জেনারেল স্টোর'। অন্য যে তিনটে বাড়ি আছে সেগুলোর অবস্থা এমনই, যেন জোরে নিঃশ্বাস ফেললেই হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়বে মাথার ওপর। রাস্তার ডানদিকে, জায়গায় জায়গায় পাথরের স্তূপ। কয়েকটি মেক্সিকান ছেলে খেলা করছে নুড়ি পাথর নিয়ে। ওদের সাথে একটা ছোট্ট কুকুরও আছে।

ছেলেগুলোর খেলা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল। চোখ তুলে তাকালো ওরা তিনজন আগন্তুকের দিকে। ওদের আনন্দ, স্বস্তি সব উবে গেলো। কেমন যেন আতঙ্ক ভর করলো ওদের ওপর। ঘোড়ার ওপর থেকে ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে তিন ঘোড়সওয়ার। লোক তিনটির চাহনি ওদের কাছে সুবিধে মনে হলো না। একটি ছেলে উঠে দৌড় দিল সামনের কুঁড়ের ঘরের দিকে। অন্য দুজন নিজেদের জায়গায় বসে থাকাই ভাল মনে করলো।

টাউনের মধ্যে কয়েকটাই মাত্র বিল্ডিং। বাকিগুলো প্রায় সবই কুঁড়েঘর। পূর্বদিকে রাস্তাটা একটু বেঁকে গেছে। সব ক'টা স্টেবল খড়, ঘোড়া, গাধা প্রভৃতিতে ভরা। তবুও বোঝা যায়, এই এলাকার মানুষদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব সুবিধেজনক নয়। ছাগল, ভেড়াও আছে কিছু কিছু। কিন্তু কোনো কিছুই খুব একটা গোছানো নয়। চারদিকটা নোংরা।

তিন' ঘোড়সওয়ারের মাঝের জনের নাম জনসন। ও একটু এগিয়ে গেলো। কেটসাম ও মেরিক রইলো কিছু পেছনে। ছেলে দু'টো প্রথমে বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেও, আর বসে থাকা সমীচিন মনে করলো না। ঝেড়ে দৌড় দিল ওরা হোটেলের সেলুনের দিকে। এক ঝটকায় দরজা খুলে ঢুকে পড়লো ওরা সেলুনে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সেলুন থেকে বেরিয়ে এলো এক দঙ্গল লোক। বেশির ভাগই বৃদ্ধ ও মহিলা, সবাই মেক্সিকান। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে পরস্পরের সাথে। কয়েকটি যুবকের মুখও দেখা গেলো ওদের মধ্যে। একটা ব্যাপারে সাদৃশ্য আছে সবার মধ্যেই, সেটা হলো দারিদ্র্য। এই মেক্সিকানরা স্রেফ জীবিকার সন্ধানে এসে বসতি গেড়েছে এই পার্বত্য উপত্যকায়। প্রত্যেকেই জীবন সংগ্রামে পোড় খাওয়া চেহারা ধারণ করে আছে। ওরা সবাই স্পষ্ট বুঝতে পারছে, এই তিনজনই অশুভ শক্তি।

জনসন, কেটসাম, মেরিক শীতল দৃষ্টি দিয়ে মাপছে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোকে। প্রত্যেকে খানিকটা আতঙ্কিত মনে হলেও ওদের চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে স্পষ্ট অবজ্ঞা। তিনজনেরই ধারনা হলো অন্যান্য স্থানের মতো এদের কায়দা করা এত সহজ হবে না।

কুকুরটা এতোক্ষণে ছুটতে ছুটতে এলো তার ছেলে বন্ধুদের কাছে। সেলুনে উঠার সিঁড়ির একটু সামনে তিন ঘোড়সওয়ারের দিকে মুখ করে বসলো কুকুরটা। 'ঘেউ' করে উঠলো একবার কেটসামের দিকে তাকিয়ে।

কেটসাম দেখলো কুকুরটাকে। কিন্তু ওর চোখের দৃষ্টি মনে হচ্ছে ফাঁকা। একটা ছোট্ট ছেলে বেরিয়ে এলো ভিড়ের মধ্য থেকে। কুকুরটা ওরই সঙ্গী। ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে ও কুকুরটার দিকে।

কেটসাম হোলস্টার থেকে ওর কোল্টটা বের করলো, তারপর নির্বিকারে গুলি চালিয়ে দিল কুকুরটার বুকে। বুলেটের ধাক্কায় পেছন দিকে ছিটকে পড়লো কুকুরটা। ঠিক তখন দ্বিতীয় গুলি ফেড়ে দিলো ওটার পেট। নাড়িভুড়ি বেরিয়ে এলো ফাঁকা জায়গা দিয়ে। স্তম্ভিত হয়ে গেছে সবাই।

এক দৌড়ে গিয়ে মায়ের দুই উরুর মধ্যে মুখ গুঁজে দিল ছেলেটা। ফোফাচ্ছে ও আর মাথা ঘষছে। ওর মায়ের মুখও রাগে দুঃখে লাল হয়ে উঠেছে।

এক বৃদ্ধ এগিয়ে এলো খানিকটা। মাথায় সাদা টুপি। সাদা সূতি শার্ট এবং সেই সঙ্গে ম্যাচকরা টাউজার পরনে। পায়ে স্যান্ডেল। জিজ্ঞেস করলো বৃদ্ধ, 'কি, কি চাও তোমরা।'

সিলিন্ডারটা খুলে খালি খোলে দুটো বুলেট ঢুকালো কেটসাম। কিছুই হয়নি এমন একটা ভঙ্গিতে বললো, 'দুঃখিত।'

জনসন বললো, 'আমরা মারিয়াকে খুঁজছি।' বলে ও ঘোড়া থেকে নামলো। অন্য দুজনও ওকে অনুসরণ করলো। ঘোড়া তিনটে লাগাম বাঁধলো ওরা সেলুনের হিচরেইলের সাথে। ও বলে চললো, 'বেশ সুন্দরী নাকি মেয়েটা! তোমাদের মধ্যে কেউ মারিয়া নও, বোঝাই যাচ্ছে। কোথায় ও?'

জনসনের কথায় ওরা সবাই রীতিমতো অপমানিত বোধ করলো, বিশেষ করে মেয়েরা। রাগে ফুলছে সবাই। কিন্তু কোনো কথা বলছে না কেউই। কারণ একটু আগেই ওরা দেখেছে কুকুরটার পরিণাম।

'আমিই মারিয়া!' সবার পেছন থেকে আওয়াজটা ভেসে এলো। সবার চোখ ঘুরে গেলো সেলুনের দরজার দিকে। দরজার দু'পাট দু'হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটা মেয়ে। তিরিশের মধ্যেই হবে ওর বয়স। সত্যিকার সুন্দরী মেক্সিকান বলতে যা বোঝায়, মেয়েটা তাই। ওর কাপড় চোপড় ওকে আরো মোহময়ী করে তুলেছে। দেখে মনে হচ্ছে, স্বর্গ থেকে যেন কোন দেবী নেমে এলেন।

সমস্ত রাগ কাঠিন্য দূর হয়ে লালসা ভর করলো তিনজনেরই চেহারায়। ওদের সবার চোখ মারিয়ার ওপর। চোখ দিয়ে গিলছে যেন ওকে। বেশ দীর্ঘদেহী এবং সুন্দর একহারা গড়ন মারিয়ার। প্রায় গোড়ালী পর্যন্ত সাদা পোষাকে ঢাকা ওর দেহ। পায়ে ওর কালো রাইডিং বুট। লো-কাট ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে ওর সুগঠিত বুকের অধিকাংশই দৃশ্যমান। স্তন দুটো যেন টাইট ব্লাউজ ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ওর গায়ের চামড়ায় শ্যামল মায়া। কালো চোখ দুটোতে স্পষ্ট অহংকার। চুল সোনালী। কাঁধ একটু চওড়া। পরিচ্ছন্নতার কারণে ওকে অন্য মেক্সিকানদের থেকে একদম পৃথক করে দিয়েছে।

'কুকুরটাকে গুলি মারলে কেন?' জিজ্ঞেস করলো মারিয়া।

জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করলো কেটসাম। সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল ও, 'একেবারে খাসা মাল, মাইরি।'

জনসন বললো 'ওকে চাই আমরা।'

'কাকে?' পাল্টা প্রশ্ন করলো মারিয়া।

'তোমার প্রিয়তমকে সুন্দরী! তোমার প্রিয় চান্সকে!' বললো জনসন একটু কৌতুকের ভঙ্গিতে।

'আমাদের দু'মাস আগে বেরিয়েছে জেল থেকে'; যোগ করলো, মেরিক। কোন কথা না বলে মারিয়া ঢুকে পড়লো সেলুনের ভেতর। জনসন, মেরিক দুজনেই ছুটলো ওর পেছন পেছন। মেক্সিকানরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। সবাই উদ্বিগ্ন কিন্তু কারো কিছু বলার সাহস নেই।

কিন্তু এক যুবক চিৎকার করে উঠলো, 'ছেড়ে দাও ওকে। ও আমার বোন।'

ছুটলো ও সেলুনের দরজার দিকে। এক লাফে পৌঁছে গেলো কেটসাম ওর পেছনে। কলার চেপে ধরলো কেটসাম যুবকটির। সেই সঙ্গে ওর কোমরের বেল্ট চেপে ধরে মাথার ওপর তুলে ফেললো ওকে। এক পাক ঘুরিয়ে ছুড়ে মারলো ওকে রেলিংয়ের ওপর। হুড়-মুড় করে রেলিং ভেঙ্গে সেলুনের বারান্দার ওপর মুখ থুবড়ে পড়লো যুবক। নড়ন-চড়ন নেই আর। নাক থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে অঝোরে।

কয়েকজন এগিয়ে যাচ্ছিলো ওর দিকে। আবার রিভলবার বের করলো কেটসাম। হ্যামারটা টানলো। থমকে দাঁড়ালো সবাই। দুদিক থেকে দুই কাঁধ চেপে ধরে মারিয়াকে নিয়ে আসছে জনসন ও মেরিক।

এতোক্ষণে ঘাবড়ে গেছে মারিয়া। ওদের হাত থেকে ছোটার জন্য ছটফট করছে ও। অসহায়ের মতো আর্তনাদ করে উঠলো, 'আমি কি করে জানবো, ও কোথায়?'

জনসন ওর দেহের সংগে চেপে ধরলো মারিয়াকে। ওর মুখটা প্রায় মারিয়ার মুখের কাছে। জোর ঝাঁকুনি দিলো ও মারিয়াকে।

'তুমি জানবে না তো কে জানবে সুন্দরী?' বলেই একটা ধাক্কা দিলো জনসন মারিয়াকে। তাল সামলাতে পারল না–ছিটকে গিয়ে পড়লো মেরিকের পায়ের কাছে। বারান্দায় মেঝেতে পড়ে থেকেই প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বললো মারিয়া, 'আমার সাথে ওর আর কোনো সম্পর্ক নেই। ওকে পছন্দ করি না আমি।' মুঠো করে ব্লাউজ ধরে টেনে তুললো আবার জনসন। চেপে ধরলো ওর দেহের সংগে। কাঁপছে মারিয়া আতঙ্কে।

'আমরাও ওকে পছন্দ করি না, সুন্দরী,' বললো জনসন।ওর চোখ ঘৃণা আর প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছে। 'দ্যাখো, ও কি করেছে আমার।' এতোক্ষণে মারিয়া ঠিক মতো দেখার সুযোগ পেলো জনসনকে। চোখের ঠিক ওপরেই গভীর ক্ষত একটা। চামড়া ঝুলে পড়ে ডান চোখটা প্রায় ঢেকে ফেলেছে। বিকৃত দেখাচ্ছে মুখটা এ জন্য।

'ঠিক এরকম একটা দাগ ওর মুখে না এঁকে দেয়া পর্যন্ত–আমার শান্তি নেই। বললো জনসন, কিন্তু তোমার ওকে দেখতে না পারার কারণটা কি বলতে পারো?

'আমি ওকে ঘেন্না করি, ব্যস।'

'কিন্তু, টাকাটা গেলো কোথায়,' এবার কেটসাম কথা বলে উঠলো, 'এটাতো তোমার চেয়ে বেশি কারোর জানার কথা না!'

'জানতাম, কিন্তুএখন জানি না!'

মেরিক এগিয়ে এলো, 'তোমাদের দিয়ে হবে না। হারামজাদীকে আমার হাতে ছেড়ে দাও, শিখিয়ে দেবো, কি করে কথা বলতে হয়!'

'ঠিক আছে,' জনসন অনুমোদন করলো। 'চলো, সেলুনের ভেতর। তারপর স্ফূর্তি করা যাবে একে নিয়ে।'

মারিয়াকে সামনে সামনে ঠেলে নিয়ে চললো জনসন। ওকে অনুসরণ করলো মেরিক ও কেটসাম।

ঠিক এসময় সেলুনের দরজা ঠেলে বেরুলো একজন লোক, হাতে দুই নলা বন্দুক। তাক করে আছে সামনের দিকে। থমকে গেলো লোকটা। কারণ ওর লাইন অফ ফায়ারে দাঁড়িয়ে আছে মারিয়া। পলক ফেলতে যা দেরি, কেটসাম এর মধ্যেই বের করে ফেললো কোল্ট। তৃতীয় ও চতুর্থবারের মতো গর্জন করে উঠলো রিভলভারটা। একটা পাক খেয়ে বন্দুকধারী ধপাস করে পড়লো সিঁড়ির ওপর। সেখান থেকে গড়িয়ে রাস্তায়। ছিটকে পড়লো ওর প্রাণহীন হাত থেকে বন্দুকটা।

মেরিকও তার রিভলভার বের করে ফেলেছে, তাক করে আছে অন্যদের ওপর। কয়েক পা পিছিয়ে গেলো সবাই, আতঙ্কে। মৃত লোকটার বুক থেকে

রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। দুটো গুলিই ভেদ করে গেছে ওর বুক।

মারিয়ার চোখ পড়লো পড়ে থাকা ওর ভাইয়ের দিকে। রাফায়েল আর্তনাদ করে উঠলো ও! রাফায়েলের চোখে মুখে রক্তের বন্যা।

বিরক্ত হলো জনসন, 'আরে মরেনি ও।' কেটসাম সিলিন্ডার খুলে আবার দুটো বুলেট ঢোকালো রিভলভারে।

জনসন বলে চললো, 'আমাদের শুধু দুটো জিনিস চাই। চান্স ও টাকা, আর কিছু নয়।'

'না, আরো একটা জিনিস চাই, বলে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মারিয়ার দিকে তাকালো মেরিক। হাসলো সবাই ওর কথায়।

মেরিক চুমু খাওয়ার চেষ্টা করলো মারিয়ার মুখে। ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা সরিয়ে নিলো মারিয়া। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো মেরিক। ওর ব্লাউজের সামনের দিকটা ধরে হেঁচকা টান দিলো, ফড়াৎ করে ছিঁড়ে গেলো সম্মুখ ভাগ। স্তন দুটো লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো। হেসে উঠলো ওরা সবাই।

মারিয়া দু'হাত দিয়ে বুক ঢাকার চেষ্টা করছে। জনসন ওর কোমর পেঁচিয়ে ধরলো। ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে ওরা ঘোড়াগুলো খুলে নিয়েছে হিচরেইল থেকে। জনসন ডান হাতে লাগাম বাঁ হাতে মারিয়াকে ধরে আছে শক্ত করে। ছটফট করছে মারিয়া ছাড়া পাবার জন্যে। গালাগাল দিচ্ছে মারিয়া ওদের তিনজনকে।

জনসন বললো, 'মেয়েদের মুখে এমন কুৎসিত ভাষা মানায় না।' বলে ঠোঁটটা জিভ দিয়ে চাটলো। মারিয়ার দেহের প্রতিটা বাঁক ও অনুভব করছে।

এগুচ্ছে ওরা পূর্বদিকে হেঁটেই। কি বলতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো মেরিক। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করলো, জনসন ও কেটসাম।

মাত্র কুড়ি গজ দূরেই লোকটা বসে আছে, একটা পাথরের ওপর। শান্ত ও ধীরভঙ্গিতে সিগারেট বানাচ্ছে একটা, রোল করে। সাধারণ একহারা দেহ লোকটার। তবে কাঁধ বেশ চওড়া। জামা কাপড়ের নিচে পেশীর আভাস সুস্পষ্ট। গলায় কালো রুমাল বাঁধা, গায়ে চামড়ার কালো জ্যাকেট। হালকা রংয়ের ফ্লানেলের শার্ট, ছাই রংয়ের ট্রাউজার এবং পায়ে স্পারযুক্ত বুট। কিন্তু

প্রথমেই কারো চোখ পড়বে ওর বাঁ চোখের ওপর। চোখটা কালো পট্টিতে ঢাকা। ওই চোখের নিচ থেকে গাল পর্যন্ত কাটা দাগ। ডান চোখটা সবুজ এবং জীবন্ত। বা চোখটা এবং কাটা দাগটা ছাড়া লোকটাকে সুদর্শনই বলা যেতে পারে।

ওর নাম চান্স।

লোকটার ঠিক দশ ফুট সামনে এসে থামলো ওরা। একটু অবাকই হয়েছে সবাই। এতো সহজে চান্সকে পাওয়া যাবে ভাবেনি কেউ। আট বছর জেল খাটার পর ওদের মাত্র ক'দিন আগে বেরিয়েছে চান্স। তার আগে ও তিন লাখ ডলার লুট করেছিলো। জনসনরা ছিলো ওদেরই সাথে। ওদের ধারনা চান্স পুরো টাকাটাই মেরে দিয়েছে। কিন্তু ঘটনা অন্যরকম। চান্সের হাতছাড়া হয়ে গেছে টাকাটা।

তিন জনেরই চোখ মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে। দেখছে ওরা, চান্স এখনো সিগারেট বানাতে ব্যস্ত। ওর-ও ডান উরুর সাথে বাঁধা হোলস্টারে দীর্ঘ ব্যারেলের নেভী কোল্ট পয়েন্ট ফোর ফোর।

সময় পার হয়ে যাচ্ছে। চার জোড়া চোখ চান্সের দিকে। মারিয়াও স্থির হয়ে আছে জনসনের বাঁ হাতের বাঁধনে একহাত দিয়ে ও ব্লাউজের ছেঁড়া দুই অংশ একত্র করে বুক ঢাকার চেষ্টা করছে।

'কি হে,' এতোক্ষণে কথা বললো চান্স, 'খুব ভাল সময় কাটাচ্ছিলে মনে হয় ওখানে!' বসতির ইঙ্গিত করলো ও। সিগারেট বানানো শেষ হয়েছে ওর। চান্সের বাঁ পাশেই ওর ঘোড়াটা। মেয়েটাকে ছেঁড়ে দাও। তারপর আমরা আমাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবো, 'কেমন!'

'আপত্তি নেই,' বলেই জনসন ঠেলে ফেলে দিলো মারিয়াকে। ধূলোর মধ্যে মুখ গুজড়ে পড়লো।

'কুত্তার বাচ্চা!' গাল দিল মারিয়া মুখ মুছতে মুছতে।

'মেয়েলোকটার মুখ বেজায় খারাপ,' বললো মেরিক। হাসলো ও খ্যাক খ্যাক করে। বসতবাসীরা নিরাপদ দূরত্বে থেকে দেখছে, কি ঘটনা ঘটে। ওদিকে আকাশের মেঘ আরো কালো হয়ে উঠেছে।

'গুড', স্বস্তির ভাব ফুটে উঠলো চান্সের কথায়। 'থাক, কি বলবে বলো।'

'টাকা কোথায়?' একরোখা প্রশ্ন জনসনের। ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়েছে ওরা হাত থেকে। দেহ টান টান সবার। সতর্ক। কারণ চান্সকে ওরা ভালোভাবেই চেনে।

সিগারেট ধরালো চান্স। ধোঁয়া ছাড়লো, পরম নিশ্চিন্ত ভঙ্গি ওর। উঠে দাঁড়ালো ও। একটু এগিয়ে এলো। হঠাৎ তড়িৎবেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো জনসনের ওপর, ঝেড়ে দিলো দু'তিনটে ঘুষি ওর মুখের ওপর। পড়ে গেল জনসন। পলক ফেলতে না ফেলতেই ঘটে গেলো ব্যাপারটা। পড়ে গিয়ে জনসন হাত বাড়ালো রিভলবারের বাটের দিকে। ওদিকে কেটসাম ও মেরিকের হাতও চলে গেছে হোলস্টারের কাছে। কিন্তু রিভলবার বের করার সময় পেলো না ওরা কেউ-ই। বিদ্যুৎ গতিতে চান্সের হাতে রিভলবার উঠে এসেছে। তিনটে গুলি হলো মুহূর্তে। লুটিয়ে পড়লো তিনজনেই। অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে মারিয়া। এমন ক্ষিপ্রগতি ওর কাছে অসম্ভব অবাস্তব মনে হচ্ছে।

হোলস্টারে পুরলো আবার রিভলবারটা। দেখলো একবার প্রাণহীন তিনটে দেহ। রক্তাক্ত।

ঘোড়াটার লাগাম ডান হাতে পেঁচিয়ে নিয়ে ধীর গতিতে এলো পড়ে থাকা মারিয়ার পাশে। বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিলো ওকে তোলার জন্যে। টান মেরে তুললো ওকে ঘোড়ার পিঠে এক ঝটকায়। নিজেও চড় বসলো ওর পেছনে। ডান হাতে লাগাম, বাঁ হাতে পেঁচিয়ে ধরলো মারিয়াকে।

হিস্ হিস্ করে উঠলো মারিয়া, 'বাস্টার্ড, গায়ের গন্ধে টেকা যায় না!'

'কৌতুক করছো, ভালো কথা!' খুব মজা পেয়েছে যেন চান্স মারিয়ার কথায়।

বসতবাসীদের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। এমন সময় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলো। সেলুন পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতেই ভিজে একসা হয়ে গেলো ওরা। মারিয়াকে নামালো। ঘোড়াটা বাঁধালো হিচরেইলের সঙ্গে। ছুট দিলো

সেলুনের নিরাপদ আশ্রয়ে। মারিয়াও উঠে এসেছে বারান্দায়! বৃষ্টিতে ভিজে ওর গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেছে জামাকাপড়। দেহের প্রতিটি রেখা এখন সুস্পষ্ট। দেখে চান্সের সবুজ চোখেও লোভ ঝিকিয়ে উঠলো। সামলে নিলো নিজেকে। চারদিকে দেখলো একবার। ছেলেটা কাঁদছে এখনো কুকুরটার শোকে। বৃষ্টিতে ভিজছে বন্দুকধারীর মৃতদেহগুলো। মারিয়ার ভাই একটু সুস্থ হয়ে উঠেছে।

ছেলেটাকে ডাকলো চান্স। পকেট থেকে এক ডলারের একটা নোট বের করে দিলো ওকে। বললো, খোকা, আমার ঘোড়াটাকে স্টেবলে রেখে এসো। কিছু খাবারও দিও ওটাকে।

'ছেলেটা ওর মায়ের দিকে তাকালো অনুমোদনের জন্য। ওর মা মাথা হেলিয়ে অনুমতি দিলো। ডলারটা পেয়ে ছেলের শোক কমেছে কিছুটা। ঘোড়া নিয়ে চলে গেলো ও বৃষ্টির মধ্যেই, ভিজতে ভিজতে।

মারিয়া বারান্দা পার হয়ে সেলুনের ভেতরে ঢুকছে। চান্সও ওর পিছু নিলো।

'কি চাও তুমি, এখানে?' মারিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

কোন কথা না বলে চান্স সিঁড়ির দিকে চললো। এঁকেবেঁকে দোতলায় উঠে গেছে সিঁড়িটা। মারিয়া দাঁড়িয়ে পড়েছে হলরুমের মাঝখানে। হলরুমে কয়েকটা চেয়ার, টেবিল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো ছিটানো রয়েছে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে চান্স ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, 'এক বোতল হুইস্কি নিয়ে এসো, খুকি! তোমার সাথে কিছু কথা আছে। আর তোমাকে ভেজা অবস্থায় আরো সুন্দর দেখাচ্ছে!'

'বয়েই গেছে তোমার কথা শুনতে,' বললো মারিয়া।

'মারিয়া,' ধমকে উঠলো চান্স। ওর সবুজ চোখটা জ্বলে উঠেছে। 'যা বলছি তাই করো। নইলে ভালো হবে না।'

পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো ওরা কিছুক্ষণ, নিষ্পলক দৃষ্টিতে। সহ্য করতে পারলো না মারিয়া, চান্সের দৃষ্টিতে তীব্রতা। চোখ নামিয়ে নিলো। মনে মনে গালাগাল দিলো চান্সকে মা বাপ তোলে। সিঁ

বেয়ে উঠে গেলো চান্স, আর কোনো কথা না বলে। ও জানে, মারিয়া আসবেই।

ভেজা কাপড়-চোপড়েই বসে আছে চান্স বিছানার ওপর। দোতলার একটা কক্ষ এটা। কয়েক ঢোক নির্জলা হুইস্কি পান করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো ও। এবার তাকালো সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মারিয়ার পানে। ওর দেহের উত্তাল তরঙ্গ চান্সের বুকে জ্বালা ধরিয়ে দিলো। বললো, "ভেজা কাপড়ে আর কতক্ষণ থাকবে। খুলে ফেলো।' নির্দেশের মতো শোনালো ওর কথা।

কোনো প্রতিক্রিয়া নেই মারিয়ার চোখে মুখে। এক এক করে খুলে ফেললো ওর সমস্ত কাপড়। এখন সম্পূর্ণ নিরাবরণ ও। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইলো চান্স ওর সুন্দর দেহের দিকে। পুরুষ্ট স্তন,নিটোল দেহ। ক্ষীণ কটিদেশের নিচেই বিশাল নিতম্ব।

দরজাটা বন্ধ। চান্স বলে উঠলো, 'অনেকদিন পর তাই না।' কোনো জবাব দিলো না মারিয়া। সরে গিয়ে চান্সের পাশে বিছানায় বসলো। আর দেরি করলো না। ঝাঁপিয়ে পড়লো চান্স মারিয়ার ওপর। অস্ফুট গোঙানী দিয়ে পেঁচিয়ে ধরলো মারিয়া। ঝড় বয়ে গেলো বিছানার ওপর দিয়ে।

দুই

রাতটা বেশ সুন্দর, শান্ত ও নিস্তব্ধ। আকাশের কালো মেঘ সরে গিয়ে চাঁদ তারা দেখা দিয়েছে। বৃষ্টি নেই। তবে বাতাসটা বেশ ঠান্ডা।

দেয়ালে হেলান দিয়ে চান্স ভাবছে অতীতের কথা। তিন লাখ ডলারের পেছনে ছুটছে ও। এটা পেয়েও হারিয়েছে চান্স। অথচ অনেক রক্ত বয়ে গেছে এই টাকার জন্য। এর মধ্যে মারিয়ারও ভূমিকা আছে। মারিয়া জানে, ডলারগুলো কোথায়, কার কাছে। ও জেলে যাওয়ার পর মারিয়া বদলে গেছে। এখন ওর কোলে শুয়ে আছে এক কামাতুর বিশ্বাস-ঘাতিনী।

জীবনের এই অনিশ্চয়তা নিয়ে ভাবছে চান্স। পিছু হটে দাঁড়াবার উপায়

নেই। এগিয়ে যেতেই হবে। কিন্তু কোথায় এর শেষ! একমাত্র মৃত্যুই এর ওপর যবনিকা টেনে দিতে পারে। কিন্তু এর আগে সবকিছু দেখে নিতে হবে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো চান্সের। অনেক রক্ত পেরিয়ে এসেছে। সুতরাং কিছুতেই হাল ছেড়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু থেকে থেকেই বুকের ভেতরটা খচ করে উঠছে ওর। প্রিয়তমা মারিয়াও বিশ্বাস-ঘাতকতা করলো ওর সঙ্গে।

আস্তে করে নামিয়ে দিলো মারিয়ার মাথাটা বিছানায়। ঘুমোচ্ছে ও এখন। হুইস্কির বোতলটা খুললো। বোতল থেকেই এক ঢোক গিললো। খিদে পেয়েছে ওর, কম ধকল তো যায় নি! বিছানায় এলে বাঘিনী হয়ে যায় মারিয়া। টেবিল থেকে খাবার তুলে নিলো চান্স। ঠান্ডা হয়ে গেছে একেবারে কিন্তু দ্বিরুক্তি না করে গিলে চললো খাবার। চেটে পুটে সাফ করে ফেললো প্লেট। পেট ভরার পর স্বস্তি ফিরে এলো। কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলছে ঘরে। চারদিকে তাকালো চান্স। সারা ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ওদের কাপড়-চোপড়। এক কোণে পড়ে আছে হোলস্টার সহ রিভলবার, বেল্ট, রাইফেল প্রভৃতি।

দ্রুত কাপড়-চোপড় পরে নিলো চান্স। হোলস্টারটা ঠিক মতো বাঁধা হলো। জ্যাকেটটা পরে নিয়ে ডাকলো চান্স, 'মারিয়া ওঠো। খেলার সময় শেষ।' অস্বাভাবিক রকম শান্ত ওর কণ্ঠস্বর।

'উম্‌ম,' আওয়াজ করলো। চোখ না খুলেই হাত বাড়ালো চান্সকে ধরার জন্যে, পেলো না।

'ওঠো, এখন টাকার কথা বলো!'

বিছানা ছেড়ে উঠলো মারিয়া। খালি প্লেটটা দেখলো ও। বললো, 'যাই তোমার জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আসি।'

'টাকার কথা বলো, মারিয়া,' বললো চান্স। 'আমি ছাড়া একমাত্র তুমিই জানতে কোথায় ছিল ওগুলো। এখন নেই ওখানে।'

'এখন না,' দরজার কাছে গিয়ে বললো মারিয়া।

দুই মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলো ও। হাতে সুপের বাটি। ধোঁয়া উঠছে বাটি থেকে। চান্স শুয়ে আছে বিছানার ওপর, সবুট। মুখটা ঢাকা হ্যাট

য়ে। মারিয়া ঘোরাফেরা করছে ঘরে, বুঝতে পারছে চান্স। হঠাৎ মারিয়ার টাচলা থেমে গেলো। কোনো শব্দ নেই ঘরে। বিপদের ঘন্টা বেজে উঠলো ান্সের মনে। এক ঝটকায় হ্যাটটা সরিয়ে ফেললো ও। দেখলো লম্বা একটা ছোরা নেমে আসছে ওর বুক লক্ষ্য করে। এক গড়ান দিয়ে সরে গেলো ান্স। বিছানায় গেঁথে গেলো ছোরা। ক্ষিপ্ত গতিতে পা চালালো চান্স, ারিয়ার উরু লক্ষ্য করে। ছিটকে দেয়ালের গায়ে পড়লো মারিয়া, সেখান থকে মেঝেতে। চোখ জ্বলছে ওর অঙ্গারের মতো। সেই সঙ্গে হতাশা ভর রলো ওর চেহারায়। একটুর জন্য সুযোগ হারালো ও।

গদিতে গাঁথা ছোরাটা তুলে নিলো চান্স। লুণ্ঠনের মৃদু আলোতে ঝিক রে উঠলো ওটার ধারালো গা। ছুটে এলো মারিয়া আবার। নখ বসিয়ে দয়ার চেষ্টা করলো চান্সের চোখে। ঝটকা মেরে ওর হাত সরিয়ে দিলো ান্স। তারপর সজোরে চড় কষালো মারিয়ার গালে। ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলো । দু'হাতে ওকে মাথার ওপর তুলে ধরলো চান্স, তারপর ছুঁড়ে দিলো াবার দেয়ালের গায়ে। মেঝেতে পড়ে থাকলো কিছুক্ষণ মারিয়া। বেশ াথা পেয়েছে ও। ঠোঁটের কোণ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। আবার ওঠে াড়ালো মারিয়া। প্রচন্ড ক্রোধে ওর শরীরটা কাঁপছে। সুপের বাটিটা তুলে য়ে খাওয়ায় মনোনিবেশ করলো চান্স। যেন এছাড়া আর কোনো কাজ ই ওর।

শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো মারিয়া, 'তুমি জানলে কি করে, আমি খানেই আছি?

'যেমন করে জানি, টাকাটা তুমি বা তোমরা সরিয়ে ফেলেছো।' রেগে গলো চান্স, 'বিশ্বাস-ঘাতিনী, আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকা না করলে কি তো না? তোমার জন্য কতজন প্রাণ দিলো। হেস, মরিস, বেনসন....'

'তুমি মেরেছো, ওদের?

'হ্যাঁ তোমরা সবাই মিলে আমাকে পশুতে পরিণত করেছো। মারিয়া, মি আমার জীবনের ব্লুটাস।

'ওই টাকার জন্যে অনেক জীবন গেছে। তোমাকে মারতেও কষ্ট লাগবে । আমার। কিন্তু আমাকে আমার টাকা পেতেই হবে।'

'তুমি ভয় দেখাচ্ছো আমাকে!' হিসহিসিয়ে উঠলো মারিয়া, শুয়ো কোথাকার! রোসাল্ডো তোমাকে ছেড়ে দেবে না। একেবারে খুন কে ফেলবে!'

'কে এই রোসাল্ডো?'

'ভয়ঙ্কর ডাকাত একজন। কিন্তু আমি ওকে ভালবাসি।'

'তাহলে রোসাল্ডোই নিয়ে গেছে টাকাগুলো?'

'তাই।'

বললে চান্স, 'তাহলে, এখন রোসাল্ডোই তোমার ভালবাসা, প্রেম আচ্ছা!' চোখের কালো পট্টিটা ছুঁলো চান্স ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে। বড্ড যন্ত্রণা করছে ওখানে। এক লড়াইয়ে চোখটা হারানোর পর একটু উত্তেজন এলেই ওখানে যন্ত্রণা হয়।

'আমি বলবো রোসাল্ডোকে, সবকিছু,' হুমকি দিলো মারিয়া। 'তুমি আমাকে মেরেছো, রোসাল্ডো এর প্রতিশোধ নেবে।'

'যাও বলো গিয়ে,' বললো চান্স, 'কিন্তু অন্য কথাগুলো বলবে না?'

জবাব দিলো না মারিয়া। থুতু ফেললো মেঝের ওপর চান্সের পায়ের কাছে। তারপর ছুটে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

চান্সও ওঠে দাঁড়ালো। সিগারেট বানালো একটা সযত্নে, তারপর ধরালো ওটা।

জানালায় গিয়ে দাঁড়ালো। নিচে বারান্দায় মারিয়ার বুটের শব্দ। ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে মারিয়া, স্টেবলের দিকে। ওর পেছনেই র‍্যাফায়েল, মারিয়ার ভাই। একটা ঘোড়ায় জিন পরিয়ে দিলো র‍্যাফায়েল, বোনকে উঠতে সাহায্য করলো। দক্ষিণ পূর্ব দিকে ছুটলো মারিয়া, এক সময় অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

চান্স অনুভব করলো ওর শির দাঁড়া বেয়ে ক্রোধের শিহরণ উঠছে। ভাবছে ও আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম। ঘেন্নায় থুথু ছিটালো ও জানালা দিয়ে। কিছুটা ঈর্ষা বোধ করছে ও রোসাল্ডের জন্য। রোসাল্ডো মারিয়াকে ছিনিয়ে নিয়েছে ওর টাকাও।

মাথা ঝাঁকালো ও। ঠিক আছে, রোসাল্ডোর মৃত্যু লেখা হয়ে গেছে ওর হাতে। রেহাই নেই ওর।

সকালে সূর্যের আলো বসতির সকল ক্লেদ শুকিয়ে দিচ্ছে যেন। র‍্যাফায়েল এবং আরোক'জন মিলে জনসন, কেটসাম, মেরিকএবং তাদের নিজেদের লোকটার মৃতদেহ কবর দিয়েছে। ঘাম মুছছে সবাই এমন সময় দেখলো, একজন অশ্বারোহী আসছে, উত্তর দিক থেকে। লোকটি কাছে আসতে দেখা গেলো, বিশালদেহী ব্লন্ড একজন। কালো ঘোড়ার ওপর ঋজু ভঙ্গিতে বসা।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো র‍্যাফায়েল।

ওর কথার জবাব না দিয়ে লোকটা দৃঢ় কণ্ঠে বললো, 'আমি একজন লোককে খুঁজছি। এক চোখ কানা। চোখে কালো পট্টি পরে। নাম চান্স।'

'চলে গেছে, খুব ভোরে, সংক্ষিপ্ত জবাব র‍্যাফায়েলের। একটু অসন্তুষ্ট হয়েছে ও।

'কোন্ দিকে?'

'কেন বলবো?' পাল্টা প্রশ্ন করলো র‍্যাফায়েল।

'না বললে, তোমাদের কাউকে মরতে হবে, রাজী?' চোয়াল কঠিন হয়ে গেল ব্লন্ড লোকটার!

ঘাবড়ে গেলো সবাই। বুঝলো, এটা আরেক ঝামেলা, ক্ষণিকের নীরবতা। তারপর র‍্যাফায়েল বললো, 'উত্তর-পূর্ব দিকে গেছে।'

কোনো কথা না বলে ঘোড়া ছুটালো ওদিকে লোকটা। র‍্যাফায়েল ও তার সঙ্গীরা এই লোকটার প্রতিও ঘৃণা অনুভব করলো।

ডেভিস পর্বতমালার কয়েক মাইল পশ্চিমে। পেছনে সবুজের মেলা ফেলে যাচ্ছে চান্স। এখন ক্রমশঃ রুক্ষ হয়ে উঠেছে মাটি। চারিদিকে পাথুরে পাহাড়পালা। জঙ্গলের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার প্রাণী দেখা যাচ্ছে। সূর্যের খরতাপ ঝলসে যাচ্ছে চান্সের চোখমুখ। ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে ওর কাপড় চোপড়। ভোরের আগেই বসতি ছেড়ে এসেছে ও। এখন মারিয়ার ট্রেইল অনুসরণ করতে করতে যাচ্ছে।

ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে আশেপাশে পানির কোনো চিহ্ন দেখতে পায়নি দুই ঘন্টা আগে একটা ঝর্ণা থেকে ক্যান্টিনে পানি ভরে নিয়ে ছিলো ও। ওঁ থেকেই নিজেও পান করেছে, ঘোড়াকেও দিচ্ছে। পেকোস পৌঁছুবার আগে পানি পাবার আর আশা নেই। মারিয়া দক্ষিণ-পূর্বদিকে নদীর দিকে এগুচ্ছে, বুঝতে পারছে চান্স। বসতিতে কাউকে মুখ খোলাতে পারেনি চান্স। মারিয়ার সম্ভাব্য গন্তব্যস্থল সম্পর্কে, সম্ভবত রিও গ্রান্ডে যাবে মারিয়া, সেখান থেকে মেক্সিকো।

আরো দুই ঘন্টা পার হয়ে গেলো। কয়েকশ গজ দূরেই একসার নি পাহাড়ের শ্রেণী। রাস্তার ডান ধার ধরে ছুটছে চান্স। কিছুক্ষণ পর দেখবে দুটো পাহাড়ের মাঝ দিয়ে চলে গেছে ট্রেইল। পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পা হবার সময় নারী কণ্ঠের হাসি শুনলো ও। ভূত-প্রেত নাকি! ভাবছে চান্স লাগাম টেনে ধরলো ঘোড়ার। ডানদিকের পাহাড়ের মাঝে সংকীর্ণ একট পথ। ওই পথ ধরে একটু এগোতেই চান্স বুঝলো, ভূত প্রেত নয়। জীবন্ত মানুষ। সামনেই একটু প্রশস্ত জায়গা। চারদিকে পাহাড়ের আড়াল। ছয়ট মেয়ে। ওদের দু'জনের হাতে চাবুক। সাঁই সাঁই করে চাবুক চালাচ্ছে ওরা হাত-পা বাঁধা দুটো পুরুষ দেহ পড়ে আছে মাটিতে। চাবুকের আঘাতে ইতিমধ্যেই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে ওদের দেহ। চাবুকের বাড়ি পড়ছে, আর আর্তনাদ করে উঠছে ওরা। সঙ্গে সঙ্গে খিল খিল করে হেসে উঠছে মেয়েগুলো।

চাবুক মারতে মারতে হাঁপিয়ে গেছে ওরা। ফ্লাস্ক থেকে পানীয় পান করলো ওরা। বিশ্রাম নিচ্ছে একটু। ওদিকে লোকগুলো গোঙাচ্ছে মেয়েগুলো হাসছে। বুঝলো চান্স, একপাল স্যাডিস্ট!

ওদের দৃষ্টিপথে এলো চান্স। ঘোড়ার পায়ের শব্দে ওর দিকে চোখ তুলে তাকালো সবাই। বিশালদেহী মেক্সিকান মেয়েটা এগিয়ে এলো চান্সের দিকে।

'বাহ্, বেশ হ্যান্ডসাম তো,' বললো মেয়েটা। 'নেমে এসো বাছা তোমার সাথে একটু খেলা করি!' অপেকটা পুরুষালী কণ্ঠস্বর ওর।

ঘিরে ধরলো মেয়েগুলো চান্সকে চারদিক থেকে। ওদের সবার চোখেই বন্য দৃষ্টি। ব্লন্ড ও মেক্সিকান মেয়েটা চাবুক আছড়ালো বার কয়েক মাটিতে। নিগ্রোটা ওর উইনচেস্টার তাক করে আছে চান্সের দিকে। চান্সের ঘোড়া ছটপট করছে। সবাইকে দেখলো চান্স আরেকবার শান্ত অবিচলিত দৃষ্টিতে। মেয়ে হলেও প্রত্যেকের চেহারাই পুরুষালী রুক্ষতা ফুটে উঠেছে। কথা বললো চান্স, 'না তোমার সাথে খেলা করার ইচ্ছে নেই আমার। ওদের যা অবস্থা দেখছি!' নির্যাতিত পুরুষ দু'জনকে দেখালো চান্স।

'আরে, এসোই না,' বললো ব্লন্ড মেয়েটি। 'ওরা আমাদের তৃপ্তি দিতে পারেনি। তাই ওদের এই অবস্থা। তবে তুমি আমাদের তৃপ্তি দিতে পারবে আশা করি।' চান্সের পেশল হাতের ওপর হাত বুলালো ও। চোখে স্পষ্ট লালসা।

'ঘোড়া থেকে নামো,' হুকুম দিলো নিগ্রো মেয়েটি। 'না হলে গুলি করবো।'

নিগ্রোর হুমকি পাত্তা না দিয়ে চান্স জিজ্ঞেস করলো, 'একটা মেক্সিকান মেয়েকে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছো? পরনে সাদা স্কার্ট?'

'মারিয়ার কথা বলছো,' বললো মেক্সিকান মেয়েটা। 'ও-ই-তো তোমাকে আটকে রাখতে বলেছে। বলেছে, তোমাকে নিয়ে অনেক মজা করা যাবে!'

সতর্ক হবার কোনো সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ ব্লন্ড মেয়েটা চাবুক চালালো! চান্সের গলায় জড়িয়ে গেল চাবুক। কষে টান মারলো ও চাবুক ধরে। ওদিকে নিগ্রো মেয়েটা রাইফেলের বাট ঘুরিয়ে বাড়ি মারলো প্রচন্ডবেগে চান্সের ডান কাঁধে। ধপাস করে পড়লো চান্স শক্ত মাটিতে। চান্সের ঘোড়াটা পিছিয়ে গেলো খানিকটা।

খপ্ করে ব্লন্ডের চাবুকটা চেপে ধরলো চান্স। হাঁটুর ওপর উঠে বসেছে ও। এদিকে অন্যদের চাবুক পড়ছে ওর বুকে, পিঠে। জামা ছিঁড়ে চামড়া কেটে কেটে বসে যাচ্ছে চাবুক। মেক্সিকানটার চাবুক চেপে ধরলো চান্স আরেক হাতে। তারপর সজোরে টান দিলো চাবুক ধরে। ব্লন্ড ও মেক্সিকান দু'জনেই তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়লো চান্সের ওপর।

নিগ্রোটা সাই করে রাইফেল চালালো চান্সের মাথা লক্ষ্য করে। মাথা নুইয়ে নিলো চান্স। বেরিয়ে গেলো রাইফেলটা মাথার ওপর দিয়ে। টাল সামলাতে না পেরে পড়লো মেয়েটা চান্সের ওপর। চান্সের জোরালো লেফটহুক আঘাত হানলো মেয়েটার ডান চোয়ালে। ছিটকে গিয়ে পড়লো নিগ্রোটা কয়েক হাত দূরে। এদিকে অন্যদের চাবুক সমানে পড়ছে চান্সের বুকে-পিঠে। একটা মেক্সিকান মেয়ে দীর্ঘ, ধারালো একটা ছোড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো চান্সের ওপর। কোন সুযোগ দিলো না ওকে চান্স। প্রচন্ড বেগে সাইড কিক করলো ওর চিবুকে। বিনাবাক্য ব্যয়ে ধরাশায়ী হলো মেয়েটা। অন্য আরেকটা মেক্সিকান মেয়ে ছুরি চালালো চান্সের পেট লক্ষ্য করে। কিন্তু ওর ছুরি চান্সের পেট ছোঁবার পূর্বেই থমকে গেলো মেয়েটা, নাকের ওপর বিরাশী সিক্কা ওজনের ঘুষি খেয়ে। তারপরই পেটে মারলো সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে। পেট চেপে ধরে শ্লো মোশানে ঘুরতে ঘুরতে লুটিয়ে পড়লো মেয়েটা।

কোনো দয়ামায়া না করে সমানে মেরে চলেছে চান্স। এদিক ওদিক। কারো চোঁয়াল থেবলে যাচ্ছে, কারো নাক থেকে গলগল করে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। ব্লন্ড, নিগ্রো ও বিশালদেহী মেক্সিকান, এই তিনজন মারের প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে তৈরি হলো পাল্টা আঘাত হানার জন্য। তিনজন তিন দিক থেকে ঘিরে ধরেছে চান্সকে। ও বসেই আছে মাটিতে। ব্লন্ডের হাতে ছুরি, অন্য দু'জনের হাতে চাবুক। এখন ওরা আরো সতর্ক। সাবধানে এগুচ্ছে। এদিকে চান্স একেবারে নিরস্ত্র। পাশবিক যুদ্ধে রিভলবার খুলে পড়ে গেছে হোলস্টার থেকে। ছুরিটা ও গেছে।

চান্স অপেক্ষা করছে ওদের হামলার জন্য। স্থির চোখে চেয়ে আছে ওদের দিকে। ওর সবুজ চোখ বেড়ালের মতো জ্বলছে। মেক্সিকানটা চাবুক চালালো সাঁই করে, সেই সাথে ব্লন্ডটা ক্ষিপ্রগতিতে ছুরি চালালো। একটু কাত হয়ে বাঁচার চেষ্টা করলো চান্স। চাবুকের আঘাত এড়াতে পারলেও, কনুইয়ের ওপর শার্ট ছুঁয়ে বেরিয়ে গেলো ধারালো ব্লেড। রক্তে লাল হয়ে গেল শার্টের হাতা। ওদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে লাথি চালালো চান্স মেক্সিকানটার পেটে, এদিকে ব্লন্ডটার কাঁধে ঝেড়ে দিলো জ্যাব। দু'জনই

সহ্য করতে পারলো না এই কড়া জিনিস। দড়াম করে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। ব্লন্ডটার হাত থেকে ছুরিটা উড়াল দিল শূন্যে, পড়লো কয়েক হাত দূরে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো চান্স। নিগ্রোটা প্রস্তুতি নিচ্ছে, চাবুক চালানোর। সোজা থুতনির ওপর মারলো চান্স সজোরে। এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়েছিলো মেয়েটা। পড়লো কাটা কলা গাছের মতো।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে মেয়েগুলো চারপাশে। কেউ-ই অক্ষত নেই আর। লড়াই করার শক্তি বা মানসিকতা কোনটাই নেই। কঁকাচ্ছে সবাই। হাত পা বাঁধা পুরুষ দুটোও কঁকাচ্ছে ওদের সাথে তাল মিলিয়ে।

চান্সের শার্ট ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেছে। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন স্থানের ক্ষত থেকে। মুখের অবস্থাও দেখার মতো নেই, বুঝতে পারছে ও। তবে হাড় গোড় ভাঙ্গেনি বা মচকায়নি, এটাই যা স্বস্তি।

নিজের অস্ত্রগুলো কুড়িয়ে নিলো ও। দেখলো একটা বস্তার মুখ খুলে গেছে। বেরিয়ে পড়েছে বেশ কিছু সোনা, জুয়েলারী ও টাকা-পয়সা। ইউ, এস, আর্মির ছাপমারা কয়েকটা ক্রেটও দেখতে পেলো। তাহলে মেয়ে ডাকাতের দল এটা, ভাবলো চান্স। ক্রেটগুলো স্পর্শও করলো না। সোনা বা জুয়েলারীও না। শুধু ডাকাত দলের অস্ত্র-শস্ত্রগুলো কুড়িয়ে নিয়ে একটা ক্যানভাসের থলিতে ভরলো। থলিটা ঘোড়ার পিঠে তুলে দিয়ে নিজেও চড়ে বসলো।

'হেই মিস্টার!' ডাকলো, হাত-পা বাঁধা পুরুষদ্বয়ের একজন, আমাদের বাঁধন খুলে দিন, প্লিজ!

অন্যজন বললো, 'যে অবস্থা করেছেন আপনি ওদের। এবার আমাদের মেরেই ফেলবে।

হাসলো চান্স। হুইস্কির বোতল খুলে এক ঢোক পান করলো। ছেড়ে দেয় ওদের দিকে তাকালো একবার করুণার দৃষ্টিতে। তারপর এগিয়ে চললো সংকীর্ণ পথ ধরে। বড়ো বাঁচা বেঁচে গেছে, এক ঝাঁক স্যাডিস্ট নারীর হাত থেকে, ভাবলো চান্স।

তিন

বিকেলের আলো মুছে যায়নি এখনো। চারদিক নিস্তব্ধ। প্রায় শ'খানেক গ দূরে থাকতেই চান্স শুনতে পেলো মিউজিক। কেউ গিটারে মৃদু মিষ্টি সু তুলছে। সামনেই একটা র‍্যাঞ্চ হাউস, নমি ফ্রাইংপ্যান। গিটারের বাজ থেমে গেলো হঠাৎ করেই। পড়ন্ত সূর্যের আলো পড়ছে চান্সের পিঠে। ও ছায়া লম্বা হয়ে পড়েছে অনেক দূর পর্যন্ত। এগিয়ে চললো চান্স র‍্যা হাউজের দিকে। আবার শুরু হলো গিটারের বাজনা। এবারের তাল বে দ্রুতলয়ে। সুরটা কেমন যেন শিহরণ জাগায়, প্রতিটি ধমনীতে।

সন্দেহের চোখে তাকালো বাড়িটার দিকে চান্স। কাঠের দোতলা সামনে ঘোড়ার রেইলে কোনো ঘোড়া নেই। বাড়িটার ডান পাশে স্টেবল আশে-পাশে কয়েকটা ভেড়া ও গরু চরছে। গিটার বাজানো এবং ৎ গরুগুলো ছাড়া গোটা বাড়ি এবং আশে পাশে জীবনের কোনো স্পন্দন নে পৌঁছে গেলো চান্স বাড়ির সামনে।

সামনের দরজাটা খুলে গেলো আস্তে করে। দরজার ঠিক সাম দাঁড়িয়ে আছে মারিয়া। একেবারে ভাবলেশহীন চেহারা। চান্সের চোখে চে মেলালো ও। কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। মারিয়ার ঠিক ওপরেই দু'পা দোতলার দু'টো জানালা। দুই জানালার মধ্যে দূরত্ব বড়জোর তিরিশ ফু জানালার কাঠের পাল্লা দু'টো ভেজানো কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ নয়। অল্প এ ফাঁকের পেছনে অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না ফাঁক দিয়ে।

গিটার থেমে গেলো, যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিলো ঠিক তেমনি। এ হাসলো মারিয়া, কিন্তু হাসির ধরণটা ভাল না। ওর চোখে কি যেন ঝি মেরে গেলো। মাথা ঝাঁকিয়ে আমন্ত্রণ জানালো চান্সকে মারিয়া। চান্স এ বাড়িটা থেকে চল্লিশ ফুট দূরে দাঁড়ানো।

মারিয়া চেয়ে আছে চান্সের দিকে, তেমনি রহস্যময় হাসি মুখে। ে থেকে নামলো চান্স। লাগামটা ছেড়ে দিলো ডান হাত থেকে। হাতটা অ ভাবে ঝুলছে কোমরের পাশে। চান্সও চেয়ে আছে মারিয়ার দিকে সরা ওর মুখে মৃদু হাসি।

হঠাৎ ওর চেহারাটা বদলে গেলো। চোখ দু'টো মারিয়াকে ছেড়ে দেখছে দোতলার বন্ধ দু'টি জানালা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। জানালার কপাট আরও একটু ফাঁক হয়েছে। কিন্তু কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না এখনো।সাপ যেমন ছোবল দেয় তেমনি বিদ্যুৎ গতিতে হোলস্টার থেকে রিভলবারটা তুলে কোমরের ওপর থেকেই গুলি করলো, পর পর দু'টো। শুধু নলটা ঘুরলো। একটা জানালা হাট হয়ে খুলে গেলো। ধপাস করে পড়লো, একটা দেহ। ওর হাতে ছিল রাইফেল। প্রথমে লোকটা পড়লো নিচে, তারপর রাইফেলটা পড়লো ওর বুকের ওপর। ঠিক হৃদপিন্ড ভেদ করে গেছে চান্সের গুলি। অন্যগুলির ফলাফল কি বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু জানালাটা বন্ধ হয়ে গেছে ধপাস করে।

মারিয়া ঘুরেই দৌড় দিলো ঘরের ভেতর। ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ওর জায়গায় এলো আরেকজন বন্দুকধারী, হাতে রাইফেল। লোকটা রাইফেল তুলতে তুলতেই গর্জে উঠলো চান্সের কোল্ট আরো দু'বার। একটা গুলি কপালে এবং অন্যটা ঠিক কণ্ঠার হাড়ের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। গুলির ধাক্কায় কয়েক ফুট পিছিয়ে গিয়ে পড়লো মেঝেতে লোকটা।

দরজায় পৌছলো চান্স। আরেকজন রাইফেল তুলেছে। কিন্তু ট্রিগার টানতে কয়েক সেকেন্ডের হেরফেরের জন্য হেরে গেলো ও। মাথার খুলি উড়িয়ে নিয়ে গেলো চান্সের পয়েন্ট ফোর ফোর বুলেট। পড়ে গেলো লোকটা, আরেকটা গুলি করলো চান্স ওর বুক লক্ষ্য করে। মুখ হা হয়ে আছে লোকটার। খোলা চোখ যেন সোজা চেয়ে আছে চান্সের দিকে। ঘরে রিভলবারের ধোঁয়া, আস্তে আস্তে হালকা হয়ে আসছে। কিন্তু করডাইটের গন্ধ তীব্রভাবে নাকে আঘাত করছে।

বুলেটের খালি খোলগুলো ফেলে নতুন শেল ভরলো চান্স। সযত্নে রিভলবারটা ঢুকিয়ে রাখলো হোলস্টারে। দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিলো মারিয়া। এতোক্ষণ ওর দিকে নজর দেয়ার সময় পায়নি ও।

ধুপধাপ শব্দ শুনে চকিতে ডানে তাকালো চান্স। একটা সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলার ব্যালকনিতে। মারিয়া দুড়দার করে উঠছে সিঁড়ি দিয়ে, যেন প্রাণভয়ে দিশেহারা।

শক্ত হয়ে উঠলো চান্সের মুখ। পিছু নিল ও মারিয়ার। সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠেছে, এমন সময় আরেকজন বন্দুকধারীর উদয় হলো

ব্যালকনিতে। গুলি হলো রাইফেল থেকে। কিন্তু তার আগেই ঝাপ দিয়ে শুয়ে পড়েছে ও সিঁড়ির ওপর লম্বালম্বি। পাশে কাঠের দেয়াল ভেদ করে গেলো গুলি।

ব্যস ওই একটাই গুলি করতে পারলো লোকটা। পড়তে পড়তেই রিভলবার তুলে নিয়েছিলো চান্স। পরপর দু'বার গর্জন করে উঠলো ওটা। কাঠের রেলিংয়ের ওপর পড়লো লোকটা, তারপর রেলিং ভেঙে নিচে পড়লো ওর মৃত সঙ্গীদের সঙ্গে যোগ দিতে।

মারিয়া দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির ওপরে বারান্দায়। স্তম্ভিত হয়ে গেছে ও। উঠে দাঁড়ালো চান্স। আবার হোলস্টারে পুরলো রিভলবার। জিজ্ঞেস করলো হাসতে হাসতে, 'আর কোনো সারপ্রাইজ আছে নাকি? তুমি তো জানতেই রিভলবারে আমার হাত কেমন! তবুও এই ভেড়ার পালের ওপর নির্ভর করলে?' এগিয়ে গিয়ে মারিয়ার ডান কাঁধে চেপে ধরলো বাঁ হাতে। চাপ দিলো জোরে। ককিয়ে উঠলো মারিয়া, ব্যথা সহ্য করতে না পেরে। রান্না ঘরের দিকে ওকে ঠেলে নিয়ে চললো চান্স। আবার হাতে উঠে এসেছে রিভলবার। কেউ নেই রান্না ঘরে। দোতলার সব ক'টা ঘর চেক করলো চান্স মারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে। কেউ নেই। নামলো আবার নিচ তলায়। দেখলো সব ক'টা ঘর। পুরো বাড়িতে শুধুমাত্র ওরা দু'জনই জীবিত।

দোতলায় উঠলো ওরা। ধাক্কাতে ধাক্কাতে মারিয়াকে নিয়ে চলেছে চান্স। মাঝে মাঝে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে মারিয়া, ব্যথায় ককিয়ে উঠছে। দোতলার হাতের ডানে শেষ ঘরটায় ঢুকলো ওরা। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল চান্স মারিয়াকে। পড়ে গেলো মারিয়া মুখ থুবড়ে। ধূলোয় ভরা ঘরটা। বেশ গরম। স্ট্যান্ডে একটা কেরোসিন ল্যাম্প। একটা টেবিল, কোটস্ট্যান্ড এবং তামার একটা টাব। জানালার কাছে পড়ে আছে একটা লোকের মৃতদেহ। প্রথমেই একে গুলি করে মেরেছিলো চান্স নিচ থেকে।

হোলস্টারে পুরলো রিভলবারটা চান্স। টাবের দিকে এগোলো, 'তোমার বিশ্বাসঘাতকতা অবাক করেছে আমাকে, মারিয়া।' টাবের পানির ওপর ধূলোর একটা পাতলা আস্তরণ পড়ে আছে, দেখলো চান্স। 'একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়েছো আমাকে।' হাত ডোবালো পানিতে,একদম ঠান্ডা।

মারিয়ার চোখে মুখে স্পষ্ট ঘৃণা। উঠে দাঁড়িয়েছে ও, 'রোসান্ডোর কয়েকটা লোককে খুন করেই যদি মনে করো বেঁচে যাবে, তাহলে ভুল করছো।' ওর কথায় কোনো জবাব দিলো না চান্স। টাবের কড়া ধরে উল্টে দিলো, সারা ঘরে ছড়িয়ে গেলো পানি। কাঠের মেঝের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়তে লাগলো। পানির ছিটে মারিয়ার কাপড়-চোপড় ভিজিয়ে দিয়েছে খানিকটা। একটু পিছিয়ে গেল মারিয়া। তাকিয়ে আছে ও চান্সের দিকে, রাগে জ্বলজ্বল করছে ওর চোখ।

মৃত লোকটার কোমরের বেল্ট ধরে আলগে তুললো চান্স,জানালা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিলো বাইরে। হাসলো একটু, 'গোসল করা দরকার।' শার্টটা খুলে ফেললো ও। কোটস্ট্যান্ডে ঝুলিয়ে দিলো ওটাকে। প্রিয়তমা, থুতনি নেড়ে দিলো মারিয়ার, 'এখন একটু গরম পানির ব্যবস্থা করো। গোসল করবো। দেখো, আর কোনো চালাকি করতে যেয়ো না কিন্তু।'

'আমি তোমার দাসী নই,' ঝামটে উঠলো মারিয়া।

ঠান্ডা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো চান্স, কয়েক সেকেন্ড। তারপর বললো, 'তোমার কোনো কথা শুনতেই ভালো লাগছে না। যা বলছি তা করো, নইলে....'

পা ঠুকতে ঠুকতে বেরিয়ে গেলো মারিয়া। যাওয়ার সময় ঘাড় ঘুরিয়ে শুধু বলে গেলো, 'বাষ্টার্ড।'

পনেরো মিনিটের মধ্যেই টাবটা ভর্তি হয়ে গেলো গরম পানিতে। একটু অবাক হলো চান্স, কোনো কথা বলছে না মারিয়া। কোনোরকম প্রতিবাদ না, গালাগাল না। পুরো দিগম্বর হয়ে টাবে নামলো চান্স। পানি থেকে ভাপ উঠছে। মারিয়ার মুখেও চিক চিক করছে ঘাম। চাবুকে কেটে যাওয়া জায়গাগুলো গরম পানি লেগে জ্বলুনি শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু বেশ আরাম বোধ করছে চান্স, জ্বলুনি সত্ত্বেও। ওর গানবেল্টটা ঝুলছে খাটের স্ট্যান্ড থেকে। হাত বাড়ালেই নাগাল পাবে ওটার চান্স সহজেই।

মারিয়ার চেহারা এখন একেবারে ভাবলেশহীন। ওর মনের কথা পড়ার চেষ্টা করলো চান্স। উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটাহাঁটি করছে মারিয়া ঘরের ভেতর। টাবে বসে বসেই সিগারেট বানিয়ে ধরালো চান্স। ধোঁয়া ছাড়তে

ছাড়তে বললো চান্স, 'প্রিয়তমা, আমার পিঠটা একটু ম্যাসাজ করে দেবে? আরও তো অনেকবার করে দিয়েছো!'

ক্রোধ ও বিরক্তি চেপে টাবের পাশে টুল টেনে বসলো মারিয়া। স্যাডল ব্যাগ থেকে একটা সাবান বের করে ওর হাতে দিলো চান্স। 'দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছো না কেন!' মারিয়ার উদ্দেশ্যে বললো ও, একটু পরেই মৃতদেহগুলো গন্ধ ছড়াতে শুরু করবে। আমি আবার ওই গন্ধ সহ্য করতে পারি না একেবারে। বলে নাক কোঁচকালো একটু চান্স।

উঠে গেলো মারিয়া, বন্ধ করে দিলো দরজা। ঘুরে দাঁড়িয়ে চান্সের দিকে চেয়ে রইলো ও কিছুক্ষণ। কি যেন ভাবছে! 'কি হলো!' চান্সের কথায় সম্বিত ফিরে এলো ওর। চান্সের নগ্ন দেহ এখন আর ওকে আকর্ষণ করছে না! এগিয়ে এলো, বসলো টুলে। সাবানটা নিয়ে আস্তে আস্তে ঘষতে লাগলো চান্সের ক্ষত-বিক্ষত পিঠে। দাঁতে দাঁতে চেপে ব্যথা ও জ্বলুনি সহ্য করছে ও।

নীরবতা ভাঙলো মারিয়া, 'শেভ করলে তোমাকে সুন্দরই দেখাবে।'

'ইয়ার্কি মারছো, না?' ধমকে উঠলো চান্স।

শক্ত হয়ে গেলো মারিয়ার হাত ও শরীর, বললো, 'অবশ্য তোমার চোখের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম আমি। ওটার জন্য তোমাকে একটা কুকুরের মতো মনে হয়।' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললো ও।

মুখ লাল হয়ে গেলো চান্সের। কিন্তু চোখ অস্বাভাবিক রকম শীতল। শুধু বললো, 'মারিয়া, কি ক্ষতি করেছিলাম তোমার? এরকম শত্রুতে পরিণত হলে শেষ পর্যন্ত! যাকগে, তা কি ভাবছো এখন আমার সম্পর্কে?'

'কি বলতে চাও?'

'তোমার এই সহযোগীতা খুব সুবিধেজনক মনে হচ্ছেনা আমার কাছে। মনে হচ্ছে, চোখের আড়াল হলে বা আমি একটু অন্যমনস্ক হলেই তুমি খুন করার চেষ্টা করবে আমাকে....'

'তারপর?' শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো মারিয়া।

'অবশ্য, তুমি পারবে না শেষ পর্যন্ত। আমার কাছে পরাজয়ই তোমার বিধিলিপি।'

কিছু বললো না প্রথমে মারিয়া। কিছুক্ষণ পর মুখ খুললো, 'যা খুশি লতে পারো। এখন কিছু সময়ের জন্য আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ রেছি। কিন্তু সময় আসবেই এবং তখন রোসাল্ডো এর প্রতিশোধ নেবে!'

'রোসাল্ডো,' একটু মজা পেলো যেনো, নামটা উচ্চারণ করতে যেয়ে। কে পড়লো একটু। চোখ তুলে চাইলো সোজা মারিয়ার চোখের পানে, আমাদের একজনকে যেতেই হবে। তবে আমার মনে হয় না, বিধাতা মাকে স্বাগতম জানানোর জন্য তৈরি আছেন। সুতরাং রোসাল্ডোকেই তে হচ্ছে, অন্ততঃ আমার আগে।'

নরম কণ্ঠে বললো মারিয়া, 'রোসাল্ডোর সঙ্গে পেরে উঠবে বলে মনে তোমার?' খুক করে কাশলো একটু ও, 'রোসাল্ডোর দলে পঞ্চাশজন রের লোক আছে।

'এখন তুমিই আমার তুরুপের তাস, রোসাল্ডোকে কাত করবার জন্য,' লো চান্স। আর কোনো চালাকি করতে যেয়ো না। এখন আমার ইচ্ছে া চলতে হবে তোমাকে।' সাবানটা রেখে দিয়েছিলো মারিয়া কথা তে বলতে। চান্স তুলে ছুঁড়ে দিলো ওর কোলের ওপর ওটা। 'এখন মার সেবা করো, পরেরটা পরে দেখা যাবে।

আবার সেই ঘৃণা ফুটে উঠলো মারিয়ার চোখে-মুখে। একটু ইতস্ততঃ লো, তারপর ঝুঁকে পড়লো চান্সের পিঠের উপর। 'মনে হচ্ছে, তোমার বন্ধু আছে যারা চাবুক চালাতে খুব ভালবাসে?' নির্বিকার কণ্ঠে বললো । ওর সর্বাঙ্গে জ্বলুনি মনে করিয়ে দিচ্ছে মেয়েগুলোর কথা।

'ওদের ও খুন করে ফেলেছো?' জিজ্ঞেস করলো মারিয়া।

'না,' বললো চান্স, 'তবে মেরে ফেললেই খুশি হতা। ওরাও কি াল্ডোর দলের লোক?

'না, তবে আমার বন্ধু-বান্ধব আছে সব জায়গায়।'

একবার দেখলো ওকে চান্স। নির্দেশ দিলো কঠোর স্বরে, হুইস্কির টা আনো। ঢেলে দাও ওগুলো, আমার পিঠে। ক্ষতগুলো ধুয়ে দাও দিয়ে।'

হুইস্কি পড়তেই জ্বলুনি বেড়ে গেলো আরো। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করছে চান্স। ওর গালের পেশিগুলো কাঁপছে থির থির করে। চান্সের কষ্ট দেখে মারিয়ার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। যেনো, চান্সের কষ্ট খুব উপভোগ করছে ও।

কয়েক মিনিট পর জ্বলুনি কমে গেলো আস্তে আস্তে। শান্ত হলো চান্স, বলল নরম সুরে, 'আমার জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করো। এরপর আমরা যাবো রোসাল্ডোর খোঁজে।'

উঠে গেলো মারিয়া কোনো কথা না বলে। কিছুক্ষণ পর খাবার নিয়ে এলো মারিয়া ওর জন্য। চান্সের প্রিয় খাবার। মটর শুটি সেদ্ধ এবং কাঁচা মরিচ। টাবে বসেই তুলে নিলো চান্স খাবারের ডিশ। খাওয়া শুরু করলো। খেতে খেতেই বললো, 'আমি অনেকটা রোমানদের মতো। খাবার আর নারীদের পেলে টাকার কথাও ভুলে যেতে রাজী আমি।' হাসলো এক মারিয়ার লোক-কাট ব্লাউজের গলার দিকে তাকিয়ে। ওর পুষ্ট স্তন দু'টো অধিকাংশই দেখা যাচ্ছে। ঠোঁটটা চাটলো চান্স, 'সময় থাকলে এক বিছানায় গড়িয়ে নেয়া যাবে আবার, কি বলো। এটা নিশ্চয়ই মানবে বিছানায় আমার মতো ভালো সঙ্গী আর হতে পারে না!'

কিছু বললো না মারিয়া। শুধু দেখলো চান্সের দড়ির মতো পাকানো শরীর। ওর নগ্ন দেহ আবার প্রলুব্ধ করছে মারিয়াকে। উত্তেজনা অনুভব করছে ও নিজের ভেতর।

খাবার শেষ করে সিগারেট বানিয়ে ধরালো চান্স। আরাম করে ধোঁয়া ছাড়লো। হঠাৎ জমে গেল ও। মারিয়ার অবাক দৃষ্টি অনুসরণ করে দরজার দিকে চেয়েই থমকে গেছে চান্স। নড়বার ও ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। এখন গানবেল্টটা পর্যন্ত পৌঁছান যাবে না। তার আগেই ঝাঁঝরা হয়ে যাবে ওর পুরো শরীর। বিশালদেহী এক পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে ঘরের দরজা জুড়ে। একেবারে নিঃশব্দে উঠে এসেছে ও দোতলায়। হাতে একটা ইংলিশ কোল্ট। চেয়ে আছে চান্সের দিকে।

'নড়লেই, মারা পড়বে, 'সাবধান করে দিলো লোকটা। মারিয়ার দিকে চেয়ে জিভে চুকচুক শব্দ তুললো, 'খাসা মাল দেখছি। যাকগে, ভাগো এখন এখান থেকে। আমার হাতে পড়লে মাংস ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবো। ভাগো....

উঠে দাঁড়াল মারিয়া। চলতে শুরু করলো দরজার দিকে। ফিরে তাকালো একবার চান্সের দিকে, অনুকম্পার দৃষ্টিতে। চান্সের ঠোঁট থেকে সিগারেটটা ঝুলছে আলগাভাবে। চান্স বাধা দিতে চাইলো, 'না, ওকে এভাবে যেতে দিতে পারো না।'

'শাটআপ, এখন নির্দেশ দেবো আমি, শুনবে তুমি।' ওর চোখ অনড় হয়ে আছে চান্সের ওপর। হাসলো একটু, এবার দিগম্বর মশাই। উঠুন, দয়া করে কাপড় চোপড় পরে নিন।'

ধীরে ধীরে উঠলো চান্স। হাত বাড়িয়ে বড় তোয়ালেটা টেনে নিলো আস্তে করে। সিগারেটটা ফেলে দিলো টাবের পানিতে। ছ্যাঁৎ করে নিভে গেলো ওটা। লোকটা এগিয়ে এসে চান্সের গান বেল্টটা নিয়ে নিলো। ওর রিভলবারটা চেয়ে আছে চান্সের দিকে। মারিয়া বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। চান্সের রিভলবারটা তুলে নিলো হোলস্টার থেকে। ফেলে দিলো গানবেল্টটা মেঝেতে, তারপর লাথি দিয়ে সরিয়ে দিলো ঘরের কোণে। গুঁজেরাখলো রিভলবারটা নিজের কোমরে। চান্সের চোখে ক্রোধের ছাপ। চেয়ে আছে ও গানবেল্টার দিকে।

এবার নিজের রিভালবার ঢুকিয়ে রাখলো হোলস্টারে, লোকটা। হাসলো, 'কাপড়টা তাড়াতাড়ি পরে ফেলো। ন্যাংটা পুরুষ মানুষ দেখতে ভালো লাগে না আমার।' একটু থেমে আবার বললো, 'অনেকদিন ধরে তোমার পিছে লেগে আছি। বড্ড ভুগিয়েছো আমাকে। যাকগে ওসব কথা। পথে তোমার কিছু বন্ধু দেখলাম, বন্য সুন্দরী, 'ম্যানিয়াক সবগুলো,' বললো চান্স নিরুত্তাপ কণ্ঠে। 'ওদের কাছ থেকেই জানতে পারলাম, কোথায় পাওয়া যেতে পারে তোমাকে। তোমার জন্য পাগল হয়ে আছে ওরা। একবার সুবিধে মত পেলে ছিঁড়ে খাবে,' বললো লোকটা।

'নাম কি তোমার?' জিজ্ঞেস করলো চান্স, 'আমার পিছু নিয়েছো কেন?'

'নিমেস আমার নাম। বাউন্টি শিকারী। আউট-লদের ধরিয়ে দিয়ে টাকা কামাই আমি। আর কেউ ধরা দিতে না চাইলে স্রেফ মেরে ফেলি। তুমি তো জানোই, আমাদের ব্যবসা কি?'

'কতো দাম আমার?'

'পনেরোশ' ডলার। বেশ কিছুদিন আরামে কাটবে আমার।'

কথার ফাঁকে ফাঁকে কাপড় চোপড় পরে ফেললো চান্স। গানবেল্টটা কোমরে বেঁধে নিয়ে মাথায় হ্যাট পরলো। শান্ত কণ্ঠে বললো চান্স, 'আমার জন্য পনেরো শ' ডলার পাবে পুরস্কার। তারচেয়ে আমার সঙ্গে যোগ দাও না। লাভের অংক বেড়ে যাবে অনেক।' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নিমেস তাকাতে ব্যাখ্যা করলো চান্স, 'আমি কিছু ডলারের পিছু ধাওয়া করছি। আমার টাকা ওগুলো। মেরে দিয়েছে একজন। তুমি আমার পার্টনার হিসেবে আসতে পারো, কি রাজী?'

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ নিমেস। তারপর রিভলবারটা হোলস্টারে পুরলো। ফিরিয়ে দিলো চান্সের রিভলবার বাঁ হাতে, সেই সঙ্গে ডান হাত বাড়িয়ে দিলো শেকহ্যান্ডের ভঙ্গিতে, 'রাজি। তোমার প্রস্তাবই লাভজনক মনে হচ্ছে আমার।'

নিমেসের বাড়ানো হাত উপেক্ষা করলো চান্স। মাথা ঝাঁকালো শুধু। হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেলো ওর শরীরে। দড়াম করে একটা রদ্দা কষালো নিমেসের ঘাড়ে। কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিলো নিমেস। ওর মুখে চান্সের বাঁ হাতের একটা হুক পতন ত্বরান্বিত করলো। ধড়াশ করে আছড়ে পড়লো ও। মাথা ঝাকাচ্ছে ও। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। দেখলো চান্সের রিভলবার চেয়ে আছে ওর দিকে। ঠোঁট কেটে রক্ত গড়াচ্ছে নিমেসের। ডান হাতের চেটো দিয়ে মুছলো রক্তের ধারা। চোখ জ্বলছে ওর। শুধু বললো, 'তোমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলাম আমি।'

হাসলো চান্স, 'চুক্তিতো হয়েই গেছে। ওটা আমার গোছলের সাধ বিরক্ত করার জন্য উপহার দিলাম। কিছু মনে করো না। রিভলবার উচিয়ে ভয় দেখানোটা আমার সহ্য হয় না মোটেও। এবার ডান হাত বাড়িয়ে দিল চান্স, রিভলভারটা নিলো বাঁ হাতে।

তেতো হয়ে গেছে নিমেসের মনটা। হাত মেলালো চান্সের সাথে কিন্তু মুখ থমথমে, 'ঠিক আছে, মনে থাকবে কথাটা আমার। সুযোগ আমিও পাবো।'

হাসলো চান্স, 'খেপছো কেন? বলেছি তো, এখন থেকে আমরা বন্ধু। ওটা ঠাট্টা বলে ধরে নাও।'

'ঠাট্টা, তবে নিষ্ঠুর ঠাট্টা!' বললো নিমেস ম্লান কণ্ঠে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে থমকে দাঁড়ালো ওরা দু'জনে। সামনেই তিনজন ভয়ংকর দর্শন লোক। তিনটে ঘোড়ায় চড়ে আছে। ওদের মাঝখানে নিজের ঘোড়ায় মারিয়া।

চান্সের দিকে হাত উঁচিয়ে নির্দেশ করলো মারিয়া, 'ওই কানা, ওই কানাটাই মেরেছে আমাদের সবাইকে। আমাকেও ভয় দেখাচ্ছিলো মারবে বলে। তার আগে রেপ করেছে ও আমাকে। রোসাল্ডোকে মারবে বলেছে ও।' একদমে কথাগুলো বলে হাঁফাচ্ছে মারিয়া। তালে তালে ওর উন্নত স্তন দু'টোও ওঠানামা করছে।

তিনজনের একজনে চেয়ে আছে ওদিকে। কিছুক্ষণ পর বললো মাঝের জন, 'ঠিক আছে, মারিয়া, তুমি চলে যাও। রোসাল্ডো তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে; হারপারে! আমরা আসছি।'

ঘোড়া ঘোরাতে ঘোরাতে বললো মারিয়া, 'ওই-কানা, চান্সকে জীবিত আনা চাই কিন্তু।'

এবার তিনজনই চেয়ে আছে ওদের দু'জনের দিকে। কঠিন দৃষ্টি ওদের। বোঝা যাচ্ছে, রোসাল্ডোর দলের লোক ওরা। মাঝের জন জিজ্ঞেস করলো নিমেস কে, 'তুমি আবার কে হে? জুটলে কোত্থেকে!'

জবাব দিলো চান্স, 'আমার বন্ধু ও।'

নিমেস মাথা নাড়িয়ে সায় দিলো ওর কথায়। তিনজনেরই সতর্ক দৃষ্টি ওদের ওপর। প্রত্যেকে লাগাম ধরে আছে বাঁ হাতে। ডান হাতটা হোলস্টারের কাছাকাছি ঝুলছে শিথিলভাবে। তবে সংখ্যায় বেশি হওয়ার কারণেই ওদের মধ্যে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস কাজ করছে।

ডান দিকে সরে গেলো একটু চান্স। একবার নিমেসের দিকে তাকালো। দৃষ্টি বিনিময় হলো ওদের।

বিদ্যুৎ গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওরা নিজের ডান দিকে। হাতে চলে এসেছে ওদের রিভলবার। রোসাল্ডোর অনুচর তিনজন শুধু বিদ্যুৎ চমক

দেখলো যেন। গর্জে উঠলো দু'টো রিভলবার প্রায় একই সঙ্গে। বাঁ হাতে হ্যামার টেনে টেনে গুলি করছে ওরা। ফলে পলকের মধ্যে ক'টা বুলেট বুকে নিয়ে গড়িয়ে পড়লো তিনজনই ঘোড়ার পিঠ থেকে। ওদের প্রত্যেকের হাত রিভলবারের বাটের ওপর। কিন্তু তোলার সময়টুকুও আর পায়নি। এমন ক্ষিপ্ত গতির কথা গল্পচ্ছলে বলবারও সুযোগ পাবে না ওরা কোনোদিন।

উঠে দাঁড়ালো নিমেস, চান্স। ধূলা ঝাড়লো কাপড় চোপড় থেকে। রিভলবার থেকে বুলেটের খালি খোলাগুলি ফেলে দিলো। ভরে নিলো তাজা বুলেট।

হাসলো চান্স ওর নতুন সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে। বললো, 'ভালোই দেখিয়েছো। এরকম লোক না হলে আমার সাথে চলা মুশকিল। ক'টা গুলি করতে পেরেছো?'

'পাঁচটা,' জবাব দিলো নিমেস।

'আমি ছ'টা,' চান্স বললো বিজয়ীর ভঙ্গিতে। চললো ওরা এবার হারপারের দিকে। লক্ষ্য ওদের রোসান্ডো।

চার

সম্মিলিত অট্টহাসিতে হ্যাপি ডে'জ সেলুনের ছাদ উড়ে যাবার যোগাড়। চৈ হৈ করছে সবাই। একজন লোককে মাথা নিচের দিকে করে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে সিলিং থেকে। ওর দু'পায়ের গোড়ালিতে দড়ি বাঁধা। জবাই করা খাসীকে যেভাবে ঝোলানো হয়, সে ভাবেই ঝোলানো হয়েছে লোকটাকে। তবে পার্থক্য এই যে, লোকটা জীবিত এবং রোসান্ডোর নিষ্ঠুর খেয়ালের শিকার; লোকটা হারপারের শেরিফ। পশ্চিম দিকের দেয়ালের কাছে ঝুলছে শেরিফ, অসহায়ভাবে। ঘরের মাঝখানে একটা বিশাল গোলটেবিল সামনে নিয়ে চেয়ারে বসে আছে রোসান্ডো। ওর দলের অন্যান্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারদিকে। বার টেন্ডার মদ সরবরাহ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এন্তার মদ গিলছে সবাই মনের আনন্দে। মাঝে মধ্যে ধাক্কা দিচ্ছে শরিফকে। ফলে শরিফ পেন্ডুলামের মতো দুলছে, মাথাটা মেঝে থেকে মাত্র এক হাত ওপরে।

শেরিফ ওয়াকারের ডেপুটি রোসাল্ডোর সাথে বসেই মদ গিলছে। ক্ষোভে দুঃখে ফেটে পড়ছে শেরিফ। কিন্তু কিছুই করার নেই। বুক, গলা থেকে ঘাড়, চিবুক, বেয়ে মুখে, চোখে এসে পড়ছে ঘামের লোনা সাথে চোখ থেকেও পানি ঝরছে অবিরল ধারায়। মাথা বোঁ বোঁ করছে শেরিফের, পা থেকে মাথায় চেপে আসছে রক্ত প্রবাহ। মুখ লাল টকটকে হয়ে গেছে রক্তের চাপে।

গ্লাস তুলে চিৎকার করে উঠলো রোসাল্ডো, 'আরো মদ চাই।'

'এখনই আনছি, মিঃ রোসাল্ডো, স্যার,' ত্বরিত জবাব দিলো বারটেন্ডার। সেলুনটাতে গাদাগাদি করে বসে আছে রোসাল্ডোর জনা ত্রিশেক চ্যালা। সবাই যেনো ভিজে নেয়ে উঠেছে একেবারে। প্রত্যেকেরই কানবেল্টের ডান দিক থেকে ঝুলছে লম্বা ছুরির খাপ। কারো মাথার হ্যাট, কারো সমব্রেয়ো আবার কারো বা স্টেটসন। সবার পায়েই বুট, তবে কারো স্পার সমেত, কারো স্পার ছাড়া।

হারপারের দু'টি মেক্সিকান মেয়ে ডাকাত দলের পাল্লায় পড়েছে। ডাকাত দলের একজনের কোল থেকে আরেক জনের কোলে স্থান বদল হচ্ছে ওদের। কাপড় চোপড় নোংরা হয়ে গেছে। রোসাল্ডোর অনুচরদের গায়ের ঘাম আর ওদের ঘাম এক হয়ে গেছে। জোর করে ওদের গলায় মদ ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। না খেতে পারায় গলায় বেঁধে যাচ্ছে ওদের। কাশছে খকখক করে। সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে রোসাল্ডোর অনুচরেরা। মাঝে মধ্যে অশ্লীল শীষ দিয়ে উঠছে ওরা।

রোসাল্ডো উপভোগ করেছে সবকিছু প্রাণ ভরে। ওর চোখমুখ চিক চিক করছে আনন্দে। শরীর, গড়ন বা চেহারা কোনোটাই রোসাল্ডোর মাশামরি কিছু নয়। কিন্তু নিষ্ঠুরতার জন্য ওকে ভয়াবহ একটা কিছু মনে হয়। ওর ধর্ষকামী মনোবৃত্তি কারো সাথেই তুলনীয় নয়। ডাকাত হিসেবে তার যেমন খ্যাতি, একজন খুনী হিসেবে তেমনি খ্যাতি তার। সীমান্ত অঞ্চলে রোসাল্ডোর নাম শুনেনি বা তার নিষ্ঠুরতার কথা জানে না এমন লোক আছে খুবই কম। রোসাল্ডো ও তার দলবল যেখান দিয়ে যায়, সেখানেই রেখে যায় অত্যাচার ও নির্যাতনের নিষ্ঠুরতম স্বাক্ষর।

ব্রান্ডির বোতলটা মাথার ওপর তুলে ধরলো রোসাল্ডো, সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে। হেঁড়ে গলায় বললো, 'একটা নতুন খেলা মাথায় এসেছে আমার। কি বলো, যোগ দেবে আমার সাথে?'

'হুররে বলে চেঁচিয়ে উঠলো সবাই, খেলার নমুনা না শুনেই। ওদের ধারণা রোসাল্ডোর মাথা থেকে প্ল্যানটা বেরিয়েছে যখন, তখন নিশ্চয়ই মজাদার কিছু হবে।

খেলার নিয়ম জানিয়ে দিলো সবাইকে। দুইজন ডাকাত দাঁড়ালো শেরিফের দুই পাশে। আতঙ্কে চোখ সাদা হয়ে গেছে শেরিফের। থর থর করে কাঁপছে ও।

রোসাল্ডোর চার পাঁচজন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। টলছে সবাই। কোমরের খাপ থেকে ছুরি খুলে উল্টো করে ছুঁড়বার ভঙিতে ধরলো শেরিফের দশ হাত সামনে দাঁড়ালো ওরা সবাই এক সারিতে।

অভয় দিলো রোসাল্ডো শেরিফকে, 'ঘাবড়িয়ো না, শেরিফ মাই ডিয়ার ছুরিতে আমাদের হাত খুব ভালো। কোনো সমস্যা হবে না তোমার।'

শেরিফ কি যেনো বললো, কিন্তু ওটা শোনালো আর্তনাদের মতো। হা হা করে হেসে উঠলো সবাই। খুবই মজা পাচ্ছে ওরা। এখন খেলা আরো উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

কি যেনো ইঙ্গিত করলো রোসাল্ডো, শেরিফের পাশে দাঁড়ানো দু'জনকে। তারা আবার ঘন্টার মতো দোলা দিতে শুরু করলো শেরিফকে, একবার বাঁ দিকে, একবার ডান দিকে দুলে যাচ্ছে শেরিফ। পেছনেই কাঠের দেয়ালে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটা গোল দাগ। রোসাল্ডো নির্দেশ দিলো, শেরিফের আসা যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে ছুরি ছুঁড়তে হবে ওই গোল দাগটা লক্ষ্য করে। গোলাকার দাগটার ঠিক মাঝখানে যে ছুরি বেঁধাতে পারবে, সে পুরস্কার পাবে এক বোতল ব্রান্ডি। এবার ডেপুটি শেরিফ ঘাবড়ে গেলো। এতোগুলো মাতাল ছুরি ছুঁড়বে! এক-আধটা ফাঁক গে বিঁধবে সোজা শেরিফের শরীরে। 'স্টার্ট,' নির্দেশ দিলো রোসাল্ডো। আর জোরে দুলিয়ে দিলো ওরা শেরিফকে। সাঁই সাঁই করে ছুটছে ছুরি একটা পর একটা। আতঙ্কে শেরিফ চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। এতে ওরা আরো

লজ্জা পাচ্ছে। কিন্তু ভাগ্য ভালো শেরিফের এবং অদ্ভুত ওদের হাতের টিপ। প্রত্যেকটা ছুরি গিয়ে গেঁথেছে গোলাকার দাগটার মধ্যে। তবে রামন জিতলো প্রতিযোগিতায়। কারণ একমাত্র ওরটাই একেবারে কেন্দ্রে গিয়ে আঘাত করেছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো শেরিফ, আপাততঃ বাঁচা গেলো। কিন্তু ওরা নতুন কোনো ভয়ঙ্কর খেলা আবিষ্কার করে ফেলে কি না,এই আতঙ্কে কাঁপছে ও এখনো।

আবারো হৈ-চৈ শুরু হলো। ছুরির খেলার সময় খানিকটা নিস্তব্ধতা নেমেছিলো সেলুনে। আবার যেই কে সেই। বার টেন্ডারের ব্যস্ততা বেড়ে গেলো আরো। হ্যাপী ডে'জ সেলুনের সব মদ গিলে ফেলার প্রতিজ্ঞা করছে যেন ওরা।

এদিকে শেরিফ মনে মনে গালাগাল করছে তার ডেপুটিকে, 'হারামজাদা, কেমন বসে বসে মদ গিলছে ডাকাত দলের সাথে। এদিকে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত।'

সেলুনের দরজার ব্যাট উইং দু'টো বাড়ি খেলো সজোরে, দু'-দিকে। প্রচন্ড শব্দ হলো। চমকে ঘুরে তাকালো সবাই।

হাঁপাচ্ছে মারিয়া। তালে তালে ওর সুডৌল স্তনও ওঠানামা করছে লোভনীয় ভঙ্গিতে। চিৎকার করে ডাকলো, 'রোসান্ডো, রোসান্ডো!' ভিড়ের মধ্যে রোসান্ডোকে দেখতে পাচ্ছে না ও।

উঠে দাঁড়ালো রোসান্ডো। 'মারিয়া!' অবাক হলো রোসান্ডো হঠাৎ মারিয়াকে দেখে। 'আমি মনে করেছিলাম, তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে থাকবে আরো কিছুদিন!'

'ও এসে গেছে!' কোনো রকমে দম নিতে নিতে বললো মারিয়া।

'কে?'

'চান্স,' মারিয়ার মুখটা শক্ত হয়ে গেলো।

'তাহলে, মজা পেলো যেন রোসান্ডো মারিয়ার কথা শুনে, কানাটা ছাড়া পেয়েছে জেল থেকে!'

'ওল্ড সালভাদরে হানা দিয়েছিলো ও। তোমার সব ক'জন রক্ষীকে মেরে ফেলেছে ও। পরে ফার্নান্দো এবং আরো দু'জন গিয়ে আটকেছে ওকে। কিন্তু

ওর সঙ্গে এক বাউন্টি শিকারীও আছে। ব্লন্ড, নাম মনে হয় নিমেস।' এ নিঃশ্বাসে বলে গেলো মারিয়া কথাগুলো।

'নিমেস, বাউন্টি শিকারী, আপন মনে বললো, রোসাল্ডো, ওটা আবা কে?'

'জানি না,' জবাব দিলো মারিয়া। 'আমি শুধু ফার্নান্দোকে বলো চান্সকে জীবিত নিয়ে আসার জন্য। আমি আগে ভাগেই চলে এসেছি।'

'কিন্তু, ওদেরতো তাহলে সীমান্ত পর্যন্ত যেতে হবে,' চিন্তান্বিত স্ব বললো, রোসাল্ডো।'

'কেন?' মারিয়া জিজ্ঞেস করলো।

'এখানে বেশ ক'দিন আছি। এখন ওদিকে যাওয়া দরকার, লুটে জিনিষপত্র ভাগ করতে হবে।'

'কেন, ওরা আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করলে কি হয়?' জেদ ধরে মারিয়া।

'থামো,' ধমকে উঠলো রোসাল্ডো। 'মেয়েলোক, মেয়েলোকের মতো থাকো। আমার ব্যাপার আমি ভালো বুঝি, ম্যালা ফ্যাচর ফ্যাচর করো না।

চুপসে গেলো মারিয়া। রোসাল্ডোর অনুচরেরাও অবাক হলো মারিয়াকে ধমক দিতে দেখে। কারণ ওরা ভালো করেই জানে, এই মেক্সিকান মেয়েটার সাথে ওদের সর্দারের সম্পর্ক কি? চান্সের কথাও জানা আছে ওদের।

'রামন,' ডাকলো রোসাল্ডো শান্ত কণ্ঠে। 'তুমি আরো ক'জনকে নিয়ে এখানেই অপেক্ষা করো, ফার্নান্দোর জন্যে। কানাটাকে নিয়ে তারা তোমরা আসবে। কোথায় যেতে হবে জানোই তো!' জায়গার নাম বলে না রোসাল্ডো। গোপন কথা ও সবাইকে জানতে দিতে চায়না।

মাথা ঝাঁকালো রামন সম্মতি দেয়ার ভঙ্গিতে। রোসাল্ডো আরো বললো 'দিন দুয়েকের মধ্যেই তোমার দেখা পাবো আশা করি। আর বার টেন্ড থাকলো, মদ থাকলো যত খুশি স্ফূর্তি করো, কোনো অসুবিধে নেই রামনের সঙ্গে থাকার জন্য সাতজনকে নির্বাচন করলো রোসাল্ডো।

থাকার জন্য সম্মতি জানালেও রামন খুব খুশি হতে পারেনি, ওকে এখানে রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ায়। রোসান্ডোর পেছনে পেছনে বেরিয়ে গেলো অন্য সবাই। শুধু রইলো, রামন ও তার সাত সঙ্গী, ঝুলন্ত শেরিফ, বারটেন্ডার, মেক্সিকান মেয়ে দু'টা এবং মাতাল ডেপুটি শেরিফ। থুথু ছিটালো রামন মেঝেতে। বিরক্তিতে ভরে গেছে ওর মন।

এক চামচ মটরশুঁটি সেদ্ধ মুখে পুরলো চান্স। ওল্ড সালভাদরেই আছে ওরা এখনো। নিমেস খেতে খেতে দেখছে চান্সকে। চান্সের কোনো দিকে নজর নেই। গো-গ্রাসে গিলতে ব্যস্ত ও এক টুকরো রুটি কেটে নিলো নিমেস, খাচ্ছে ও ধীরে সুস্থে। কয়েক ঘন্টা আগেও দু'জন ছিলো দু'জনের শত্রু। কিন্তু এখন আবার দু'জনে বন্ধু না হলেও পার্টনার হয়ে গেছে। অবশ্য টাকাটাই এখানে মূল কারণ। চান্সের চোখে কালো পট্টি, মুখের ক্ষত চিহ্ন সব কিছু মিলিয়ে নিষ্ঠুরতা ফুটিয়ে তুলেছে ওর চেহারায়। কিন্তু এখন যতোই দেখছে, ততোই একজন কোমল মানুষের চেহারাও খুঁজে পাচ্ছে নিমেস ওর মধ্য থেকে।

গত কয়েক ঘন্টায় ওদের বাক্য বিনিময় হয়েছে খুবই কম। শুধু প্রয়োজনের খাতিরে যতোটুকু চলাফেরা করা প্রয়োজন, ততোটুকুই করেছে ওরা। তাও প্রায় নিঃশব্দে। একে অপরের দিকে তাকিয়ে থেকেছে সন্দেহ প্রবণ মন নিয়ে। তবে এখন ক্রমশ থমথমে ভাবটা ফিকে হয়ে আসছে। শত্রুতা থেকে একে অপরের মধ্যে একটা শ্রদ্ধাবোধ গড়ে উঠছে ধীরে ধীরে। কারণ দু'জনেই অন্যের কৃতিত্ব বা শক্তি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। সামনে দু-জনেরই অভিন্ন লক্ষ্য। কিন্তু ওই পথে চড়াই-উৎরাই প্রচুর। সুতরাং দু'জনেরই দু'জনাকে খুব বেশি প্রয়োজন। সাফল্য পেতে হলে ওদের দুস্তর বাধার সমুদ্র পার হয়ে যেতে হবে।

রাতের ঠান্ডা হাওয়ায় মাঝে মধ্যে শিউরে উঠছে ওরা। কেরোসিনের ল্যাম্পের শিখা কেঁপে কেঁপে উঠছে। ডাইনিং টেবিলের দুই মাথায় বসে আছে ওরা দু'জন।

আঘাতপ্রাপ্ত চোয়ালটা ঘষতে ঘষতে এক সময় নিরবতা ভাঙলো

নিমেস, পার্টনারশীপ চুক্তি করবার অদ্ভুত নিয়ম তোমার। চোয়ালে এখনো ব্যথা করছে।

জিভে কামড় পড়লো চান্সের। মুখের ভেতর যেন আগুন ধরে গেছে। ওর সাথে যোগ হয়েছে কাঁচা মরিচের ঝাল। দাঁতগুলো একটু নেড়ে দেখলো আঙুল দিয়ে। নড়চড় করছে না কোনোটা। মেয়েগুলোর চাবুকের বাড়ি আর বন্দুকের কুঁদোর গুঁতোয় রীতিমতো কাহিল হয়ে পড়েছে চান্স। কিন্তু ওর মুখ বা চেহারা দেখে তা বোঝার উপায় নেই।

আরেক চামচ মটরশুঁটি ও কাঁচা মরিচ মুখে তুলে চিবুতে চিবুতে বললো চান্স, 'আমার সামনে তোমার উপস্থিতিও ছিলো অদ্ভুত। মাত্র পনেরো শ' ডলারের জন্যে তুমি যে ঝুঁকি নিয়েছিলে আমি হলে তা কিছুতেই নিতাম না।

নিমেস তাকালো চান্সের দিকে ঠান্ডা দৃষ্টিতে, 'তোমার প্রস্তাবের পর আমি তোমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছিলাম। আর ঠিক সেই সময় তুমি আমার বিশ্বাসের গোড়ায় আঘাত হেনে বসলে। এরপর ওই তিন ডাকাতের সামনে তোমার এ্যাকশন দেখলাম। এখন তোমাকে বিশ্বাস করব না সম্মান করবো বুঝতে পারছি না।'

খালি বাটিটা সরিয়ে রেখে চান্স রুটির প্লেট টেনে নিলো। ছুরি দিয়ে রুটি কাটতে কাটতে বললো, 'দেখো, আমাদের জীবনটাই এরকম যে, এখানে বিশ্বাসের স্থান খুবই কম। সুতরাং বিশ্বাস যতো কম করা যায় ততোই ভালো। আজ শত্রু হয়েই এসেছিলে তুমি। হয়ে গেলে বন্ধু, স্বার্থের কারণে। এই স্বার্থের জন্যেই, কাল যদি আবার তুমি শত্রু হয়ে যাও আমার, তবে অবাক হবার কিছুই থাকবে না।

'আমার কথাই ধরো। একটা মেয়েমানুষকে ভালোবেসেছিলাম। বিশ্বাস করে অনেকগুলো টাকার সন্ধান ওকে দিয়ে গিয়েছিলাম জেলে যাবার আগে। কিন্তু ও বিশ্বাসঘাতকতা করে বসলো। সুতরাং....'

'তুমি, আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না, এখনো?' জিজ্ঞেস করলো নিমেস। 'এখনো সন্দেহ আছে আমার সম্পর্কে?'

কোনো কথা বললো না চান্স। ওর মুখ খাবারে ভর্তি। এই রাতের বেলায়ও কোত্থেকে ক'টা মাছি এসে জুটেছে টেবিলের ওপর। ভন্ ভন্ করছে খাবারগুলো ঘিরে।

একটু বিচলিত দেখালো যেন, নিমেসকে। বললো আবার ও, 'ওই সময় আমি না থাকলে ওই তিন ডাকাতের হাতে মারা-ও পড়তে পারতে তুমি! তোমার ঋণী থাকা উচিত আমার কাছে।'

হাসলো চান্স, 'ঋণী, অবশ্যই। কিন্তু তুমি একজন বাউন্টি শিকারী এবং আমার মাথার দাম পনেরো শ' ডলার, এ কথাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। আমার গোসলে ব্যাঘাত ঘটিয়েছো তুমি। মেয়ে লোকটাকে ভেগে যাবার সুযোগ দিয়েছো তুমি। এখন তুমি আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছো। অনেক বেশি টাকার আওয়াজ পেয়ে। সুযোগ বুঝে, আমাকে মেরে ওই টাকা নেবে তুমি এবং আমার জন্যে ধরা পনেরো শ' ডলার পুরস্কারও নেবে এমন কথা কি ভাবা যায় না?

'কিন্তু আমি তোমাকে কথা দিয়েছি,' মরিয়া হয়ে বলে উঠলো নিমেস।

'তোমার কথা!' তেতো গলায় বললো চান্স।

'কি বলতে চাও তুমি,' একটু খেপে উঠলো যেন নিমেস। 'তুমিই প্রথম আঘাত করছো আমাকে, তোমার কথায় রাজি হবার পরও।'

'থাকগে, ভুলে যাও ওসব কথা। বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নই ওঠে না। একটা ব্যবসার জন্যে চুক্তিবদ্ধ আমরা। ততোক্ষন একে অপরের পেছন থেকে গুলি না করলেই হবে,' বললো চান্স। 'তাছাড়া আমি খুব সাবধানী মানুষ। এ জন্যেই বেঁচে আছি এখনো। নইলে কবে মরে ভুত হয়ে যেতাম!' হেসে উঠলো চান্স।

'এতো সন্দেহ ভালো না, নরম কণ্ঠে বললো নিমেস। 'থাক, এবার কাজের কথায় আসা যাক। রোসাল্ডো আর তার দলবলের লক্ষ্য সীমান্ত। ওই এলাকা আমার খুবই চেনা। তোমার জন্যে অনেকখানি অজানা। সুতরাং আমার উপস্থিতি তোমাকে যথেষ্ট সাহায্য করবে। মেক্সিকো সীমান্ত বরাবর এলাকায় রোসাল্ডোর যথেষ্ট দাপট। ওই এলাকায় ওর মোকাবেলায় নামতে হলে রক্তের বন্যা বইয়ে দিতে হবে।'

'বুঝলাম,' চান্স বলে উঠলো। 'সুযোগ পেয়ে বক্তৃতা ঝাড়ছো। বোঝা যাবে আসল কাজের সময়। অবশ্য খানিকটা পরিচয় পেয়েছি ইতিমধ্যেই। খুব মন্দ করোনি তুমি, চলবে। তবে একটা কথা বলে দিচ্ছি, কোনো রকম অন্যায় সুযোগ নিতে গেলে মারা পড়বে তুমি। কোনো রকম কথা খরচ করবো না। আর তুমি তো প্রমাণ পেয়েছো, রিভলবারে আমি তোমার চেয়ে একটু দ্রুত।'

'বুঝেছি, বাবা, বুঝেছি। আর বোঝাতে হবে না। আমি তো তোমাকে কথা দিয়েছি-ই।' অধৈর্য হয়ে বলে উঠলো নিমেস।

'এবার চলো একটু বিশ্রাম নিই। কালই শুরু হবে দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর যাত্রা।'

পাঁচ

সূর্য মধ্য গগনে। স্টকটন মালভূমির জমি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, তাপ ছড়াচ্ছে অবিরত। ঝাঁ ঝাঁ করছে চারদিক। উত্তর পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলছে চান্স ও নিমেস। খুব ধীরে ধীরে যাচ্ছে ওরা, মনে হচ্ছে প্রাণহীন দু'টি দেহ বসে আছে ঘোড়ার ওপর। পেছনে, আশেপাশে পাহাড়ের ওপর আকাশে ছেঁড়া খোঁড়া মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। মেঘগুলো একটুও ছায়া দেয়নি ওদের। খানিকক্ষণ পর সূর্য ঢাকা পড়লো হালকা মেঘে। তাতেই চান্সদের মনে হলো, স্বর্গ থেকে বিধাতার আশীর্বাদ নেমে এসেছে। কাহিল হয়ে পড়েছে দু'জনেই।

রওনা হবার আগে ওরা আরেক দফা আলাপ-আলোচনা করে নিয়েছে। একটা কথা স্পষ্ট হয়েছে দু'জনেরই কথা থেকে, এখনো আস্থা স্থাপিত হয়নি ওদের মধ্যে। চান্সের টাকাগুলো যদি পায়-ই ওরা রোসাল্ডোর বাধা ডিঙিয়ে, তাহলে যে দু'জনের সম্পর্ক কি দাঁড়াবে এখনো নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

তবে চলতে চলতে ওরা রোসাল্ডো ও তার বাহিনীকে কুপোকাত করার অনেকগুলো প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করেছে। দু'জনই না-না রকম প্রস্তাব দিয়েছে। তবে সব কথার মূল কথা হচ্ছে ওই টাকা। আলোচনার শেষে দু'জনেই টাকার ভাগ বাটোয়ারার কথায় এসে উপনীত হয়েছে।

প্রচন্ড তাপে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছে নিমেস। ক্যান্টিন থেকে পানি খেলো খানিকটা ঢক্ ঢক্ করে। প্রায় সবটাই খেয়ে ফেলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু সামলে নিলো নিজেকে। কারণ আরো বেশ কিছুক্ষণ পানি পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। একটা জিনিস লক্ষ্য করছে নিমেস অনেকক্ষণ থেকেই, চান্স সব সময় ওর কাছ থেকে কিছুটা পিছিয়ে থাকছে। ভাবটা এই, যেন নিমেসকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে।

শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললো নিমেস, 'এ্যাই, তুমি আমার পিছু পিছু আসছো কেন? কি হয়েছে তোমার?'

'চোখ রাখছি, তোমার ওপর, সরল জবাব দিলো চান্স।

'এখনো বিশ্বাস করছো না, আমাকে?'

'ঠকতে ঠকে ত এখন আর কাউকে সহজে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। মানুষকে বিশ্বাস করে একটা চোখ হারিয়েছি। প্রেমিকা হয়ে গেছে শত্রু, টাকার জন্য। সুতরাং বিশ্বাস কাকে করবো, বলো?'

চুপ থাকলো নিমেস। এখন এগিয়ে চলছে ওরা, মুখে কোনো কথা নেই। মেঘ সরে গেছে সূর্যের ওপর থেকে। প্রচন্ড উত্তাপে চাঁদি জ্বলে যাচ্ছে ওদের। হঠাৎ চান্স বলে উঠলো, কারা যেন আসছে?' সামনের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালো চান্স ভালো করে। নিমেসও অনুসরণ করলো ওর দৃষ্টি।

সামনেই সূর্যের প্রচন্ড উত্তাপে পোড়া উপত্যকা। উৎরাই শুরু হয়েছে রাস্তায়। পর্বতশ্রেণীও ওদিকে খানিকটা মাথা নুইয়ে চলছে যেন। রাস্তার ওপরেই, অনেক দূরে, দেখা গেলো কয়েকটা অস্পষ্ট ছায়া।

নিমেস বললো, 'ওরাও কোনো বাউন্টি শিকারী হতে পারে। হারপারে সান্ডো আমরা বরং আগের ভূমিকায় ফিরে যাই। তোমার রিভলবার আমাকে। আমরা এমন অভিনয় করবো, যেন আমি তোমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। তাহলে ওদের সাথে বেশি ঝামেলা করতে হবে না।'

'সেটি হচ্ছে না,' মাথা দোলালো চান্স। 'আমার রিভলবার হাত ছাড়া করতে রাজী নই। তাছাড়া আমরা ওদের দেখতে পেয়েছি যখন, ওরাও নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছে। সুতরাং এখন আর অভিনয় করতে গেলে ওরা আরো সন্দেহ প্রবণ হয়ে উঠবে।'

কাছাকাছি আসতে দেখা গেলো ওরা মোট পাঁচজন। ইউ, এস আর্মির অশ্বারোহী বাহিনীর ন্যায় নীল পোষাক পরনে ওদের।

'সৈন্য,' বলে উঠলো নিমেস।

'তুমি সামনে চলো, আমি তোমার ঠিক পেছনেই থাকছি।' নির্দেশ দিলো চান্স।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে দুই দলের মাঝের দূরত্ব দু'শ ফুটে দাঁড়ালো। উভয় দল উভয়কেই দেখছে তীক্ষ্ণ নজরে। কিন্তু কারো মুখে কথা নেই।

ওদের মধ্যে চারজন সৈন্য, বাকি একজন বেসামরিক ব্যক্তি, বুঝলো চান্স ও নিমেস। আরেকটু কাছে আসতেই ঠান্ডা হয়ে গেলো চান্সের হাত পা। পেটের ভেতর সুড়সুড়ি লাগতে শুরু করেছে।

লোকটার নাম ক্লাইন্ট ব্যাডবারি। চান্সের দলেই ছিলো এক সময়। মারিয়ার সাথে সাথে ব্যাডবারিও চান্সের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। কি টাকার ভাগ ও পায়নি। বিশ্বাসঘাতক সব ক'জনকেই শেষ করেছে চা একে একে, শুধু বাকি রয়ে গেছে ব্যাডবারি এবং মারিয়া।

দুই দলের মধ্যে দূরত্ব দশফুটে এসে দাঁড়ালো। চান্স অনুভব করলো এখন ব্যাডবারির সাথে কোনো রকম বিরোধে জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না কিন্তু ও যদি সৈন্যদের চান্সের পরিচয় বলে দেয়! তাহলে বিপদে পড়তে হবে। সৈন্যদের প্রত্যেকেরই হাত ওদের হোলস্টারের পয়েন্ট ফোর ফো হলো, স্বগ্রারের বাটের ওপর। চান্স ও নিমেস, দু'জনেরই হাত কেবল লাগা দু'জনেই। ছে। সৈন্যদের মনে কোনো রকম সন্দেহ সৃষ্টি করতে চায় না ওরা।

রওন সন্য চারজনের ইউনিফর্মের ওপর হাল্কা ধূলোর আস্তরণ একটা একটা ম ভিজে ধূলো লেপ্টে গেছে জামা-কাপড়। মুখোমুখি দাঁড়ালো ওরা সৈন্যদের মধ্যে একজন একটু এগিয়ে এলো। ওর হাতে স্ট্রাইপ দে বুঝলো চান্স, লোকটা সার্জেন্ট। একজন সৈন্য একটা ফ্ল্যাট ওয়াগনের ও বসে আছে, ওয়াগনটা টানছে দু'টো স্ট্যালিয়ন। ওয়াগনের ওপর উঁচু কি একটা, ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা। বুঝতে পারলো না ওরা, কি আছে ভেতর। ঠান্ডা চোখে সৈন্যদের দেখছে চান্স ও নিমেস।

ব্যাডবারির দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না চান্স। ব্যাডবারিও অস্বস্তিতে ভুগছে, ঘোড়ার ওপর নড়াচড়া দেখেই বুঝা যাচ্ছে। চান্সকে চিনতে পেরেছে, এমন কোনো ভাবও দেখায়নি এখনো।

নিরবতা ভাঙলো সার্জেন্ট, বয়েজ, কোথায় চলেছো, হারপার সিটিতে নিশ্চয়ই!' সার্জেন্টের কণ্ঠে খুশির আমেজ থাকলেও নীল চোখ দু'টো যেন বরফ দিয়ে তৈরি। তার ডান উরুর ওপর হোলস্টারে ঝুলছে একটা রিভলবার। বাঁ দিকে খাপে ঝোলানো বড়ো আকারের ছুরি। হাত দু'টো সাদা গ্লাভস দিয়ে ঢাকা।

'এছাড়া, কোথায় আর যাবো সার্জেন্ট, জবাব দিলো নিমেস নরম সুরে। সার্জেন্ট ও ওয়াগনে বসা সৈন্যটা ছাড়া আর সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চান্স ও নিমেসের ওপর সতর্ক দৃষ্টি ওদের। নিমেস যোগ করলো, 'যে বাপ, হারপার পর্যন্ত না পৌঁছা পর্যন্ত শান্তি নেই আর।'

'তোমরা বাউন্টি শিকারী?' একই ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলো সার্জেন্ট।

'পাগল নাকি? স্রেফ এদিক ওদিক ঘুরে, বেড়াই আর স্ফূর্তি করি,' জবাব দিলো নিমেস।

'কিন্তু তোমাদের মুখে এতো ক্ষত চিহ্ন কেন? সার্জেন্টের অনুসন্ধিৎসা শেষ হতে চায় না।

'আমরা দুই বন্ধুতে নিজেদের মধ্যে মারামারি করেছি, একটা মেয়েলোক নিয়ে,' বললো নিমেস অম্লানবদনে।

কান পর্যন্ত বিস্তৃত হলো সার্জেন্টের হাসি। বললেন, 'তোমরা হারপারে যাবে কি করে? একদল ডাকাত দখল করে রেখেছে হারপার। রোসান্ডো গ্রেগোর দল, নাম শুনেছো?

চান্স মাথা ঝাঁকালো সম্মতির ভঙ্গিতে। নিমেস বললো 'শুনেছি বৈ কি। শুধু আপনারা হারপার পার হলেন কি করে সার্জেন্ট? পাল্টা প্রশ্ন করলো নিমেস।

'লিউক, দেখিয়ে দাও ওদের, কিভাবে পার হয়েছি হারপার। আরে ওরা সাহসই পায়নি আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে, বললো সার্জেন্ট গর্বিত স্বরে।

লিউক নামের সৈন্যটা উঠলো ধীরে সুস্থে তার ওয়াগনের আসন থেকে আস্তে আস্তে সরালো সবুজ ক্যানভাসটা।

'একেবারে নতুন এটা, বললো সার্জেন্ট। স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছে চান্স ও নিমেস ওটার দিকে। সম্মোহিত হয়ে গেছে যেন ওরা। একটা মেশিনগান, গ্যাটলিং! দু'টো চাকার ওপর দাঁড়িয়ে আছে গ্যাটলিংটা। চেয়ে আছে চান্স ও নিমেসের দিকে। আদর করার ভঙ্গিতে হাত বুলাচ্ছে লিউক মেশিনগানে। সার্জেন্ট বলা শুরু করলেন আবার, 'এ্যাপাচীদের শায়েস্তা করেছি এটা দিয়ে। পয়েন্ট ফাইভ জিরো ক্যালিবারের বুলেট যে কোনো দেহে আমার মুটোর সমান ছিদ্র করে বেরিয়ে যাবে।' ডান হাতটা মুষ্টিবদ্ধ করে তুলে ধরলো সার্জেন্ট চান্স ও নিমেসের মুখের সামনে। 'আর প্রতি মিনিটে হাজারগুলি বেরোয় এটা থেকে। দীর্ঘদিন ধরে এ্যাপাচারী জ্বালিয়ে আসছিলো আমাদের। কিন্তু গ্যাটলিংটা আসার পর থেকে পরিস্থিতি গেছে পাল্টে। এখন আমরাই জ্বালাচ্ছি ওদের।

'আমাদের বাহিনীর নাম 'ব্লাড ব্রিগেড' যোগ দেবে নাকি?' জিজ্ঞেস করলো সার্জেন্ট সব শেষে।

'না আমার পেটটা মোটেও ভালো যাচ্ছে না,' বললো নিমেস। 'আর তাছাড়া অতো সাহসও নেই আমার।'

'ঠাট্টা করছো নাকি তুমি?' বলে চান্সের দিকে ফিরলো সার্জেন্ট, আর 'তুমি?'

'আমি?' বোকার মতো দেখালো চান্সকে।

'তুমি না তো কি তোমার ঘোড়া?' ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো সার্জেন্ট।

'না, সার্জেন্ট,' একটু ভীত ভাব ফুটিয়ে তোললো ও। 'আমার হার্টের অবস্থা খুব ভালো না।'

'মিথ্যা কথা বলছো কেন, বদমায়েশরা? বলে সার্জেন্ট তার বড়ো ছুরি খুলে নিলো খাপ থেকে। চান্স ও নিমেসের হাত চলে গেলো রিভলবারের বাটে।

ধমকে উঠলো লিউক, 'খবরদার বলছি, মেশিনগান দিয়ে কাপড় ফাটার মতো করে ফেড়ে ফেলবো।' মেশিনগানের হ্যান্ডেল ধরে আছে লিউক।

থমকে গেলো দু'জনেই। সার্জেন্ট লাফ দিয়ে নেমে এলো তার ঘোড়া থেকে। ছুরিটা ঠেকালো নিমেসের চিবুকে। আস্তে করে চাপ দিলো, মুখ আকাশের দিকে তুললো নিমেস। ছুরির তীক্ষ্ণ ফলাটা ঢুকে গেছে একটু চামড়া কেটে। রক্তের ক্ষীণ ধারা বেরিয়ে এলো ছুরির চক্‌চকে গা বেয়ে। নিমেসকে ওই ভাবেই রেখে হাঁক ছাড়লো সার্জেন্ট, 'ক্লাইন্ট, চেনো একে?'

'না, সার্জেন্ট,' বললো ব্যাডবারি।'

'ওয়ান্টেড,' পোস্টারগুলো দেখো। এদের ফটো আছে কিনা ওগুলোর মধ্যে, নির্দেশ দিলো সার্জেন্ট। চেয়ে আছে সতর্ক দৃষ্টিতে নিমেসের দিকে। অন্যরা কভার করে আছে চান্সকে।

পোস্টারগুলো বের করে দেখলো ব্যাডবারি অনিচ্ছাসত্ত্বেও। আর কেউ যেন না দেখে এমনভাবে পোস্টারগুলো দেখে বললো, 'না, নেই এর মধ্যে।'

নিমেসকে ছেড়ে চান্সের দিকে এগুলো সার্জেন্ট, 'আর এর ছবি?'

খুব দ্রুত জবাব দিলো ব্যাডবারি, 'না ওরও ছবি নেই পোস্টারে।'

'শিওর!'

'ইয়েস, সার্জেন্ট।'

মুখ শক্ত করে বসে আছে চান্স। পাথরের মতো চেহারা ওর। ছুরিটা তুলে চোখের পট্টির ফিতেটা কেটে দিলো সার্জেন্ট, পড়ে গেলো পট্টিটা চোখ থেকে। বললো, 'কি হে, নিঃশ্বাস পড়ছে না দেখছি! তুমি আউট-ল না হয়েই পারো না। ক্লাইন্ট, আবার ডাকলো সার্জেন্ট, আরেকবার দেখো ভালো করে। এর চেহারা খুব ভালো ঠেকছে না আমার কাছে।'

'না, সার্জেন্ট। বলছি তো ওয়ান্টেড লিস্টে নেই।' তাড়াতাড়ি বললো ব্যাডবারি। কিন্তু ও কিছুতেই চান্সের চোখে চোখ মিলতে দিচ্ছে না। অনেক কষ্টে নিজেকে বিরত রাখছে ও চান্সের পরিচয় প্রকাশ করা থেকে।

খাপে ঢুকিয়ে রাখলো সার্জেন্ট ছুরিটা আবার। বললো, 'আরেকটা পট্টি লাগিয়ে নিও হে। ওটা ছাড়া তোমাকে একটা গাধার মতো দেখায়।' হাসলো ও, 'তবে তোমার চেহারাটা নেহায়েত খারাপ না।

অন্য এক সৈন্য বললো, 'আমার তো ওকে সত্যি সত্যি একটা গাধা বলে মনে হচ্ছে।' অনেক কষ্টে সংযত করলো নিজেকে চান্স।

নিমেস অনুমতি চাইলো, 'যেতে পারি, সার্জেন্ট?'

'ও, ইয়েস। যাও, তবে কাউকে কিছু বলো না আমাদের সম্পর্কে।'

'না, বলবো না,' ঠান্ডা কণ্ঠে বললো নিমেস।

লিউক ঠাট্টা করলো, 'কানা ভাই কিছু মনে করো না যেন। কেমন?'

একটু ইতস্ততঃ করলো ওরা দু'জনে। চান্স কোনো জবাব দিলো না লিউকের কথায়। পাশ কাটিয়ে চলা শুরু করলো চান্স আর নিমেস। পেছনে ফিরে তাকালো না। কিন্তু পিঠটা শির শির করছে যেন। যে কোনো মুহূর্তে গুলির আশংকা করছে ওরা। হাসছে সৈন্যরা হা হা করে।

কিছুদূর এগিয়ে বললো চান্স নিমেসকে, 'ওই ব্যাটা চেনে আমাকে?'

'কোন্ ব্যাটা?'

'ওই কাউবয়টা। একই দলে ছিলাম আমরা। আমি জেলে ঢোকার পর ও আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। টাকার সম্পর্কে জানে ও। কিন্তু বুঝলাম না, ধরিয়ে দিলো না কেন ও আমাকে?'

'বোধ হয় ভুলে গেছে তোমাকে!'

'অসম্ভব, ভুলতেই পারে না। না ভোলার অন্ততঃ তিন হাজার কারণ আছে,' বললো চান্স। কণ্ঠে খানিকটা উত্তেজনা।

প্রায় পঞ্চাশ ফুট জায়গা পার হয়ে এসেছে ওরা। এমন সময় ঘাড় ঘুরিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালো নিমেস পেছনের দিকে। চাপা কণ্ঠে বলে উঠলো, 'শা....লা, কাউবয়টা সার্জেন্টকে কিছু বলছে।'

ঘোরালো ঘোড়া চান্স। দেখলো, ঠিকই এদিকে তাকিয়েই ওরা কি যেন বলাবলি করছে। সার্জেন্টের মুখ লাল হয়ে গেছে রাগে। তিনজন সৈন্য ঘুরে দাঁড়ালো ওদের দিকে। চোখাচোখি হলো নিমেসের সঙ্গে চান্সের।

নরক হয়ে গেলো জায়গাটা মুহূর্তের মধ্যে। ছুটলো চান্স ও নিমেস সৈন্যদের দিকে ঝড়ের বেগে। হাতে রিভলবার ওদের। ব্যাডবারি সবার আগে বুঝতে পেরেছে, কি ঘটতে যাচ্ছে। ঝট্ করে বের করলো ওর রিভলবার। গর্জে উঠলো নিমেসেরটা। ডান কাঁধে ঢুকলো বুলেট। হাত থেকে পড়ে গেলো ওর রিভলবার, ব্যথায় মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বাঁ হাত

দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরতে না ধরতেই দ্বিতীয় বুলেট আঘাত করলো ওকে। এবার মাথায়। ধড়াশ করে পড়লো ও। এদিকে লিউক তাড়াতাড়ি গ্যাটলিংটা ঘোরাতে চেষ্টা করছে। নিমেসের রিভলবার গর্জে উঠলো পর পর দু'বার। নিশ্চল হয়ে গেলো লিউক মাথায় গুলি লেগে। সার্জেন্টের রিভলবার গর্জে উঠলো নিস্ফল আক্রোশে। চান্সের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলো গুলি। চান্সের রিভলবারের তিনটে গুলি ঝাঁঝরা করে দিলো সার্জেন্টের বুক। ছিটকে পড়ে গেলো সার্জেন্ট ঘোড়া থেকে। আরো দু'টো লক্ষ্যহীন গুলি চলে গেলো চান্স ও নিমেসের মাঝ দিয়ে।

পৌঁছে গেলো ওরা ওখানে। তার আগেই শেষজন প্রাণত্যাগ করেছে বুকে, পিঠে চান্স ও নিমেসের তিনটে গুলি নিয়ে। ওয়াগনে কয়েকটা বাক্স। ওপরে লেখা ইউ, এস আর্মি। খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলো নিমেস। খুব সহজেই একটা মেশিনগান, অনেকগুলো স্টিক ডিনামাইট এবং প্রচুর এ্যামুনিশন পেয়ে গেছে ওরা। সৈন্যদলের ঘোড়াগুলো পালিয়েছে ভয়ে। শুধু রয়ে গেছে ওয়াগন এবং ক'টা প্রাণহীন দেহ।

চান্স জিজ্ঞেস করলো, 'ওয়াগনটা তুমি চালাবে, না আমি?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো নিমেস, 'আমিই চালাবো। হারপারে গিয়ে তাহলে ঘোড়াটা বিক্রি করতে পারবো। মৃতদেহগুলোকে কবর দেবে নাকি?

'না, নাক চুলকাতে চুলকাতে বললো চান্স। সার্জেন্টের কোমর থেকে ক্যাবার্ডটা খুলে ফেলেছে ও। নিজের কোমরে বাঁধলো ওটা ঠিক মতো। তারপর মৃতদেহগুলোকে টেনে টেনে নিয়ে রাস্তার কিনারের ঢালে গড়িয়ে দিলো। নিজের ঘোড়ায় চেপে বসলো চান্স। ডান হাতে ধরলো নিমেসের ঘোড়ার লাগাম। নিমেস চড়ে বসলো দুই স্ট্যালিয়ন বাহিত ওয়াগনে। তার আগেই ঢেকে দিয়েছে মেশিনগানটা আবার সবুজ ক্যানভাস দিয়ে। ছুটলো ওরা হারপারের দিকে।

হঠাৎ থেমে দাঁড়ালো চান্স। থামলো নিমেসও। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো ও চান্সের দিকে। চান্স খেয়াল করলো না। ও স্যাডলব্যাগ থেকে কি একটা বের করতে ব্যস্ত। খুঁজে পেলো ও। আর একটা কালো পট্টি। বাঁ চোখে বেঁধে নিলো ঠিক মতো। নিমেস খেয়াল করলো, ওদের পেছনে

আকাশে ঘুরপাক খাচ্ছে কয়েকটা শকুন। বেশ ক'টা মৃতদেহের সন্ধান পেয়েছে ওরা।

ছুটলো চান্স ও নিমেস। গন্তব্য হারপার সিটি।

ছয়

'তুমি একটা ঘোড়ার ডিমের ডেপুটি আমার,' ক্ষেপে উঠেছে শেরিফ ওয়েকার তার ডেপুটির ওপরে। গ্যানর‍্যাক থেকে একটা উইনচেস্টার রাইফেল উঠিয়ে নিলো শেরিফ। লাথি মেরে চেয়ারটা সরিয়ে দিলো। 'আমাকে নিয়ে ওরা মজা করছিলো, আর তুমি ওদের দলে মিশে মদ খাওয়া শুরু করলে, ছাগল, কাপুরুষ কোথাকার!' বাক্স থেকে গুলি নিয়ে রাইফেলের ব্রীচে ঢোকাতে শুরু করলো শেরিফ।

মুখটা সাদা হয়ে গেছে ডেপুটির আতঙ্কে। 'শেরিফ আপনার যাওয়া ঠিক হবেনা ওদিকে।

'সড়ে দাঁড়াও, হারামখোর,' বলে ওয়েকার রাইফেল তাক করলো তার ডেপুটির বুকে। দু'পা পিছিয়ে গেলো ডেপুটি। 'আমি শেরিফ,' বজ্রপাত হলো যেন শেরিফের অফিসে,'যা খুশি করতে পারি আমি! হারামজাদারা সেলুনে বসে বসে মদ গিলছে। আর আমি সারাদিন নিজের অফিসে বসে আছি।'

'কিন্তু,' ডেপুটি বললো, 'ওরা তো আটজন!'

'হোক,' গর্জে উঠলো শেরিফ। 'শালারা টাউনের সব সাপ্লাই শেষ করে দিলো! এটা হতে দেয়া যায় না!' রোসান্ডোরা যাওয়ার পরপর রামন শেরিফ, ডেপুটি শেরিফ দু'জনকেই ছেড়ে দেয়। কিন্তু সাবধান করে দিয়েছে ওদের, সেলুনের দিকে পা বাড়ালেই গুলি করে মারবে। আবারো বকে উঠলো শেরিফ, 'আশ্চর্য সব, এই সিটির লোকগুলো। দুই বেশ্যা থাকলে, এতোক্ষণে টাউনের সব ক'টা মেয়েকে ওদের শিকার হতে হতো অথচ প্রতিবাদ নেই কারো। সব নিজের নিজের ঘরে খিল এঁটে দিয়ে বসে আছে। ঘেন্না ধরে গেলো আমার, এই শেরিফগিরিতে।'

ঘর থেকে বের হবার জন্যে শেরিফ পা বাড়ালো দরজার দিকে। দরজা খুলতেই জমে গেলো শেরিফ। সামনেই দাঁড়িয়ে রামন, হাতে রিভলবার, শেরিফের প্রায় বুক ছুঁয়ে আছে। 'কোথায় চললে শেরিফ ভাই!' হাসলো রামন, 'বলেছি না, অফিসের বাইরে পা বাড়াবে না!' কেড়ে নিলো ও ইনচেস্টারটা শেরিফের হাত থেকে। ছুঁড়ে দিলো অফিসের এক কোণে। ডেপুটির কোমর থেকে চাবি নিয়ে সেল খুললো ও। তারপর বললো, 'ঢোকো এর ভেতর, তোমাদের আর বিশ্বাস নেই।' বলেই চোখ পাকালো রামন। ধাক্কা দিয়ে ঢোকালো শেরিফকে সেলের ভেতর, তারপর ডেপুটিকেও। অফিস থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললো, 'প্রার্থনা-ট্রার্থনা করতে পারো। শুধু বসে থেকে কি হবে।' নিজের কথায় নিজেই হাসলো ও। আবার হ্যাপী ডে'জ সেলুনে গিয়ে ঢুকলো, যেখানে ওর অন্য সাত সঙ্গী আছে।

পেকোসের ক্ষীণতোয়া পাহাড়ী নদী পার হয়ে চান্স ও নিমেস হারপারে পৌঁছুলো। বিকেলের সূর্য রক্তিমাভা ছড়াচ্ছে। শহরের প্রধান সড়কের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে ঢুকলো ওরা। অবাক হলো, দু'জনেই, শহরে প্রাণের ছোঁয়া মাত্র নেই। একটু এগুতেই শুনলো হ্যাপী ডে'জ সেলুনে মাতালদের হল্লা। এছাড়া সব দোকান-পাট বাড়ি ঘরের দরজা জানালা বন্ধ। সবাই যেন শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে বা বেড়াতে গেছে এক সাথে।

অবাক বিস্ময়ে বললো চান্স, 'ব্যাপার কি? লোকেরা রোসাল্ডোর দলের কাছে ছেড়ে দিলো তাদের নিজের শহর? কেউ বাধাও দিচ্ছেনা?'

জ্ঞান দেয়ার ভঙ্গিতে বললো নিমেস, 'হারপারের বৈশিষ্ট্যই তাই। এদের নীতি হচ্ছে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম।'

'কি দুরবস্থা!' বললো চান্স মাথা দোলাতে দোলাতে! নিমেসের পাশাপাশি চলছে ও এখন।

হ্যাপী ডে'জ সেলুনের কাছাকাছি পৌঁছতেই ওরা সবিস্ময়ে দেখলো, এপর দু'টো নারী দেহ ছিটকে এসে পড়লো রাস্তার ওপর, সেলুনের সুইংডোর ঠেলে। ওদের কাপড়-চোপড় ছেঁড়া-ফাড়া! একজনের একটা

বিশাল স্তন বেরিয়ে আছে ছেঁড়া ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে। আরেকজনের নিম্নাঙ্গে প্রায় কিছু নেই বললেই চলে। রাস্তার ধূলোর ওপর মুখ গুজড়ে পড়েছে ওরা।

গালাগাল দিয়ে উঠলো একজন, 'কুত্তার বাচ্চারা!' ব্লন্ড মেয়েটা ব্লাউজটা টেনে টুনে স্তন ঢাকার ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছে। ভেতর থেকে হো হো হাসির শব্দ ভেসে আসছে। অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ালো দু'জনেই।

অপরজন ব্রুনেট। দৈর্ঘ্য মাঝারী। মজা ফুরিয়ে যেতে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে ওদের, রামন ও তার সঙ্গীরা। মেয়ে দু'টো দেখলো, অপরিচিত দু'জন লোক আসছে শহরের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে। ঘাবড়ে গেলো ওরা আরো। এরা আবার কারা!

নরম কণ্ঠে ডাকলো চান্স, 'লেডিজ, একটু কথা বলতে চাই আপনাদের সঙ্গে।' হ্যাপী ডে'জের প্রায় সামনেই দাঁড়িয়ে ওরা। কিন্তু সেলুনের দরজা বন্ধ থাকায় ভেতরে কি হচ্ছে জানার উপায় নেই।

ইতস্ততঃ করে বললো ব্লন্ড দীর্ঘ মেয়েটা, 'ঠিক আছে, বলুন।' দু'জনের মুখেই নতুন আশংকা ফুটে উঠেছে। কারণ এদের চেহারাও তার কাছে সুবিধেজনক মনে হচ্ছে না। তবুও একটু এগিয়ে চান্সদের কাছাকাছি দাঁড়ালো ওরা।

'সেলুনে কারা? ক'জন আছে?' জিজ্ঞেস করলো চান্স।

'আপনারা কি আইনের পক্ষের লোক?' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ব্রুনে মেয়েটা। কিঞ্চিৎ আশা ফুটে উঠেছে ওদের মনে।

'না, ঠিক তা না। তবে কাছাকাছি,' বললো নিমেস। মেয়ে দু'টোর প্রা অনাবৃত শরীর দেখে বেশ মজা পাচ্ছে নিমেস। জিনিস ভালোই, মনে মং বললো ও।

'ক'জন আছে ওরা?' আবার জিজ্ঞেস করলো চান্স।

'আটজন, রোসাল্ডো নুয়েগোর দলের লোক ওরা, জানালো ব্লন্ড।

'না, বারটেন্ডার কে ধরলে ন'জন,' ব্রুনেট যোগ করলো।

'পশু সব ওরা। মানুষের লেশমাত্র নেই ওদের মধ্যে,' হিস্ হিস কা উঠলো ব্লন্ড।

নমেস ভাবছে, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলে আর ভালো কাপড় চোপড় পরলে ভালোই দেখাবে ওদের। চওড়া, ভারি বুক। সরু কোমরের নিচেই ভারি নিতম্ব। রীতিমত আকর্ষণীয় গড়ন।

'সেলুনের ভেতর ঠিক কোথায় আছে ওরা?' জিজ্ঞেস করলো চান্স।

'সরাসরি দরজার সামনে। তিনটা টেবিলে গাদাগাদি করে বসে আছে।' এবারে ব্লন্ডের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। বুঝতে পেরেছে, এদের কাছ থেকে অন্ততঃ ওই ডাকাত দলের মতো ভীতপ্রদ অভিজ্ঞতা পাবার কোনো কারণ নেই। 'দরজা থেকে বারো ফুট দূরে হবে টেবিল তিনটা, তাই না মিস্ টি।' সঙ্গীনির কাছ থেকে অনুমোদন চাইলো ও।

মাথা ঝাঁকালো মিসটি নামের ব্রুনেট মেয়েটি। সেলুনের ভেতরে মাতালরা মাঝে মধ্যেই হৈ-চৈ করে উঠছে।

ধীর শান্ত কণ্ঠে বললো, চান্স, 'ঠিক আছে, আপনারা যেতে পারেন। গা ধুয়ে ভালো কাপড় চোপড় পরে নিন। তারপর আবার দেখা হবে।'

মেয়ে দু'টো ভালো করে দেখলো আগন্তুকদ্বয়কে। ওদের চোখের ভাষা পড়তে খুব একটা অসুবিধে হলো না।

সেলুনের ভেতর সিগারেটের ধোঁয়ায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না প্রায়। অধৈর্য হয়ে উঠেছে রামনের সঙ্গীরা। একঘেয়েমীতে পেয়ে বসেছে ওদের। গলাতক আর মদ গেলা যায়। একজন জিজ্ঞেস করলো রামনকে জড়ানো কণ্ঠে, 'আর কতোক্ষন, রামন? এতোক্ষণে তো ওদের চলে আসার কথা!'

কোনো জবাব দিলো না রামন। ডাকলো বারটেন্ডারকে, 'একটা গ্লাস, তিতে মাল। আধ গ্লাস ফেনা ভরে দিও না আবার এর মধ্যে!' হা-হো করে হেসে উঠলো সবাই। মদ খেতে খেতে কারো আর নড়বার ক্ষমতা নেই। কথায় কথায় শুধু হাসছে। তবে ওদের একজন চেয়ারের বাহুর দিকে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। মুখ হা হয়ে আছে ওর। একটা মাছি একবার ঢুকছে, একবার বেরুচ্ছে ওর মুখ থেকে। কিন্তু ওর কোনো খেয়াল নেই।

'আরো, অপেক্ষা করতে হবে?' জিজ্ঞেস করলো আরেকজন।

'হ্যাঁ, অপেক্ষা করতেই হবে, ওদের না আসা পর্যন্ত,' সোজা উত্তর দিলে রামন।

বাইরে কাঠের বারান্দায় বুটের শব্দ। কিন্তু কারোই ওই বুটের শব্দ শোনার ক্ষমতা নেই। ব্যাটউইং দড়াম করে খুলে যেতে রামন ফিরে তাকালো ওদিকে। চমকে উঠলো রামন।

একজন রিভলবারধারী দাঁড়িয়ে আছে দরজার ওপর। নড়বড়ে ব্যাটউইং দু'টো বাড়ি মেরে খসিয়ে ফেললো লোকটা মুহূর্তের মধ্যে। ব্যাটউইং ভাঙার শব্দে ঢাকা পড়ে গেল ওয়াগনের চাকার শব্দ।

ব্যাটউইং দু'টো খুলে ফেলেই দ্রুত সরে গেলো সেলুনের একেবারে ডান দিকের কোণায়। গ্যাটলিংয়ের পথ খোলাসা করে দিলো ও। রিভলবার তাক করে আছে ও রামনদের দিকে। সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

'গুড আফটারনুন, বয়েজ,' নিমেস বললো কৌতূকের ভঙ্গিতে, রাস্তা থেকে। গ্যাটলিং মেশিন গানের পেছনে বসে আছে ও। মেশিন গানের ব্যারেল দরজার মধ্য দিয়ে চেয়ে আছে সোজা, রামন ও তাঁর দলবলের দিকে। ঘুরে তাকালো সবাই রাস্তার দিকে। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো ও কিন্তু নড়ার ক্ষমতা নেই। সবাই যেন পাথর হয়ে গেছে ঘটনা নতুন মোড় নেয়ায়।

আর সময় নিলো না নিমেস। অবিশ্রান্ত গর্জন শুরু হলো মেশিন গানের। কাপড় ফাড়ার শব্দ তুলে পয়েন্ট ফাইভ জিরো ক্যালিবারের শত শত বুলেট ধেয়ে চলছে সেলুনের ভেতর। মেশিনগানের গুলি শুরু হতেই চার ঝাপ দিয়ে পড়ে দেওয়ালের পাশে লম্বালম্বি হয়ে শুয়ে পড়েছে। রামন ও তার সঙ্গীরা হোলস্টার পর্যন্ত হাত নেয়ারও সময় পেলো না। প্রথম ধাক্কায়ই মাটি পড়লো রামন। ওর বুকের বাঁ দিক থেকে ডান দিক পর্যন্ত সরল রেখা এঁকে গেছে বুলেটের ঝাঁকে। টেবিল, চেয়ার, সব ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে উড়ছে।

রামন ছিটকে পড়েছে বারের ওপর। ঘুমন্ত লোকটা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গুলি খেয়েছে, নিশ্চিন্তে।

বুলেটের ধাক্কায় ছিটকে পেছনের আলমারির কাঁচের ওপর পড়লো বারটেন্ডার। তেরোটা বুলেট ঢুকেছে ওর বুক, পেট আর গলায়। কাঁচ, গ্লাস বোতল নিয়ে পড়লো ও মেঝের ওপর। পড়ার আগেই মারা গেছে ও।

আরো তিরিশ সেকেন্ড ধরে গুলিবর্ষণ করে গেলো নিমেস। ওর মেশিনগানের গর্জনে মৃত্যু পথযাত্রীদের আর্তনাদ চাপা পড়ে গেছে। হ্যাপী ডে'জ সেলুনের ভেতরটা প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। নিমেস কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, কারণ সেলুনের ভেতরটা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে একেবারে। তবে চান্স শুয়ে শুয়ে দেখছে সবকিছু। সে দেখলো ডাকাত দলের একজন চেয়ার থেকে প্রায় উড়ে গিয়ে দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেলো, তারপর পড়ে গেলো নিচে। ওর বুকের মধ্যে গোটা কয়েক ছিদ্র হয়েছে, যার মধ্যে অনায়াছে হাতের মুটো ঢুকে যাবে।

এদিকে নিমেসের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। গ্যাটলিংয়ের গর্জন থামলো। শার্টের হাতা দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো ও। চারদিক নিস্তব্ধ। ওয়াগনের আশেপাশে গুলির খোলের স্তূপ জমে আছে। খোলা দরজা দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে গলগল করে। ওই ধোঁয়ার সাথে সাথে বেরিয়ে এলো চান্স। সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিকে। আর কিছুক্ষণ পরই নামবে আঁধার। চান্সের ঠোঁটের কোণে সিগার। নিরুদ্বিগ্ন মুখ ওর। যেন কিছুই ঘটেনি। ধোঁয়া হালকা হয়ে যাবার পর ওরা দু'জনে ঢুকলো সেলুনে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো সব কিছু। মোট ন'টা মৃতদেহ, বারটেন্ডার সহ। এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। মাংসপিন্ডে পরিণত হয়েছে সব।

রাস্তায় মানুষের ঢল নেমেছে। মেশিনগান থামতেই সবাই বেরিয়ে পড়েছে। দেখছিলো ওরা জানালা দরজার ফাঁক দিয়ে পুরো ব্যাপারটা। একজন ছুটে গিয়ে শেরিফ আর ডেপুটি শেরিফকে মুক্ত করলো। লোকজন ভিড় জমিয়েছে সেলুনের সামনে। সমীহের সাথে দেখছে ওরা গ্যাটলিং মেশিনগানটা। চান্স আর নিমেসের প্রতিও সমীহ ফুটে উঠেছে ওদের।

ছুটে এসেছে শেরিফ, পেছন পেছন ডেপুটি শেরিফ। শেরিফের হাতে উইনচেস্টার। সব দেখে নলটা নামিয়ে নিলো। উত্তেজনায় তোতলামি শুরু হয়ে গেছে ওর, 'স....সবাই....ম....মারা গেছে!' মুখটা হা হয়ে গেছে ওর।

'সবাই,' সংক্ষেপে জবাব দিলো চান্স। বারের আলমারিতে অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে একটা হুইস্কির বোতল। সোজা দাঁড়িয়ে আছে ওটা। বোতল খুলে ফেললো চান্স। কোনোদিক না তাকিয়ে ঢক ঢক করে খেয়ে ফেললো খানিকটা। নিমেস এসে দাঁড়ালো চান্সের সামনে। চোখাচোখি হলো ওদের। দু'জনেরই চোখে খুশির ছটা।

মৃতদেহগুলো ডিঙিয়ে সেলুনে ঢুকলো শেরিফ ওয়েকার। বললো, 'হুইস্কি, আর লাগবে?'

'এখন না, জবাব দিলো নিমেস।

বাইরে সবাই খুশিতে ঝলমল করছে। হাসছে সবাই, ওদের সাথে যোগ দিলো শেরিফ। কিন্তু ডেপুটি শেরিফ আগের মতোই নিরাসক্ত। শুধু খানিকটা আতঙ্ক ও খানিকটা শ্রদ্ধামাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আগন্তুকদ্বয়ের দিকে।

হারপার সিটিতে মোটামুটি উৎসবের আমেজ। বড়ো দোতলা হোটেলটাতে রাখা হয়েছে চান্স ও নিমেসকে। রীতিমতো রাজকীয় সম্বর্ধনা দেয়া হচ্ছে ওদের। শহরের যে ক'টা মদের বোতল বেচে গেছে, সেগুলো এনে দেওয়া হয়েছে ওদের দু'জনের জন্যে। চান্সকে লন্ড্রি থেকে কিছু কাপড় দেয়া হয়েছে আপাততঃ পরার জন্য। রাতের মধ্যেই ওর নিজেরগুলো পরিষ্কার করে দেবে। নিমেসের কাপড়-চোপড় মোটামুটি পরিষ্কারই আছে। ও কাপড় বদলাতে রাজী হয়নি।

ডিনারের সময় হয়ে গেছে। চান্সদের কক্ষেই ব্যবস্থা করা হয়েছে ডিনারের। এর মধ্যেই মিসটি ও তার সঙিনী পরিচ্ছন্ন হয়ে ঘুরে গেছে চান্সদের হোটেল থেকে। মেয়ে দু'টিকে ডিনারের জন্য নেমন্তন্ন জানাতে উৎফুল্ল চিত্তে মেনে নিয়েছে ওরা। এদিকে শহরের প্রত্যেকেই ওদের জন্যে কিছু না কিছু করে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ দেবার চেষ্টা করছে। নিমেস ও চান্স বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করছে সব।

রাস্তায় হাঁটছিলো নিমেস। রাত ঘন হয়ে আসতে চললো হোটেলে। চান্স হোটেলেই আছে। পড়ে আছে মদের বোতল নিয়ে। পরিষ্কার কাপড় ওকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। নিমেস হোটেলে ঢুকতেই হোটেলের ডেস্ক ক্লার্ক

জিজ্ঞেস করলো, 'ন'টা বেজে গেছে, ডিনার দেবো মিঃ নিমেস?'

'ঠিক আছে। আর দু'জন মহিলাও আসবেন। ওদের পাঠিয়ে দেবেন আমাদের রুমে।' বললো নিমেস পশ্চিমের জন্যে অস্বাভাবিক কোমল কণ্ঠে।

মিস টি'র সঙিনীর নাম লিসা। পৌঁছে গেলো ওরা ঠিক সময়েই। দু'জনেই ভেলভেটের সুন্দর গাউন পরেছে। একজনেরটা নীল, অন্যটা লাল। অদ্ভুত সুন্দরী মনে হচ্ছে ওদের। গায়ের সাথে টাইট গাউনটা সেঁটে থাকায় নিতম্ব পর্যন্ত দেহের প্রতিটা রেখা সুস্পষ্ট।

ইতিমধ্যে নিমেস ষোল শ' ডলার বের করে ভাগ করছে। আট'শ ডলার দিয়েছে চান্সকে, বাকি আট'শ নিয়েছে ও। ডাকাতদের মারার পুরস্কার হিসেবে এই টাকা দিয়েছে হারপারের শেরিফ।

গরুর মাংসের ভুনা, আলুর কারি এবং মটরশুটির উপাদেয় ঘ্রাণে ওদের ক্ষিদে বেড়ে গেলো আরো। হাসছে মিসটি আর লিসা কথায় কথায়। ডিনার টেবিল ঘিরে বসেছে ওরা চারজন।

চান্স ও নিমেসের রুমটা বেশ বড়। ডিনার টেবিল সাজানোর পরও যথেষ্ট জায়গা রয়ে গেছে ঘরে। মোমবাতির আলোর একটা মোলায়েম পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে ঘরে। খাওয়ায় ব্যস্ত ওরা সবাই। বিশেষ করে মিসটি ও লিসা বহুদিন ওদের ভাগ্যে এতো ভালো খাবার জোটেনি। শেরিফের কন্যা রান্না করেছে ওদের জন্য সব খাবার।

দরজায় টোকা পড়লো। মেয়ে দু'টো একটু অবাক হয়ে গেছে। তাকিয়ে আছে ওরা দরজার দিকে। চান্স বললো, 'কাম ইন, শেরিফ।' হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করলো শেরিফ।

জিজ্ঞেস করলো নিমেস, অবাক বিস্ময়ে, 'বুঝলে কি করে যে, ওটা শেরিফের টোকা।'

'ও কিছু না, সিক্সথ সেন্স, বৎস' বললো চান্স, মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে।

শেরিফ বললো, 'দেখতে এলাম, আপনাদের কোনো অসুবিধে আছে কি না!'

'না, না,' বিনয়ের অবতার নিমেস, 'কোনো অসুবিধে নেই। বেশ আরামে আছি আমরা। তবে, শেরিফ, কাল খুব ভোরেই রওনা হবো আমরা।

'কালই...' হতভম্ব হয়ে গেছে যেন শেরিফ।

'হ্যাঁ, উপায় নেই,' এবার বললো চান্স, 'জরুরী কাজ আছে। আমাদের রোসাল্ডোকে ধরতে হবে। শেরিফ, দরজাটা বন্ধ করে দিন। শুধু শুধু মেয়ে দু'টিকে কষ্ট দেবার দরকার কি?'

'আমি এখনই চলে যাবো,' বলে দরজা বন্ধ করে দিলো শেরিফ। 'আপনাদের আর কিছু লাগবে কিনা....'

নিমেস বললো, 'শুধু আমাদের ঘোড়াগুলো যদি পাল্টে দেন, তাহলে খুব ভালো হয়। কারণ, আমাদেরগুলো একেবারে ক্লান্ত হয়ে আছে।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বললো শেরিফ, 'কোনো অসুবিধে হবে না।'

'ধন্যবাদ শেরিফ, বললো নিমেস। চান্স নিজের খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত।

'তাহলে, আমি যাই। ভোরে দেখা হবে। রাতটা উপভোগ করুন,' বলে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মিসটি ও লিসার দিকে তাকালো।

'অবশ্যই, অবশ্যই,' বললো নিমেস তাড়াতাড়ি।

বেরিয়ে আস্তে করে দরজা লাগিয়ে দিলো শেরিফ। হেসে উঠলো লিসা ও মিস টি। বললো লিসা, 'ভোরেই চলে যাবে তোমরা? কি করে সম্ভব?'

'কেন?' সমস্বরে আওয়াজ তুললো দু'জনে।

'এ রাত তো ফুরোতে দেবো না আমরা,' বললো লিসা।

তোমাদের মতো বীর পুরুষদের সেবা করার জন্যেই তো এসেছি আমরা। সত্যি এরকম পুরুষ বহুদিন চোখে পড়েনি আমার।'

কিছু বললো না চান্স ও নিমেস। শুধু অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলো ওরা। চোখ কৌতুকে নেচে উঠেছে ওদের। একটা রাত উপভোগ করতে আপত্তি নেই কারো।

খাওয়া শেষ হবার সাথে সাথেই বিশাল বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে

লিসা ও মিসটি দু'জনেই। চান্স ও নিমেস চেয়ারে বসে, হাতে ব্রান্ডির গ্লাস। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে লিসা। ওর বিশাল স্তন দু'টো পিরামিডের মতো খাড়া হয়ে আছে। নিঃশ্বাসের তালে তালে ওঠা নামা করছে ও-গুলো। চান্সের চোখ ও-দিকে। লিসা কামনার চোখ দিয়ে আমন্ত্রণ জানালো ওকে।

আর পারলো না চান্স নিজেকে ধরে রাখতে। ঝাঁপিয়ে পড়লো বিছানায়। ওদিকে মিস টি উঠে চড়ে বসেছে নিমেসের কোলে।

কয়েক মিনিট পর, চারজনেরই দেহে একটি সূতোও নেই। চান্স ও নিমেস আবিষ্কার করলো জীবিকার জন্যে মেয়ে দু'টি দেহবৃত্তি করলেও, ওদের শরীরের মসৃণ পেলবতা নষ্ট হয়নি এতটুকু।

আদিম খেলায় মেতে উঠলো ওরা চারজন। লজ্জা নেই ওদের। মারামারি, হানাহানি, টাকা পয়সা সবকিছুর কথা ভুলে গেলো। ঘরে ভেসে বেড়াচ্ছে কেবল শীৎকার ধ্বনি। আর কিছুক্ষণ পরপর সঙ্গী বদল হচ্ছে ওদের।

ভোর। চান্স ও নিমেসের রওনা হবার পালা। সারা রাতের বন্যতার পরও ওদের সতেজই দেখাচ্ছে। নিজেদের কাপড়-চোপড় পরে তৈরি হয়ে গেছে। মিস টি ও লিসা কাপড় পরে ফেলছে। সারা দেহে ও চেহারায় ওদের তৃপ্তির আভাস। এই প্রথম ওরা সত্যি সত্যিই দেহ উপভোগ করলো।

দরজায় টোকা পড়লো। চান্স বললো, 'নিশ্চয়ই, শেরিফ।'

নিমেস দরজা খুললো, 'গুড মর্নিং, শেরিফ।'

'গুড মর্নিং, বয়েজ।' কেমন কাটলো রাত?

'খুব ভালো, খুব ভালো,' বললো চান্স।

'ওয়াগন, ঘোড়া সব তৈরি। আপনারা এবার রওনা হতে পারেন, বললো শেরিফ।

নামলো ওরা সবাই দোতলা থেকে। হোটেলের সামনে ছোটখাট ভিড়। সবাই এসেছে ওদের বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে।

শেরিফ বললো, 'আপনাদের ধন্যবাদ জানাবার ভাষা নেই আমাদের। যে উপকার করেছেন, আপনারা....'

বাধা দিলো চান্স। বললো, কোমল স্বরে, 'শেরিফ এমন কিছুই করিনি আমরা।'

একজন বৃদ্ধা এগিয়ে এলেন ভিড় ঠেলে। হাতে কেক। বললেন, 'ছেলেরা তোমাদের জন্যে আমি নিজেই বানিয়েছি এই কেক। একটু খাও।' বলে ছুরি দিয়ে দু'টো টুকরো কেটে তুলে দিলেন ওদের মুখে।

আনন্দে অশ্রু এসে গেছে চান্সের চোখে। গোপন করার জন্যে মুখটা ঘুরিয়ে নিলো। নিমেস চেয়ে রয়েছে ওর দিকে।

শেরিফ জানালেন খাবার দাবার দিয়ে দেওয়া হয়েছে ওয়াগন ভর্তি করে।

বিদায় নিলো ওরা। ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো ওরা সামনের দিকে, যে দিকে রোসাল্ডো নুয়েগোকে পাওয়া যাবে। রোসাল্ডোর ট্রেইল পাওয়া এমন কিছু কষ্টকর হবে না ওদের জন্যে।

পেছনে হাত নাড়ছে হারপারের সব লোকজন। আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে গেলো সব কিছু।

সাত

উঁচু ক্যানিয়নের দেয়ালগুলোর মাঝে রোসাল্ডোর ক্যাম্প। এখন ক্যাম্প গোটানোর পালা চলছে। সবাই ব্যস্ত। এরই মাঝে রোসাল্ডো মারিয়াকে টেনে নিয়ে গেলো অন্য সবার থেকে একটু দূরে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দু'জনেই। রোসাল্ডো চেয়ে আছে মারিয়ার দিকে এক দৃষ্টিতে। একটু অস্বস্তি বোধ করছে মারিয়া ওর দৃষ্টির সামনে। প্রথম নিরবতা ভাঙলো রোসাল্ডো। হিস হিস করে প্রশ্ন করলো ও, 'টাকার কথা আর কেউ জানে?

একটু রেগে গেলো মারিয়া, 'ওটা ছাড়া আর কোনো কথা নেই তোমার? খালি টাকা আর টাকা! গলা চড়ে উঠেছিলো ওর। থাবা দিয়ে মুখ চেপে ধরলো রোসাল্ডো।

'কোনো কথা নয়,' স্থির কণ্ঠে বললো রোসাল্ডো, 'যা প্রশ্ন করছি কেবল উত্তর দেবে।'

'কাউকে বলিনি আমি।' একটু হকচকিয়ে গেছে মরিয়া, রোসাল্ডোর সাব দেখে।

'গুড', হাসি ফুটলো রোসাল্ডোর মুখে, চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম আমি। ব হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।'

এবার মারিয়া জিজ্ঞেস না করে পারলো না, 'তোমার কি হয়েছে, বলো ? সেই তখন থেকে তুমি আমার সাথে ঠিক মতো দু'টো কথাও বলো খালি টাকার কথা জিজ্ঞেস করছো!'

কয়েক সেকেন্ডের জন্য গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে যেন রোসাল্ডো। য়ার কথায় চিন্তা ভঙ্গ হলো, 'টাকাগুলোর কাছে পৌঁছুতে এখনো বেশ দিন বাকি। এতোদিন সাবধানে লুকিয়ে রেখে অল্প একটু ভুলের জন্যে ছাড়া করতে চাই না ওগুলো। তাই সাবধানতা অবলম্বন করছি, টুকু সম্ভব।'

'টাকা হাতে পাবার পর কি করবে?'

'কি আর করবো,' অদ্ভুত এক টুকরো হাসি ফুটে উঠলো রোসাল্ডোর । 'তুমি হবে রাণী, আমি রাজা। তারপর সুখে-শান্তিতে দিন কাটাবো।'

'চান্সের ব্যাপারে কি স্থির করলে?'

'মেরে ফেলবো, শালাকে।' একটু বিরক্ত হয়েছে যেন রোসাল্ডো। এই বোকার মতো প্রশ্ন করায়। 'তুমিও তো এটাই চাও, নাই না?'

হ্যাঁ,' নিরাসক্ত কণ্ঠে জবাব দিলো মারিয়া। 'কিন্তু আমি পুরো টাও দেখতে চাই, যেটা তোমাকে আমি দিয়েছিলাম। কোথায় ছা?'

নিরাপদ জায়গাতেই আছে।'

কোথায়?' দীর্ঘদিন দেখিনি আমি ওগুলো। 'আছে না খরচ করে ছো কে জানে!'

বশ্বাস করো, মারিয়া,' সুর বদলে ফেললো রোসাল্ডো। 'প্রায় পুরোটাই

নিরাপদ জায়গাতেই আছে। শুধু কিছু টাকা খরচ করেছি আমি, আমার দলবলের জন্যে। কিছু তোমাকেও তো দিয়েছি, তোমার পরিবারের জন্যে।'

'কিন্তু, কোথায় রেখেছো টাকাগুলো?' একরোখা প্রশ্ন মারিয়ার।

'বিশ্বাস করতে পারছো না আমাকে?' পাল্টা প্রশ্ন করলো রোসাল্ডো।

'বিশ্বাস করি, নইলে এতগুলো টাকা তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম কি করে?' একটু দম নিয়ে আবার বললো মারিয়া, 'ঠিক আছে, এখন বলো কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'পশ্চিমে, সিয়েরা মাদ্রেতে,' জবাব দিলো রোসাল্ডো।

'টাকাটা কি ওখানেই আছে?'

শয়তানির হাসি ফুটে উঠলো রোসাল্ডোর মুখে, 'ওটাই তো সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। এমন কি তোমার চান্সও ওখানে যাওয়ার সাহস পাবে না।

মারিয়া কেমন যেন হকচকিয়ে পড়েছে। ঠিক বুঝতে পারছে না রোসাল্ডোর কথার সুর। তবে একটা জিনিষ ওর মনের মধ্যে কাজ করছে। চান্সকে পেতেই হবে। নিতে হবে অপমানের শোধ।

সূর্যটা ধীরে ধীরে পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে তাপের মাত্রা কমে গেছে অনেকখানি। উপত্যকার পাথরের মাঝে মাঝে গাছ-গাছালি মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। এরই মধ্য দিয়ে ট্রেইল বেয়ে চলছে ওরা দু'জন, চান্স আর নিমেস। হারপার সিটি থেকে রওনা হবার পর থেকে ওদের দু'জনের মধ্যে বাক্য বিনিময় হয়েছে খুবই কম। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের সান্টিয়াগো পর্বতমালার দিকে এগিয়ে চলছে ওদের ট্রেইল। ধীরে ধীরে এগুচ্ছে ওরা। গত দেড় দিন বিশ্রামও নেয়নি খুব একটা। দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক অনেকটা সহজ হয়ে এলেও এখনো বলা যায় না টাকা হাতে পাবার পর কার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে!

চলতে চলতেই হারপার সিটির সেই বৃদ্ধার দেয়া কেক চিবুচ্ছে চান্স। নিমেস দেখছে ওকে। পাশাপাশি চলছে ওরা এখন।

শেষ পর্যন্ত না থাকতে পেরে বলে বসলো, 'কেক সবটাই তুমি খেয়ে ফেলবে নাকি?'

'না,' জবাব দিলো চান্স, গলার মধ্যে শুকনো কেক সামলে। 'তোমার ন্য রেখে দিয়েছি খানিকটা।' বলে ছোট্ট এক টুকরো কেক দেখালো চান্স কে।

'আচ্ছা হারামী তো তুমি,' নিমেস বললো। 'আমার জন্য ওইটুকু। সাধে আর এ্যাপিচিদের হাতে পড়েছিলে!'

'তুমি জানলে কি করে, একথা,' ঝট করে প্রশ্ন করলো ওকে চান্স।

মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসলো নিমেস। ওর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে জান্তার ভাব। বললো, 'জানি বাবা, সবই জানি। তোমার পিছু ধাওয়া রছি কি তোমার সম্পর্কে না জেনেই! চোখটা তো হারিয়েছ এ্যাপচিদের ত, সবই জানা আছে আমার।'

কাঁধ ঝাঁকালো চান্স, 'বুঝতে পারছি সব খবরই রাখো তুমি। এই টা বারই আমাকে হার মানতে হয়েছিলো। পরে অবশ্য ছাড়া পেয়ে যাই দের হাত থেকে বিস্ময়করভাবে। কিন্তু তার আগেই ব্যাটারা আমার চোখ লে তুলে নিয়েছে। এর জন্যে ওদেরও কম দাম দিতে হয়নি! বেশ াকে হজম করে তারপর পালিয়েছি ওদের শিবির থেকে। যাকগে ওসব !' হঠাৎ করেই থেমে গেলো চান্স। ঘটনাটা নিমেস মনে করিয়ে দিতেই বাঁ চোখটা টন টন করতে শুরু করেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এ্যাপিচিদের ধরা পড়ে গিয়েছিলো ও। সে সময় সে ছিলো একজন বাউন্টি শিকারী, সের মতোই। এ্যাপাচিরা ওদের আস্তানায় নিয়ে গিয়ে জব্বর ধোলাই ওকে। তারপর একটা চোখ তুলে নেয়। অজ্ঞান হয়ে যাবার পর ওকে পা বেঁধে ফেলে রেখেছিলো ওরা। পরে এ্যাপাচিদের একটা মেয়ে ওকে করে দেয়, গভীর রাতে। তারপর চান্স বাধ্য হয়েই প্রায় আউট-ল'তে ত হয়।

নিমেস অস্ফুটে শব্দ করে উঠতেই বাস্তবে ফিরে এলো চান্স। জিজ্ঞেস লো, 'কি হলো?'

'ওই দ্যাখো,' বলে সামনে শীর্ণ পাহাড়ী নদীর ওপারে অঙ্গুলি নির্দেশ লো নিমেস, 'তোমার খেলার সাথীরা।'

সামনেই একেবারে শীর্ণ পাহাড়ী নদী। ওপারে ছ'টি মেয়ে। সবারই হাতে রাইফেল। তাক করে আছে চান্স আর নিমেসের পানে। ঘোরের মধ্যে না থাকলে চান্সের চোখে আগেই পড়তো। সেই ছ'জন সেক্স ম্যানিয়াক, যাদের পাল্লায় পড়েছিলো চান্স মাত্র ক'দিন আগে। সামনেই দাঁড়িয়ে ব্লন্ড মেয়েটা। পাশে লাল চুলো। বিশালদেহী ব্লন্ডটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো, 'খবরদার, লাগাম থেকে হাত সরাবে না কোনো দিকে। একটু বেতাল দেখলেই গুলি করবো। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসো।'

নিমেসের দিকে তাকালো চান্স। কৌতূক ঝিলিক দিয়ে উঠলো ওর চোখে, 'এবার বোধ হয় আর রক্ষা নেই। কি হে, রাস্তা পরিষ্কার করে বেড়িয়ে যাবে না কি?'

'না,' বললো নিমেস। ওর কণ্ঠেও কৌতূক, 'মেয়েদের মারতে মজা লাগে না আমার। দেখাই যাক না কি হয়। শেষ রক্ষা তো আছেই।'

'ঠিক আছে, চলো, দেখা যাক,' নিরাসক্ত কণ্ঠে বললো চান্স।

ধীরে ধীরে নদী পার হলো ওরা। ঘোড়ার হাঁটুও ছোঁয়নি নদীর পানি। নিমেসের ওয়াগনের চাকার অর্ধেকটা ডুবেছে মাত্র।

সাপের মতো হিস হিসিয়ে উঠলো ব্লন্ড, সঙ্গে ওটা কে? চান্সকে জিজ্ঞেস করলো ও।

জবাব দিলো নিমেস, 'ফ্রেন্ড।'

'ভালোই হলো,' এবার বললো লাল চুলো। 'কানা মিঞার কিছু পাওনা বাকি আছে। এবার দুই বন্ধুতে মিলে ভাগ করে নাও।'

রাইফেল নামায়নি কেউ। নিগ্রো মেয়েটা ব্লন্ডের উদ্দেশ্যে বললো 'মোনা, কানার সাথে অসমাপ্ত খেলাটা শুরু করে দেয়া যাক, তাহলে!' তর সইছে না যেন ওর।

ওদের প্রত্যেকেরই গায়ে এখন পুরো পোষাক। কোমরে গানবেল্ট সাথে ঝুলছে হোলস্টার। ওটার মাথা উরুর সাথে বাঁধা। হোলস্টারে রিভলবার। কিন্তু চোখ দেখে মনে হয়, প্রত্যেকেই ঘোরের মধ্যে আছে।

নিমেস বললো, 'আমি বলি কি, একটা সন্ধি করলে হয় না!'

ত্বরিত জবাব এলো মোনার কাছ থেকে, হতে পারে। তবে সন্ধির শা

হলো, তোমরা দু'জনে, আমাদের সবাইকে সন্তুষ্ট করবে। না পারলে কি হবে তা তোমার বন্ধু ভালো করেই জানে। আর পারলে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে, যেতে পারবে তোমাদের যেখানে খুশি। কি, রাজি? বলে ঠোঁটটা চাটলো ও জিভ দিয়ে।

'রাজি,' এবার জবাব দিলো চান্স। এ আর এমন কি কঠিন কাজ! তবে আমাদেরও একটা শর্ত আছে, মাই ডিয়ার। কাপড়-চোপড়ের সাথে সাথে সবার অস্ত্রও থাকতে হবে নিরাপদ দূরত্বে। রাজি?

'রাজি,' জবাব দিলো মোনা। 'তবে তোমাদেরটা আগে রেখে এসো, ওই পাহাড়ের কোলে, তারপর আমাদেরটা।' পেছনের পাহাড়টা দেখালো মোনা। দিনের আলো নিভে যায়নি। তবে চারদিকে পাহাড়ের আড়াল আছে জায়গাটা।

একটু দূরে ঘোড়াটা বাঁধলো চান্স, একটা পাথরের সাথে। নিমেসের ওয়াগন রয়ে গেলো নদীর পারেই। কামাতুরা ছয় রমণী খেয়ালও করলো না ওয়াগনটার দিকে।

চান্স আর নিমেস নিরাপদ জায়গায় রেখে গেলো ওদের অস্ত্র-শস্ত্র। সেই সঙ্গে কাপড়-চোপড়ও। মেয়েগুলোর চোখ রাইফেলের সাইট ছুঁয়ে ওদের দিকে চেয়ে আছে। দু'জনের তামাটে শক্তিশালী দেহ দেখে খুশিতে হেসে উঠলো ওরা। কয়েক মিনিটের মধ্যে নিরাবরণ হয়ে পড়লো ওরা ছয়জনও। তিনজনের দু'টো গ্রুপে ভাগ হয়ে ঘিরে ধরলো চান্স ও নিমেসকে। বেশ মজা পাচ্ছে নিমেস।

চান্সের গ্রুপে আছে মেক্সিকান ব্লড, নিগ্রো ও লাল চুলো। নিমেসের গ্রুপে অন্য তিন মেক্সিকান। চকিতে চান্সকে ল্যাং মারলো মোনা। পড়ে গেলো চান্স। সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর ওপর তিনজনই। সামলে নিয়ে মোনার বিশাল একটা স্তন আঁকড়ে ধরলো চান্স। ও-দিকে নিগ্রোটা ঝুঁকে পড়েছে ওর নিম্নাঙ্গের ওপর।

নিমেসের অবস্থা ও তথৈবচ। প্রবল উত্তেজনার মধ্য দিয়ে সময় কেটে যাচ্ছে। ওঠা নামার বিরাম নেই ওদের। এক সময় গ্রুপ বদল হলো। আবারো সেই একই খেলা। হাঁপাচ্ছে সবাই। ওঠা নামার তালে তালে

মেয়েগুলোর স্তনও নাচছে প্রবলবেগে। পাগল হয়ে উঠেছে যেন সবাই।

এক সময় শান্ত হয়ে এলো ঝড়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে ওরা এদিক ওদিক। দিনের আলো মিলিয়ে যায়নি এখনো।

চান্স আর নিমেসের গায়ে একবিন্দুও শক্তি নেই যেন। সব শুষে নিয়েছে ওরা ছয়জন। কারো মুখে কোনো কথা নেই দীর্ঘক্ষণ।

প্রথম নিরবতা ভাঙলো মোনা, 'নাহ্, তোমাদের কাছে হার মানতেই হলো। স্বীকার করতে হচ্ছে, এরকম পুরুষ আমাদের চোখে পড়েনি খুব একটা।

'এতো তাড়াতাড়ি বুঝে গেলে,' বললো নিমেস। 'থাক বাবা বাঁচা গেলো। এবার যাই আমরা। তোমাদের সাথে পাগলামী করা ছাড়াও কাজ আছে আমাদের।'

কেবল মাথা ঝাঁকালো মোনা অনুমোদনের ভঙিতে। অন্যদের কারো মুখে কোনো কথা নেই। প্রচন্ড উত্তেজনার পর অবসাদে ভেঙে পড়েছে সবাই। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো চান্স আর নিমেস।

চান্স বললো, 'একটা কথা বলবে? তোমরা ডাকাত না সেক্স ম্যানিয়াক?'

'দু'টোই,' ঢুলু ঢুলু চোখে বললো মোনা।

'থাক্‌গে,' চান্স বললো। 'চললাম আমরা। একটা কথা বলে যাই, সবার সাথে এসব পাগলামি কোরো না। এবারের মতো ছাড়া পেলে আমার এই বন্ধুর জন্যে। নইলে....'

'নইলে কি?' জিজ্ঞেস করলো মোনা।

'টের পেতে কতো ধানে কতো চাল।'

মোনাদের কেউ কিছু বলার আগেই চলতে শুরু করলো ওরা। ইতিমধ্যেই কাপড় চোপড় পরা হয়ে গেছে ওদের।

সূর্য ওঠার আগেই উঠে পড়লো চান্স ও নিমেস। রিও ব্রাভো শহরের কাছাকাছি এসে রাতের বিশ্রামের জন্য থেমেছিলো ওরা। রুটি আর বেকন

দিয়ে সেরে ফেললো সকালের নাস্তা। সূর্য ওঠার সাথে সাথে তাপ ছড়াতে শুরু করছে চারদিকে। চলা শুরু হলো ওদের। কিছুদূর যেতেই গলা শুকিয়ে এলো প্রবল তৃষ্ণায়। রিও ব্রাভোর পর রিও গ্রান্ড।

দুপুরের প্রখর সূর্যতাপ উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছে চান্স আর নিমেস। ঘামে চট চট করছে ওদের সারা শরীর। মুখ লাল হয়ে উঠেছে। সামনে আরেকটা নদী। তারপর একটা উপত্যকা পার হলেই রিও গ্রান্ড, জানালো নিমেস চান্সকে। এই এলাকা ওর প্রায় নখর্দপণে, বলে গর্ব আছে নিমেসের।

উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে শুরু হয়েছে জনবসতি। এটা অনেকটা সমতল ভূমি। আরো দূরে দূরে পাহাড়ের সারি। পশ্চিমের অন্য সব ছোট শহরের মতো এটারও একটাই মূল সড়ক। একে কেন্দ্র করে ঘর-বাড়ি সব কিছু। মাঝামাঝি সেলুন। সামনে হিচ রেইলে বাঁধা কয়েকটা ঘোড়া ছটফট করছে প্রচন্ড গরমে। এর মধ্যেও কয়েকটা শিশু খেলা করছে রাস্তার ধূলোর ওপর। কয়েকটা বাড়ির, বাড়ি না বলে কুঁড়ে বলাই ভালো, দরজায় বৃদ্ধ মহিলারা বসে। প্রচন্ড গরমে ঘরে টিকতে না পেরে দরজায় বসে অলস সময় কাটাচ্ছেন। পুরো বসতিতে মোটামুটি একটা শান্তির আমেজ ছড়িয়ে আছে।

চান্স আর নিমেস শহরে ঢোকার পর দু'একজন উৎসুক দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকালেও কেউ কোনো প্রশ্ন করলো না। সীমান্তবর্তী এই বসতিতে যেন এ রকম আগন্তুকদের আনাগোনা প্রায় লেগেই আছে।

সেলুনের সামনে এসে থামলো ওরা। একটু বিশ্রাম নেওয়ার ইচ্ছে। রাসাল্ডোর ট্রেইল যে ওদের আরো কতদূর নিয়ে যাবে কে জানে। হিচরেইলে ঘোড়াগুলো বেঁধে পা ফেললো ওরা বারান্দায়। এমন সময় দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলো এক মহিলা। হাতে এক জগ পানীয়। নিঃশব্দে ওদের পাশ কাটিয়ে গেলো মহিলা। ভেতরে ঢুকে সোজা বারটেন্ডারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো ওরা। সেলুনের এক কোণে টেবিলে চারজন মেক্সিকান বসা। মাথায় সমব্রেরো। উরুর সাথে বাঁধা হোলস্টারে রিভলবার। অন্যান্য টেবিলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরো ক'জন খাচ্ছে। খুব একটা গুরুত্ব দিলো না চান্স আর নিমেস, কারো দিকেই।

ড্রিঙ্কয়ের অর্ডার দিলো ওরা। গ্লাস ওদের হাতে পৌঁছতে পৌঁছতে কোণের চার মেক্সিকান উঠে দাঁড়ালো। তারপর বেরিয়ে গেলো ওরা সেলুন থেকে ব্যাটউইং ঠেলে।

বেশ আরাম করে চুমুক দিচ্ছে ওরা মদের গ্লাসে। গলা শুকিয়ে একেবারে মরুভূমির মতো তৃষিত হয়ে আছে। গ্লাসের পানীয় প্রায় শেষ করে এনেছে ওরা। বারে মৃদু গুঞ্জন। যে ক'জন আছে, সবাই কথা বলছে নিম্ন কণ্ঠে। হঠাৎ নিরবতা ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। ব্যাটউইং দু'টো দড়াম করে বাড়ি খেলো দু'দিকে। স্তব্ধ হয়ে গেছে সবাই। ঘাড় ফেরালো চান্স ও নিমেস প্রায় একই সঙ্গে। দরজার দিকে চোখ গেলো ওদের। তিনজন দাঁড়িয়ে দরজা জুড়ে। যে চারজন মেক্সিকান একটু আগেই বার থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো ওরা তাদেরই তিনজন। প্রত্যেকেরই হাতে রিভলবার, চেয়ে আছে চান্স, আর নিমেসের দিকে। পা দু'টো একটু ফাঁক করে বেপরোয়া ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ওরা। চোখ একদম নিষ্পলক।

চোখাচোখি হলো চান্স ও নিমেসের মধ্যে। লহমায় ঘটে গেলো কতগুলো ঘটনা। ঝাঁপিয়ে পড়েছে চান্স ও নিমেস দু'দিকে। সময়ের একটা হেরফের। গর্জে উঠলো ওদের তিনটা রিভলবার একই সাথে। মদের গ্লাস দু'টো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। চান্স ও নিমেস বিদ্যুৎ গতিতে পড়তে পড়তেই বের করে ফেলেছে রিভলবার, হোলস্টার থেকে। তিন মেক্সিকান দ্বিতীয়বার গুলি করবার সুযোগ করে নেয়ার পূর্বেই বজ্র ঝরতে থাকলো চান্স আর নিমেসের রিভলবার থেকে। বাঁ দিকের জনের ডান চোখ উধাও হয়ে গেলো। দেয়ালের গায়ে দড়াম করে ধাক্কা খেয়ে উপুড় হয়ে পড়লো মেঝেতে। মাথার পেছনে বড়ো সড়ো এক গর্ত। বাকি দু'জনের বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

ওদের দেহ মেঝেতে লুটিয়ে পড়তে না পড়তেই বাইরে শোনা গেলো ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। দ্রুত সরে যাচ্ছে ওটা সেলুনের কাছ থেকে। প্রায় উড়ে বেরিয়ে গেলো চান্স রক্তস্নাত মেঝের ওপর দিয়ে, বাইরে। দেখলো প্রায় গা পঞ্চাশেক দূরে চলে গেছে চতুর্থ মেক্সিকানটা। ছুটে গেলো ওর নিজের ঘোড়ার দিকে চান্স। একটানে বের করলো রাইফেলটা গ্রিপার থেকে

রাইফেলটা তুললো কাঁধে। সাইটে চোখ রাখলো। পলায়মান লোকটার পিঠ তাক করেছে ও। ওদিকে নিমেস এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে।

বললো, 'একটাই গুলি করবার সুযোগ পাবে। পারবে তো?

কোনো কথা বললো না চান্স। টিপে দিলো ট্রিগার। ঝাঁকি খেলো। লোকটা ঘোড়ার পিটের ওপর, ধীরে ধীরে কাত হয়ে পড়ে গেলো ঘোড়া থেকে, মাটিতে। ঘোড়া পালিয়ে গেলো একই গতিতে ওর প্রভুকে ফেলে। রাইফেল কক করে ছুট দিলো চান্স ও-দিকে। ছটফট করছে লোকটা। কাছে এসে রাইফেলের নল ঠেকালো চান্স ওর মুখে। লোকটার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। সোজা সোলার প্লেক্সাসে আঘাত হেনেছে চান্সের বুলেট। ভেতরটা ছিঁড়ে খুঁড়ে দিয়ে বুকের ডান পাশ দিয়ে বুলেট বেরিয়ে গেছে। বাঁচবে না ও। পেছনে নিমেসের ছুটন্ত পায়ের শব্দ। এদিকে লোকটার বিস্ফারিত দুই চোখ চেয়ে আছে চান্সের দিকে।

রাইফেলের নল দিয়ে ওর মুখটা একটু নেড়ে জিজ্ঞেস করলো চান্স, 'রোসাল্ডোর লোক তুমি?'

মাথা নাড়লো লোকটা কোনোরকমে সম্মতির ভঙ্গিতে। আসন্ন মৃত্যু ওকে কাবু করে ফেলেছে পুরোপুরি।

'কোথায় রোসাল্ডো?' জিজ্ঞেস করলো চান্স শীতল কণ্ঠে। নিমেসও এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে।

কোনো জবাব দিলো না লোকটা। শুধু চেয়ে আছে ওদের দিকে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল চেপে বসলো চান্সের, 'বলো কোথায়? একরোখা প্রশ্ন ওর।

ককিয়ে উঠলো লোকটা, 'ওই পশ্চিমের পাহাড়ের দিকে গেছে।' একটু বলেই দম নেবার প্রচন্ড আকুতিতে ঘড়ঘড় করে উঠলো ওর গলা।

'কত দূরে?' একই ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো চান্স।

দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা দমন করার চেষ্টা করছে লোকটা। চোখটা সাদা হয়ে গেলো হঠাৎ। টেনে টেনে বললো, 'অ...র্ধে....ক...দি....নে...র

পথ।' মাথাটা ডান দিকে হেলে পড়লো ওর।

এতোক্ষণে নিমেসের দিকে তাকালো চান্স। বললো, 'এখানেও রোসান্ডো লোক রেখে গিয়েছিলো। হারপারের লোকগুলোর ওপর ও আস্থা রাখতে পারেনি। আমাদের বাঁধা দেবার জন্যে এদের রেখেছিলো। আরো কোনো বাঁধা আছে কি না সামনে, কে জানে!'

কাঁধ ঝাঁকালো নিমেস, 'যাই হোক।ওর সন্ধান তো পাওয়া গেছে।'

চান্স বললো ওকে, 'যাও তোমার ওয়াগন আর আমার ঘোড়াটা নিয়ে এসো। সময় নেই। ছুট লাগাতে হবে এখন।'

চলে গেলো নিমেস সেলুনের দিকে। চান্স ওর রিভলবারে নতুন বুলেট ভরে নিলো। উইনচেস্টারটারও ব্যবহৃত খোল ফেলে দিয়ে বুলেট ঢোকালো।

নিমেস ওয়াগন আর ঘোড়াটা নিয়ে এলো। লাফ দিয়ে উঠলো চান্স ঘোড়ার ওপর। ছোটালো পশ্চিম দিকে। সবুজ পাহাড়ের শ্রেণী, চোখে মায়া ধরায়। আরো দ্রুত গতিতে ছুটলো চান্স। পেছন পেছন নিমেস।

তারও পেছনে রিও গ্রান্ডে রেখে এসেছে রক্তমাখা পদচিহ্ন এবং চারটে মৃতদেহ।

আট

অনেক ক'টা ঘন্টা চলার পর রাত এগিয়ে এলো গুটি গুটি পায়ে বিশাল এলাকার ওপর। জায়গাটার নাম মেসেতা সেন্ট্রাল। চারদিকে ঘুট-ঘুটে অন্ধকার। কেবল আকাশে ক'টা তারা আর চাঁদের অর্ধেকটা কিছু আলো বিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার প্রকৃতিকে। কিছু কিছু তারা চোখ পিট পিট করে যেন চান্স ও নিমেসের ওপর চোখ রাখছে। তবে চাপ চাপ অন্ধকারের মধ্যে তারাদের উপস্থিতি চান্স ও নিমেসের মনে অস্বস্তি বরং আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। চতুর্দিক নিরব নিস্তব্ধ। মেসেতা সেন্ট্রাল অর্ধেকটা মরুভূমির মতো। কেবল পাথুরে উঁচু-নিচু জমি আর চারদিকে ক্যাকটাসের ঝোপ।

ওরা দু'জন বুঝতে পারলো এরকম অন্ধকারের মধ্যে পর্যাপ্ত আলো ছাড়া চলতে গেলে বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না। কারণ কোনো কোনো পাথরের

ফাঁকে গর্ত থাকতে পারে। তাছাড়া এইসব এলাকায় বিষাক্ত র‍্যাটলস্নেক ও রপিয়নের কোনো অভাব নেই বলে জানা আছে নিমেসের। দীর্ঘপথ চলার ফলে ওদের গায়ে ব্যথা হয়ে গেছে। বোধশোধেও ঘাটতি পড়েছে যেন খানিকটা। তবে একটা উত্তেজনা ওদের এখনো খাড়া করে বসিয়ে রেখেছে ঘোড়ার ওপর ও ওয়াগনের ওপর। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, তবু বন্ধ হতে দিচ্ছে না কিছুতেই। কারণ একটা জিনিস স্পষ্ট বুঝতে পারছে, ওরা রোসাল্ডোর খুব কাছাকাছি এসে গেছে।

উত্তর পশ্চিম দিকের পাহাড়ে একটা কয়োট ডেকে উঠলো বিচিত্র স্বরে। রাতের গভীর নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেলো। ওদের ট্রেইল চলছে উত্তর-পশ্চিম দিকেই, পাহাড়ের পাদদেশের দিকে। এদিকে পথটা ক্রমশ ঢালু হয়ে পাহাড় শ্রেণীর পাদমূলে মিশে গেছে। তারপর পথটা গেছে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে। আরো কয়েকটা কয়োট ডেকে উঠলো। রাত ডাকা পাখী এ-গুলো, পশ্চিমের বিশেষ নিদর্শন। রাতের আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে কয়োটের ডাক। কোনো রকমে পাহাড় শ্রেণীর পাদমূলে পৌঁছে থামলো ওরা। অস্থায়ী শিবির গাড়লো একটা সুবিধেজনক জায়গা দেখে। কিন্তু দু'জনের মুখে কোনো কথা নেই। দু'জনই গভীরভাবে নিজেদের মধ্যে নিমগ্ন। যতোই ওরা রোসাল্ডোর কাছাকাছি এগিয়ে আসছে, ততোই নিজেদের মধ্যে বাক্য বিনিময় গেছে বন্ধ হয়ে। শুধু যে রোসাল্ডোও টাকার কথা ভাবছে তা নয়। বরং একে অপরের সম্পর্কেও ভাবছে অনেক বেশি।

রিওগ্রান্ড থেকে রওনা হবার পর ওদের দু'জনের মধ্যে আবারো অবিশ্বাস ও আস্থার অভাব দানা বেঁধে উঠেছে। কিন্তু তারপরও এগিয়ে চলেছে এক সাথে। জুটি ভাঙার কথা কেউ কাউকে বলতে পারছে না। ফলে দু'জনের মধ্যে স্বাভাবিক বাক্যালাপও বন্ধ হয়ে গেছে। চান্সের মধ্যে তো নিজের লুট করা টাকা ফিরে পাবার লোভ কাজ করে চলছে সমানে। এদিকে নিমেসের মনেও টাকার লোভ রীতিমতো আসন গেড়ে বসেছে। কেউ যেন এখন অপরকে আর টাকার ভাগ দেয়ার কথা ভাবতেই পারছে না। ওদের চোখের সামনে ভাসছে টাকার পাহাড়। আর এই টাকার মালিক হতে পারলে মদ, মেয়েলোক, দেদার স্ফূর্তি কোনোটারই অভাব থাকবে না,

ভাবছে নিমেস। চান্সের মনের ভাবনা অন্যরকম। ওর বাঁ চোখের গর্তটা দাপাচ্ছে সেই কখন থেকে। তীব্র এক প্রতিশোধে স্পৃহা কাজ করে চলেছে ওর ভেতর। দলের সবাই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ওর সঙ্গে। জেলে যাবার পরই সটকে পড়েছে সবাই যে যার মতো। এমনকি তার প্রেয়সী মারিয়া পর হয়ে গেছে একেবারে। চান্সের চোখে ঘুম নেই। কিন্তু নিমেস ঘুমিয়ে পড়েছে।

খুব সতর্ক চোখে ওকে পরীক্ষা করলো চান্স। নিশ্চিন্ত হলো, না, ঘুমোচ্ছে ও। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো চান্স। চুপচাপ পা বাড়ালো পাহাড়ের দিকে। বুকের ভেতর জ্বলছে দাউ দাউ করে প্রতিশোধের আগুন। হত্যার নেশা, টাকার নেশা, প্রতিশোধের নেশা ওকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে এতো দূর। সীমান্ত আর বেশি দূর নেই। রি-গ্রান্ডের লোকটার কথা সত্যি হলে, এই পাহাড়ের ও-পাশেই রোসাল্ডোর আস্তানা গড়বার কথা।

চাঁদের আবছা আলোয় কোনো রকমে পথ দেখে এগিয়ে চলছে চান্স। একটু পর পরই পিছু ফিরে দেখছে ও, নিমেস জেগে উঠেছে কি-না। না, এখনো ঘুমিয়ে আছে নিমেস। আসলে ধকল তো কম যায়নি। কিন্তু এখন নিমেসকে সঙ্গে নেবার কোনো দরকার নেই বা ইচ্ছে ছিলো না চান্সের। হঠাৎ সামনেই পাথরের ওপর সর সর শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ালো ও। ভালো করে দেখলো। এবার স্পষ্ট ঠাহর করতে পারছে। একটা মাঝারি আকারের অজগর চলে যাচ্ছে বুকে হেঁটে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওটার চলে যাওয়া দেখলো চান্স। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে ও। নইলে অজগরটা মারতে গিয়ে যে সাড়াশব্দ হতো, তাতে হাট বসে যেতো একেবারে।

পাহাড় বেয়ে মাঝামাঝি উঠতে অনেক ক'টা কণ্ঠের সম্মিলিত হাসির শব্দ পেলো যেন ও। কান খাড়া করে শুনছে চান্স। শব্দটা পাহাড়ের ওপার থেকেই আসছে নিশ্চিত। প্রায় চূড়োর কাছে পৌঁছে গেছে। চারদিকে তাকালো একবার সাবধানে। পাহাড়ের শ্রেণী ক্রমশ উঁচু হয়ে দক্ষিণের দিকে এগিয়ে গেছে। এলাকাটার প্রাকৃতিক পরিবেশ কেবল মেক্সিকোর কথা মনে করিয়ে দেয়। একমাত্র এই সব এলাকাতেই দেখা যায় প্রকৃতির বিচিত্র রূপ। কখনো মরুভূমি, কখনো মরুদ্যান। কখনো একেবারে পাথুরে সমতল

ভূমি, আবার কখনো সার সার পাহাড়। সবুজ গাছ-গাছালি এবং পাথরে মোড়া পাহাড়গুলো। এ-সব এলাকায় পথে পথে মৃত্যু ওঁৎ পেতে থাকে। কখনো একেবারেই চুপিসারে নেমে অমোঘ নিয়তি ঘাড়ের ওপর। পাহাড়ের ওপারেও তেমনি কিছু ওঁৎ পেতে আছে, তাতে সন্দেহ নেই চান্সের।

উত্তরের ঢালের দিকে এগুতে লাগলো চান্স। এবার হাসির শব্দ আরো স্পষ্ট হয়ে আসছে ক্রমশ। নারী-পুরুষের সম্মিলিত কণ্ঠ। ওদের কণ্ঠ শুনেই বোঝা যায়, মাতাল হয়ে আছে সবাই। চান্স নিশ্চিত, এটা রোসান্ডোর দল না হয়েই যায় না। হৃদপিন্ড লাফাতে শুরু করেছে প্রবল উত্তেজনায় ওর। রক্ত চলাচলও দ্রুত উষ্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু একটা কথা ভেবে অবাক হচ্ছে চান্স, কোনো গার্ড নেই কেন? এরকম জায়গায় গার্ড না রাখার তো কোনো কারণ নেই। রোসান্ডো নিয়েগো নিজের শক্তির ওপর এতোটা নিশ্চিন্ত হয় কি করে! নাকি লুকিয়ে আছে গার্ড কোথাও। দাঁড়িয়ে গাল চুলকাতে চুলকাতে ভাবছে চান্স। লুকিয়ে থাকলে, কোথায় থাকতে পারে। এখন ঠিক কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না ও। আরো খনিকটা এগুলো, কিছুটা অনিশ্চিত ভঙিতে। একটু এগুতেই এবার চোখে পড়লো খানিকটা দূরে পাহাড়ের পাদদেশে অগ্নিকুণ্ড। কুণ্ডটাকে ঘিরে চড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেকগুলো মানুষ। এতো উপর থেকে খুব ছোট ছোট দেখাচ্ছে ওদের।

সতর্ক হাতে রিভলবারটা নিলো। একটু উবু হয়ে সাবধানে এগিয়ে চললো ও। পাহাড়ের এই জায়গাটা হঠাৎ ঢালু হয়ে আবার উঠে গিয়ে মিশেছে চূড়োর সঙ্গে। এমন জায়গায় তো গার্ড থাকার কথা। কিন্তু গার্ড না থাকায় দেখে রীতিমতো চিন্তায় পড়ে গেলো চান্স। চূড়োর এ-পাশে পৌঁছে শুয়ে পড়লো ও লম্বা হয়ে। হাতে রিভলবার। ধীরে ধীরে মাথা তুলে তাকালো ডাকাত দলের ক্যাম্পের দিকে। মাথা তুলেই জমে গেছে ও। দু'টো রিভলবারের নল এসে ঠেকেছে ওর মাথার দু'দিকে। এরাও ঠিক ওরই মতো ছিলো চূড়োর ওপাশে, নিঃশব্দে,নিঃসাড়ে। পরনে ওদের কালো পোষাক। তাই অন্ধকারের মধ্যে চান্স ঠাহর করতে পারেনি মোটেও। এতো সাবধানে এসেও তীরে এসে তরী ডুবলো ওর।

'শুভরাত্রি, দোস্ত, 'বললো ওদের একজন। অন্ধকারে ওর সাদা দাঁতগুলো দেখা গেলো। কেলিয়ে হাসছে ও। বেশ মজা পাচ্ছে যেন।

অন্যজন ওর হাত থেকে রিভলবারটা ছিনিয়ে নিলো। দ্বিতীয় লোকটা ছোট খাট। ভুঁড়ি বেল্ট ঠেলে বেরিয়ে আছে। গায়ে দু'জনেরই বিচ্ছিরি গন্ধ। দু'জনেরই মুখ দাড়ি-গোফে ঢাকা।

প্রথম জন নির্দেশ দিলো, 'উঠে দাঁড়াও।' এ-লোকটা বেশ লম্বা। 'হাত দু'টো মাথার ওপর তুলে রাখো।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো চান্স। হাত মাথার ওপর। ভুঁড়িওয়ালা লোকটা ওর বেল্ট থেকে ঝোলানো ছোরাটা তুলে নিলো। চোখের সামনে ধরলো ওটা। অন্ধকারেও ছোরাটার ব্লেডের ঔজ্জ্বল্য পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে।

প্রথমজন নির্দেশ দিলো ওকে, 'ভালো করে চেক করো ব্যাটাকে।

পাহাড়ের ঢালের নিচ থেকে আওয়াজ এলো, 'কি হয়েছে জ্যাক?'

প্রথমজন সাড়া দিলো, 'চান্সকে পাওয়া গেছে। রোসাল্ডোকে খবর দাও।' দীর্ঘকায় লোকটারই নাম জ্যাক। ভুঁড়িওয়ালা চান্সের পেছনে গেলো। পেছনে বেল্টের সাথে ঝুলছিলো ওর নিজস্ব ছোরাটা। ওটাও ছিনিয়ে নিলো ভুঁড়িওয়ালা।

রিভলবারের আগা দিয়ে ইশারা করলো জ্যাক, চান্সকে নিচে নামতে, ঢাল বেয়ে। অন্যজন চান্সেরই ছুরি দিয়ে ওর পেছন খোঁচা দিয়ে আগে বাড়ার নির্দেশ দিলো। ধীরে ধীরে হাত নামালো চান্স। দু'জনের কেউই কিছু আপত্তি করলো না এতে। হাঁটা শুরু করলো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে।

পাহাড়ের পাদদেশ থেকে একটু দূরেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে রোসাল্ডোর শিবিরের তাঁবুগুলো। তিনটে আগুনের কুন্ড জ্বালানো হয়েছে একটু দূরে দূরে গোল করে। তার চার পাশে আবার তিনটে ফ্যাটবেড ওয়াগন। অন্য ওয়াগনগুলোর কয়েকটার পাশে লন্ঠন জ্বলছে। কিন্তু আঁধারের চাপ সরানো মুশকিল হয়ে পড়েছে ওই লন্ঠনগুলো ও আগুনের কুণ্ডের পক্ষে। অগ্নিকুন্ড ঘিরে চারপাশে কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে প্রায় জন-পঞ্চাশেক লোক। এদের বেশির ভাগই পুরুষ। রোসাল্ডোর অনুগত সবাই এরা। মারিয়া ঠিকই বলেছিলো। রোসাল্ডোর লোকবল নেহায়েত কম নয়, ভাবছে চান্স।

কয়েকজন মাত্র জেগেছিলো। ওদের দায়িত্ব শিবির পাহারা দেয়া। ওরা গিয়ে এলো জ্যাক, তার সঙ্গী ও চান্সের দিকে। ওদের প্রত্যেকের হাতে পল্লার রিপিটার। সম্ভবতঃ ইউ,এস, আর্মির চালান থেকে ছিনতাই করা গুলো।

একজনের কাছ থেকে খবর পেয়ে রোসাল্ডো তার মাথা বের করলো ী সরিয়ে একটা ওয়াগন থেকে। তার চোখে মুখে বন্যভাব ফুটে উঠেছে। দের দেখেই লাফ দিয়ে নামলো রোসাল্ডো ওয়াগন থেকে। ওর পরনে ধু একটা প্যান্ট ও পায়ে বুট। উর্ধাঙ্গে কোনো কাপড় চোপড় নেই। ওর ীরের পেশীগুলো কিলবিল করে উঠছে একটু নড়াচড়ায়। চান্সের সামনে ড়িয়ে ও, মুখোমুখি।

চান্সের আপাদমস্তক পরীক্ষা করছে রোসাল্ডো। ওর পেছন পেছন াগন থেকে বেরিয়ে এসেছে মারিয়া, ব্লাউজের বোতাম লাগাতে লাগাতে। ম হাতে স্কার্টটা একটু উঁচু করে তুলে ধরে আছে ও। চান্সকে দেখেই ওর খ থেকে ঘুম ঘুম ভাব উবে গেছে একেবারে। মুখে ভর করেছে তশোধের আগুন। রোসাল্ডোর মুখে হায়েনার হাসি ফুটে উঠলো। সাল্ডো,মারিয়া, দু'জনেই চেয়ে আছে চান্সের দিকে এক দৃষ্টিতে।

শিবিরের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে ওরা। কারো মুখে কোনো া নেই। আরো ক'জনের ঘুম ভেঙে গেছে। চোখ ডলতে ডলতে উঠে া ওরা, ঘিরে দাঁড়ালো রোসাল্ডো, মারিয়া ও চান্সকে। প্রত্যেকেই কে চিনতে পেরেছে। কারণ ওর সম্পর্কে বর্ণনা শুনতে শুনতে ওদের মনে থ গেছে চান্সের পুরো চেহারা। ওরা দেখলো রোসাল্ডোর চেহারায় স্পষ্ট ও ক্রোধ। কিন্তু অবাক হলো চান্সের মুখভাব দেখে। ধরা পড়ে একটুও ড়ে যায়নি ও। বরং ওর চেহারায়ও ভর করে আছে রোসাল্ডোর মতোই ক্রোধ এবং সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে প্রতিশোধের স্পৃহা।

দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে চান্স। ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে আছে াল্ডো ও মারিয়ার দিকে। ওদের দৃষ্টি বুঝতে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না

ওর। এখন যা কিছুই ঘটুক না কেন, তার জন্য তা মোটেও আনন্দদায়ক হবে না। মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছে ওর। ভুল একটা করে ফেলেছে এভাবে এসে। এখন সেই ভুলের মাশুল দিতে হবে কড়ায়-গন্ডায়। ভয় করছে না ওর কোনোটাতেই। শুধু একটাই আফসোস, প্রতিশোধ নেয়া হলো না।

রোসান্ডো মাথা নাড়ছে ধীরে ধীরে, একটু চিন্তিত যেন ও। ওর চোখ মারিয়ার ওপর পড়লো, তারপর চান্স এবং চারদিকে দাঁড়ানো লোকজনের ওপর দিয়ে দৃষ্টি ঘুরে এলো।

'তাহলে, মারিয়া,এই সেই কানা,' বললো রোসান্ডো। 'বড়ো ঝামেলা করছে ব্যাটা তাই না?' ধীর কণ্ঠে দলের অন্যদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতার ঢঙে বলা শুরু করলো ও, 'বন্ধুগণ, এই লোকটা খুব খারাপ। ও আমার প্রেমিকাকে ধর্ষণ করেছে,' মারিয়ার কোমর জড়িয়ে ধরলো ওর বাঁ হাত। 'শুধু তাই নয়, আমাদের বেশ ক'জনকে খুন করেছে।' থুথু ফেললো রোসান্ডো মাটিতে, যেন প্রবল বিতৃষ্ণায়।

ক্ষণিকের নিরবতা। রোসান্ডো মারিয়াকে ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে চান্সের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। মারিয়া এখন চান্সের মুখোমুখি। রোসান্ডো দেখলো,মারিয়ার চেহারায় স্পষ্ট ঘৃণা ফুটে আছে। জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছে ও চান্সের দিকে। রোসান্ডোর নিজের ভেতরেও প্রচন্ড প্রতিশোধ স্পৃহা গড়ে উঠেছে। চান্সও তাকালো ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা সব লোকগুলোর দিকে। সবার চোখেমুখেও রোসান্ডো আর মারিয়ার ভাবেরই প্রতিফলন দেখলো। রোসান্ডো আবার ঘুরে এলো চান্সের সামনে। হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেলো ওর শরীরে। রোসান্ডোর ডান হাতের মুঠো সজোরে আঘাত হানলো চান্সের বাম চোয়ালে। পেছন দিকে এলিয়ে পড়ে যাচ্ছিলো চান্স।কয়েক পা পিছিয়ে কোনোরকম তাল সামলে নিলো। তবে মাথা থেকে হ্যাটটা উড়ে গিয়ে পড়েছে কয়েক হাত দূরে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চান্স, যেন কিছু হয়নি। কিন্তু ওর চোয়াল কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। রোসান্ডোর কাছ থেকে এতো দ্রুত আঘাত আসবে ভাবতে পারেনি ও। তবে এখন ওর চোখে ফু

উঠেছে চ্যালেঞ্জ। মুখটা হয়ে উঠেছে আরো কঠিন। একই ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে ও রোসান্ডোর দিকে।

চারদিক থেকে কয়েকজন ছুটে আসতে লাগলো চান্সের দিকে। কিন্তু রোসান্ডোর কথায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ওরা।

চিৎকার করে উঠলো ও, 'থামো! এটা তোমাদের মাথা ব্যথা না। যা করবার আমিই করছি।' সবাই আবার পায়ে পায়ে পিছিয়ে নিজেদের জায়গায় দাঁড়ালো। কারো মুখে কথা নেই।

রোসান্ডো আরেকটু এগিয়ে প্রায় চান্সের গায়ের ওপর এসে দাঁড়ালো। তে কিড়মিড় করে বলে উঠলো ও, 'ক্ষমা চাও। নইলে পিটিয়ে লাশ নিয়ে ফেলবো।' সামনের দিকে একটু বাঁকা হয়ে দাঁড়ালো। হাত দু'টো যোদ্ধাদের মতো করে পজিশন নিয়েছে ও। দীর্ঘদেহী চান্সের সামনে ক বেঁটেই দেখাচ্ছে। তবে ওর শরীরের গঠন যে-কোন লোকেরই ণীয়।

এতোক্ষণে কথা বললো মারিয়া, 'না, রোসান্ডো, না। এভাবে হবেনা। ক আমার পা চাটতে বলো কুকুরের মতো। নইলে কোনো ক্ষমা নেই।' মুখ লাল টকটকে হয়ে গেছে অন্ধক্রোধে। এদিকে অন্য সবার মধ্যেও ন শুরু হয়ে গেছে।

'গলা কেটে ফ্যালো, হারামজাদার।'

'ফার্নান্দোকে খুন করেছে ও।'

'কুত্তাটাকে চাবুক মারো।

'বাকি চোখটাও তুলে ফেলো ওর।'

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

রোসান্ডো হাতের ঈশারা করতে থেমে গেলো সবাই। কিন্তু প্রবল য় ওদের বোধশক্তি লোপ পেয়েছে। এদিকে রোসান্ডো একাই লড়ে কে শায়েস্তা করতে চায়। চান্সও প্রস্তুত।

ওদের দু'জনের মাঝে দূরত্ব তিন ফুট মাত্র। এখন একটা সার্কেল করে ছে ওরা। দু'জনেরই চোখ দু'জনের দিকে। অন্য কোনোদিকে নজর নেই

ওদের। তবে সতর্ক দু'জনেই। রোসাল্ডোর ডান কাঁধটা উঁচু হলো একটু। চান্স এবার আর সুযোগ দিলো না। বিদ্যুৎ বেগে পরপর দু'টো আঘাত হানলো রোসাল্ডোর মুখে। একটা ঘুষি থ্যাচ করে বসিয়ে দিলো নাকে।

কুল কুল করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে নাক থেকে। ঘুষি দু'টো বসিয়েই লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেছে চান্স। তেড়ে এলো রোসাল্ডো বুনো মোষের মতো। দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে উঠেছে ও। কিন্তু এবারও চান্সের বিদ্যুৎ গতির কাছে হার মানতে হলো ওকে। বাঁ হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারলো ও সজোরে রোসাল্ডোর তলপেটে। একটু বাঁকা হয়ে গেলো রোসাল্ডো সামনের দিকে। ঠিকএকই সঙ্গে চান্সের বাঁ হাতের আপার কাট পড়লো চিবুকে। ছিটকে গিয়ে ওদের ঘিরে থাকা অনুচরদের দেয়ালের ওপর আছড়ে পড়লো রোসাল্ডো। কয়েকজন মিলে ধরে ফেললো ওকে মাটিতে পড়ে যাবার আগেই। এদিকে চান্স কিছুই হয়নি এরকম ভাব করে দাঁড়িয়ে আছে সোজা হয়ে। ওর চোখে কৌতুক ও নিষ্ঠুরতা খেলা করছে একই সঙ্গে। মুখ আগের মতোই কঠিন। তবে ঠোঁটের কোণে বিজয়ের হাসি।

সবাই হতভম্ব হয়ে গেছে চান্সের হাতে রোসাল্ডোকে মার খেতে দেখে। এরকম ঘটনা ওদের সামনে আর কোনোদিন ঘটেনি, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে মারিয়া। একজনের হোলস্টার থেকে রিভলবার তুলে নিলো এক ঝটকায়। দু'হাতে বাটটা ধরে চান্সের দিকে লক্ষ্য স্থির করছে। হাতটা কাঁপছে থরথর করে।

'থামো!' চিৎকার করে উঠলো রোসাল্ডো। নিজেকে সামলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে ও আবার। তেড়ে এলো চান্সের দিকে ষাঁড়ের মতো। চান্স চুপচাপ দাঁড়িয়ে, রোসাল্ডো প্রায় ওর গায়ের ওপর এসে পড়েছে। ঠিক এমন সময় ত্বরিত পদক্ষেপে এক পাশে সরে দাঁড়ালো চান্স, রোসাল্ডো ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো। একই সঙ্গে চান্স দু'হাত একত্র করে সজোরে মারলো রোসাল্ডোর পিঠে। ধড়াশ করে মুখ থুবড়ে পড়লো রোসাল্ডো ধূলোর মধ্যে মুখ গুঁজড়ে। চান্সের আঘাত বেশ শব্দ তুলেছে, মনে হচ্ছে যেন রোসাল্ডোর পিঠের হাড়ে দু'একটা চিড় না ধরেই যায় না। ক্ষিপ্র পদক্ষেপে চান্স ছুটে

এলো ওর পাশে। কলার ধরে দাঁড় করালো সামনা-সামনি। তারপর আবার ঘুষি হাঁকালো ওর চোখের ওপর। ডান চোখের চার পাশটা ফুলে উঠলো রোসাল্ডোর। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পড়ে গেলো রোসাল্ডো আবার। দু'হাতের ওপর ভর করে আবার ওঠার চেষ্টা করতেই চান্সের সাইড কিক ধরাশায়ী করলো ওকে।

পিছিয়ে এলো চান্স। রোসাল্ডোর দলের কেউ নড়ছে না। কারণ ও নিষেধ করেছে। সবার হাত নিশপিশ করছে চান্সকে শিক্ষা দেয়ার জন্য। কিন্তু একা কারো এগোবার সাহস নেই। মারিয়া রাগে কাঁপছে থর থর করে। রোসাল্ডোর দুর্দশা ওকে আরো ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। কিন্তু উপায় নেই কিছু।

কোনো রকমে মাথা তুলে চিৎকার করে উঠলো রোসাল্ডো, ধরো ওকে।'

ব্যস এটুকুই যথেষ্ট। সবাই ছুটে এলো চান্সের দিকে বন্যার বেগে। কার আগে কে আসবে, এই নিয়ে হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো ওদের মধ্যে।

একজন পেছন থেকে লাথি ঝাড়লো লাফিয়ে চান্সের পিঠের ওপর। ও-ই সবার আগে পৌঁছেছে চান্সের কাছে। লাথির চোটে কয়েক পা সামনে এগিয়ে গেলো চান্স। ঠিক সামনেই পৌঁছে গেছে দু'তিনজন। একজনের রাইট জ্যাব হজম করতে না করতেই আরেকজনের হাতুড়ির মতো আঘাত করলো ওর কপালের ডান পাশে, ভালো চোখটার ওপর। চান্সের মাথা ঘুরে উঠলো, এবার আর তাল সামলাতে পারলো না ও। পড়ে গেলো মাটিতে কাটা কলা গাছের মতো। লাথি, কিলের বৃষ্টি শুরু হলো ওর ওপর। কিন্তু সবাই এক সাথে মারতে চাওয়ায় কারো আঘাতই কায়দা মতো পড়ছে না। দু'হাত দিয়ে মাথার পেছনটা ঢেকে বুটের লাথি থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে ও। একবার হঠাৎ দু'হাতের ওপর ভর দিয়ে ঝেড়েঝুড়ে উঠে বসবার চেষ্টা করলো চান্স। একটু ওঠেই সামনে দেখলো একজনের পেট। দড়াম করে মারলো ওই পেটের ওপর গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে। আর্তনাদ করে উঠলো

লোকটা, ওর চোখের সামনে থেকে সরে গেলো ছিটকে, ঠিক একই সময় একটা লাথি পড়লো চান্সের মাথায়। আবার শুইয়ে দিলো ওকে লাথিটা। উপুড় হয়ে পড়ে আছে চান্স, যে যেমন ভাবে পারে মেরে চলেছে ওকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ওর মাথা, মুখ, দু'হাত রক্তাক্ত হয়ে উঠলো।

রোসাল্ডো উঠে দাঁড়ালো টলতে টলতে। ধীরে ধীরে সামলে উঠেছে ও, দেখলো চান্সের ওপর দুমড়ি খেয়ে পড়া ওর লোকজনদের। ছুটে গেলো ওদিকে। এখনই না থামালে জীবিত পাওয়া যাবে না চান্সকে।

'সরো, সরো সবাই।' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আদেশ দিলো ও। ঝটকা মেরে সরাতে শুরু করলো ও সবাইকে। সবাই সরে গেলো। চান্স পড়ে আছে উপুড় হয়ে। জ্ঞান আছে কি নেই বোঝা যায় না। ওর কলার ধরে টেনে তুললো রোসাল্ডো। না জ্ঞান হারায়নি, চোখ পিটপিট করছে। অবাক হয়ে গেলো রোসাল্ডো, এতো শক্ত জান! হাঁটু দিয়ে মারলো চান্সের তলপেটে, হুঁক করে উঠলো ও। কলার ছেড়ে দিতে আবার পড়ে গেলো মাটিতে। চান্সের হাত-পা বাঁধার নির্দেশ দিলো রোসাল্ডো এবার ওর লোকদের। তারপর সরে এলো মারিয়ার কাছে।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে ফেলার যোগাড় করেছে মারিয়া। মুখ থমথমে। এদিকে রোসাল্ডোর চোখটা ফুলে বিকৃত হয়ে গেছে।

চান্সের মুখের সব ক'টা ক্ষত থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। চেহারা চেনার কোনো জো নেই। হাত-পা বেঁধে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দেয়া হলো ওকে রোসাল্ডোর সামনে। বিলম্ব না করে ঝাঁপিয়ে পড়লো রোসাল্ডো ওর ওপর। অন্ধক্রোধে দিশেহারা হয়ে উঠেছে। নির্দয়ভাবে মেরে চলেছে ওর রক্তাক্ত মুখে, বুকে। চান্স শুধু মাথা ঝুঁকিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে কোনো রকমে বাঁচাবার চেষ্টা করছে নিজেকে। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে যেটুকু বাকি ছিলো সেটাও সম্পূর্ণ হলো। লুটিয়ে পড়লো চান্স মাটিতে তৃতীয় বারের মতো।

রোসাল্ডো পিছিয়ে এলো। এখন ভালো করে দেখছে ও চান্সকে। প্রায় নিথর হয়ে পড়ে আছে চান্স। রোসাল্ডোর নিজের বুকটা হাঁপরের মতো

ঠানামা করছে।দু'জন দুই কাঁধ ধরে উঠিয়ে বসালো চান্সকে। না এখনো জ্ঞান হারায়নি ও। রোসাল্ডো চান্সের শার্টের কলার ধরে টেনে হিঁচড়ে এনে ফেলে দেলো ওকে মারিয়ার পায়ের কাছে। হাঁটুর ওপর ভর করে উঠে বসলো চান্স কোনো রকমে। মারিয়ার মুখ দেখতে পাচ্ছে না ও। ওর দৃষ্টি পৌঁছুচ্ছে মারিয়ার কোমর পর্যন্ত। চান্সের পেছন দিকে সজোরে লাথি মারলো একটা রোসাল্ডো। কেঁপে উঠলো ওর দেহ। কিন্তু পড়ে গেলো না।

চান্সের মাথায় এক গোছা চুল আঁকড়ে ধরলো রোসাল্ডো। পেছন দিকে টেনে ধরলো জোরে। এবার ওপরের দিকে মুখ তুলে তাকাতে বাধ্য হলো চান্স। মারিয়া তাকিয়ে আছে ওর দিকে, সম্রাজ্ঞীর মতো। বিজয়িনীর হাসি ওর মুখে। রোসাল্ডোর মুখে ফুটে উঠেছে হায়েনার হাসি। চান্সের মাথা ঝাঁকালো কয়েকবার সজোরে। প্রচন্ড ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে চান্সের সারা দেহে। নির্দেশ দিলো রোসাল্ডো, 'ক্ষমা চাও, মারিয়ার কাছে।' তারপর মারিয়ার দিকে তাকালো, 'কি করতে বলো ওকে মারিয়া?'

'প্রথমে,' নরম কণ্ঠে বললো মারিয়া। 'ওই কুত্তাটাকে বলো, আমার পা চেটে পরিষ্কার করতে।'

হেসে উঠলো রোসাল্ডো, সঙ্গে সঙ্গে অন্য সবাই 'যা বলছে করো,' বলে চান্সের মাথাটা চেপে মারিয়ার পায়ের কাছে ঝুঁকিয়ে আনতে বাধ্য করে রোসাল্ডো। সরে এলো চান্সের কাছ থেকে। ও-ও দেখতে চায় চান্সের দুর্দশা ভালো করে। এর মতো মজা আর কিছুতে নেই।

কয়েক সেকেন্ড, চুপচাপ সবাই, দেখছে চান্সকে। চান্স প্রায় ঝুঁকে আছে মারিয়ার পায়ের কাছে। বুক ভরে শ্বাস নিলো ও। গোটা শরীরে কনকনে ব্যথা। মুখের অবস্থাটা কি রকম কে জানে। তবে এতো ঝড়ের মধ্যেও ওর বাঁ চোখের পট্টিটা খুলে যায়নি। মাথাটা ধীরে ধীরে ঝাঁকিয়ে বোধশক্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে ও। প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলার যোগাড় হয়েছিলো ওর।

ভেতর থেকে পুরো শক্তি টেনে এনে নিজেকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে চান্স। প্রচন্ড মারে কাহিল হয়ে পড়লেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে ও পুরো

সচেতন। রোসাল্ডোর নির্দেশ শুনেছে ও। কিন্তু সারা জীবন যে আত্মসম্মান বোধ নিয়ে জীবন যাপন করছে চান্স, তার কোনো অবমাননা ঘটতে দেবার ইচ্ছে নেই ওর। এমনিতেই বাঁচার কোনো উপায় নেই স্পষ্ট বুঝতে পারছে। সুতরাং একেবারে শেষ প্রান্তে এসে ভেঙে পড়ার কোনো যুক্তি-সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।

দুই কোমরে হাত রেখে তাকিয়ে মারিয়া একেবারে বিধ্বস্ত চান্সের দিকে। ও অপেক্ষা করছে, চান্সের মুখ কখন নেমে আসবে ওর পায়ের ওপর, এটা দেখার জন্যে। ওর চোখে মুখে স্পষ্ট খুশির ছাপ। মুখটা নড়ছে চান্সের। থক করে এক গাদা রক্ত মিশ্রিত থুথু ফেললো ও মারিয়ার নতুন ফর্সা পায়ের ওপর।

'ছি, ছি, ছি!' লাফিয়ে উঠলো মারিয়া এই কাণ্ড দেখে। ঘেন্নায় ওর মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে। ঝট করে চান্সের শার্টের কলারটা চেপে ধরলো রোসাল্ডো ডান হাতে। বাম হাতে তুললো চান্সের মুখের ওপর মারার জন্যে।

'না,' চিৎকার করে উঠলো মারিয়া। 'আমাকে একটা ছুরি দাও তারপর দেখাচ্ছি আমি কুত্তাটাকে কিভাবে শায়েস্তা করতে হয়।' মুখ থেকে ঘাম মুছে ফেললো মারিয়া। পায়ের থুথু মুছলো চান্সের প্যান্টে। ওর মুখে আবার শয়তানি হাসি ফিরে এসেছে। রোসাল্ডো চান্সের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া ছুরিটাই তুলে দিলো মারিয়ার হাতে।

'শক্ত করে ধরো ওকে,' নির্দেশ দিলো মারিয়া। চারজন এগিয়ে এলো। চেপে ধরলো চান্সের দু'পা এবং দু'হাত। মারিয়া চান্সের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো। তার পাশেই রোসাল্ডো। ওর মুখে কৌতুকের হাসি। বুঝতে পেরেছে ও, দারুণ মজার একটা জিনিস ঘটাতে যাচ্ছে মারিয়া। অন্যরাও সবাই চারদিক থেকে এগিয়ে এলো আরো কাছে, কি হচ্ছে দেখার জন্যে।

ঠোঁটটা চাটলো রোসাল্ডো জিভ দিয়ে। বললো চান্সকে, 'দোস্ত ঘাবড়ে যেও না। এই কিছুক্ষণ পর আর তুমি পুরুষ মানুষ থাকবে না। ব্যথা লাগবে

। একটু, মনটা শক্ত করে নাও' অদ্ভুত নরম কণ্ঠে কথাগুলো বললো ও।
এবার চান্সের চোখে মুখে ফুটে উঠলো স্পষ্ট ভীতির ছাপ। প্রাণপণে
করলো, ধরে থাকা হাতগুলো থেকে ছাড়া পাবার। কিন্তু ব্যর্থ হলো।
লোহার মতো হাতগুলো চেপে ধরে আছে ওকে। মারিয়া নিজেই
র প্যান্টের বেল্ট খুলে ফেললো। হিস্‌হিস্‌ করে বলে উঠলো, 'আমার
র দেহটার কথা মনে করো, কানা!' বলেই প্যান্টটা খুলে একটানে
য়ে দিলো নিচে। ছুরিটা এগিয়ে আনলো চান্সের পৌরুষের দিকে।
য়ার চোখে মুখে স্পষ্ট ঘৃণা ও প্রতিশোধ।

বাঁ হাতে চান্সের ওটা চেপে ধরলো মারিয়া। ডান হাতে ধরা ছুরিটা
য়ে নিলো জবাই করার ভঙ্গিতে। ঠিক এমন সময় আকাশ ভেঙে পড়লো
। ফড়-ফড় করে কাপড় ফাড়ার মতো শব্দ করে গুলি বর্ষিত হচ্ছে।
া ওয়াগনের কাঠ টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। গুলির আঘাত ধূলোর
সৃষ্টি হয়েছে চারদিকে। হতভম্ব হয়ে গেছে সবাই এই আচমকা
াতে। চারদিকে ঘোড়া, মানুষের ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেছে। সব ক'টা
গন ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলো মেশিনগানের পয়েন্ট ফাইভ জিরো
লিভারের গুলির আঘাতে। ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে সবার মধ্যে। আকাশটা
ঙ পড়েছে যেন ওদের মাথার ওপর। এখন পর্যন্ত অবশ্য একজন মানুষের
াও গুলি লাগেনি। শুধু ক্যাম্পের জিনিসপত্র ধ্বংস করে যাচ্ছে বুলেটের
। কেউ কেউ সটান শুয়ে পড়েছে মাটির ওপর। মাটিতে মাথা ঢুকিয়ে
র চেষ্টা করছে প্রাণে বাঁচার জন্যে। পূর্ব দিকের পাহাড়ের ওপর থেকে
ছে এই বুলেট বৃষ্টি। খেয়াল করলো সবাই। অনেকগুলো পাথর আছে
াড়ের চূড়োয়। ও-গুলোর আড়ালেই বসে আছে মেশিনগানধারী।

থেমে গেলো মেশিনগান। স্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'কেউ একটুও
ব না, দু'টুকরো করে ফেলবো।' চান্সের হৃদপিন্ড লাফিয়ে উঠলো
ন্দে, নিমেসের কণ্ঠস্বর ওটা।

'কে তুমি,' অন্ধকার পাহাড়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো রোসান্তো।

'চান্সের ব্লন্ড সঙ্গী,' তেতো গলায় বললো মারিয়া। মনটা ওর হতাশায় ভরে গেছে। ছেড়ে দিয়েছে ও চান্সের ওটা। চান্সকে ধরে থাকা লোকগুলোও সরে পড়েছে যার যে দিকে খুশি। মারিয়া যোগ করলো, 'ওর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম!'

'সবাই চান্সের কাছ থেকে সরে যাও ধীরে ধীরে, কোনো চালাকী নয়, নির্দেশ দিলো নিমেস।

সরে গেলো সবাই, মারিয়াও,' চান্সের কয়েক গজ দূরে। নিমেস ডাকলো, 'চান্স! চান্স, শুনতে পাচ্ছো!'

নড়ে উঠলো চান্স, ক্যাম্পে অন্ধকার আরেকটু জায়গা করে নিয়েছে কারণ নিমেসের গুলিতে ভেঙে গেছে বেশ ক'টা লণ্ঠন। অনেক কষ্টে চান্স উঠে দাঁড়ালো। ব্যথার চোটে ওর চোখে পানি চলে এসেছে। মাথার ভেতরটা কেউ ড্রাম পেটাচ্ছে যেন।

আবার নিমেসের নির্দেশ, 'চান্সের হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দাও কিন্তু সাবধান...'

রোসাল্ডোর দলের একজন এগিয়ে এসে কেটে দিলো চান্সের হাত পায়ের বাঁধন।

'চান্স,' ডাকলো নিমেস। 'তোমার অস্ত্র-শস্ত্র খুঁজে নাও আর চারটা ঘোড়া একত্র করো। রোসাল্ডো, মারিয়া, তোমরা দু'হাত মাথার পেছনে নিয়ে সরে এসো তোমাদের লোকজনদের কাছ থেকে।'

প্রথমে ক্যান্টিনটা খুঁজে পেলো চান্স। ছিপিটা খুলে গলায় পানি ঢাললো। কুলি করে ফেলে দিলো পানি রোসাল্ডো, মারিয়ার পায়ের কাছে। নিমেসের নির্দেশ মতো মাথার পেছনে হাত নিয়ে এগিয়ে এসেছে চান্সের কাছাকাছি। দাবার দান উল্টে যাওয়া সত্ত্বেও ওদের মুখ চোখ থেকে বিজাতীয় উল্লাস মুছে যায়নি একেবারে। দু'জনেই চেয়ে আছে চান্সের বিধ্বস্ত চেহারার দিকে। কোমরের বেল্টটা বাঁধছে এখন ও। একটু নড়াচড়াতেই ওর রক্তাক্ত মুখে ফুটে উঠেছে স্পষ্ট ব্যথার ছাপ। টলছে চান্স

এখনো। ক্যান্টিনের পানি দিয়ে মুখটা ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। দাঁতগুলো পরিষ্কার করলো ও। না, পড়ে যায়নি একটাও। তবে সবগুলো দাঁত-ই নড়বড়ে হয়ে গেছে। মুখ-হাত ধোঁবার পর রিভলবার, রাইফেল এ-গুলো খুঁজে নিলো ও। রিভলবারটা পরীক্ষা করলো, চেম্বারে গুলি ভর্তি আছে। এগিয়ে গেলো ঘোড়া সংগ্রহ করতে।

'এবার, তোমরা,' রোসাল্ডোর অনুচরদের উদ্দেশে বললো নিমেস। 'প্রত্যেকের কাপড়-চোপড় খুলে ফেলো।' সবার মধ্যে মৃদু গুঞ্জন। বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে। কেউই কাপড় খুলতে রাজী না। চিৎকার করে উঠলো নিমেস, 'কাপড় খুলে ফ্যালো বলছি। এরপর কথা বলবে আমার মেশিনগান।

মারিয়া ও রোসাল্ডো ছাড়া বাকি সবাই কাপড়-চোপড় খুলে ফেললো অনিচ্ছা সত্ত্বেও। দিগম্বর সভা বসেছে যেন রোসাল্ডোর ক্যাম্পে। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো নিমেস। ওর হাতে রাইফেল, ডান হাতে উদ্যত রিভলবার। রোসাল্ডোর অনুচররা কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছে না। পুরুষদের প্রত্যেকের হাত নিম্নাঙ্গের লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করছে। আর মেয়েদের প্রত্যেক দু'হাত দিয়ে স্তন ঢেকে রেখেছে। নগ্ন হয়ে পড়ায় পুরুষদের সবাইকে বেশ বোকা ঠেকছে। ওদের কাছাকাছি এগিয়ে এলো নিমেস। অন্ধকারে ওর দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। হাসছে নিমেস।

এবার নির্দেশ দিলো ও, 'সবাই পাহাড়ের দিকে চলে যাও, একমাত্র মারিয়া ও রোসাল্ডো ছাড়া। সোজা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো, তাড়াতাড়ি, নইলে গুলি করবো।'

সবাই নিমেসের নির্দেশ পালন করতে লেগে গেলো। শীতে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে ওরা ইতিমধ্যেই। মারিয়ার দিকে ঘুরলো নিমেস, তুমি কাপড়-চোপড়গুলোর মধ্যে থেকে অর্ধেক নিয়ে আগুনের মধ্যে ফেলে দাও। সব অস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে, ও-গুলোও ফেলে দাও আগুনে।' মারিয়াকে ইতস্ততঃ করতে দেখে ধমকে উঠলো, 'যা বলেছি, তাড়াতাড়ি করো। নইলে তোমাকেই আগুনে ফেলে দেবো।'

মারিয়া প্রতিবাদ করতে গেলো, 'বিনা কাপড়ে মারা যাবে ওরা। আর ওয়াগানগুলো.....'

'মারা গেলে যাবে,' বাধা দিলো নিমেস। 'তবে আমি অর্ধেক কাপড়-চোপড় তো রেখে যাচ্ছি। ভাগ করে নিলে সবাই বাঁচতে পারবে কোনো রকমে। আর আমি চাই না ওরা আমাদের পিছু ধাওয়া করার কোনো সুযোগ পাক। আমাদের আরো জরুরী কাজ আছে,তাই না রোসাল্ডো? রোসাল্ডোর দিকে তাকিয়ে হাসলো নিমেস।

'বাঁচতে পারবে না তুমি, বেশি দিন,' সংক্ষেপে বললো রোসাল্ডো।

'আমি ঠিকই বাঁচবো,' বললো নিমেস। 'কিন্তু, কোনোরকম গন্ডগোল করার চেষ্টা করলে সোজা নরকের পথে পাঠিয়ে দেবো তোমাকে...'

বিস্ফোরণ শুরু হয়ে গেলো। মারিয়া অস্ত্র-শস্ত্রগুলো আগুনে ফেলতেই ফুটতে শুরু করেছে ওগুলো। নিমেসের শেষের দিকের কথাগুলো চাপা পড়ে গেলো ক্রমাগত বিস্ফোরণের শব্দে।

নয়

মাইলের পর মাইল ধূ ধূ প্রান্তর। ওরা চারজন এগিয়ে চলেছে, সূর্যের তাপে জ্বলতে জ্বলতে। সামনে কোনো ছায়া নেই। কোথাও আরাম করবার মতো কোনো জায়গাও নেই। গোটা এলাকাটা মরুভূমির মতো মনে হচ্ছে। রাতের ঠান্ডার পর সকালে সূর্য ওটার আগ পর্যন্ত ওদের খুব একটা অসুবিধে হয়নি এগোতে। কিন্তু সূর্য তার খোলস ছড়িয়ে তাপ ছড়াতে শুরু করবার পর থেকেই ঘটছে বিপত্তি। অসহ্য গরম। মাঝে মধ্যে চলছে মরুঝড়। বালুকণার আঘাতে চোখ লাল হয়ে গেছে সবার। চোখ একটু একটু ফুলেও উঠেছে। অনেক দূরে দূরে ন্যাড়া কতগুলো পাহাড় দেখা যাচ্ছে। পাথুরে ওই পাহাড়গুলোতে স্বস্তির কোনো আভাস নেই। মাঝে মধ্যে দু'একটা খরগোশ সামনে দিয়ে ছুটে গিয়ে প্রাণের খানিকটা আভাস দেখিয়ে যাচ্ছে।

ঘামে ভিজে গেছে ওদের পুরো শরীর। এর সঙ্গে বালু মিশে শরীরে ড় বসাচ্ছে যেন। ওদিকে গলা শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে একেবারে। গিলতেও অসুবিধে হচ্ছে। সিয়েরা মাদ্রের দিকে এগোচ্ছে ওরা। কিন্তু ও সময় দু'টোই ফুরিয়ে আসছে। অথচ ওদের সামনে কেবল ভূমি। সুতরাং থেমে ওয়াগনটার ছায়ায় বসে জিরিয়ে নেবে একটু, সেই য়ও নেই। তাই মরুভূমির সব প্রতিকূলতা ঠেলে এগিয়ে চলেছে ওরা। য়ে চলেছে না বলে চলতে বাধ্য হচ্ছে, বলাই ভালো।

দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলেছে ওরা। ফলে সূর্যের আলো সরাসরি র চোখে-মুখে কামড় না বসালেও যা হচ্ছে তাতেই প্রাণ বেরিয়ে যাবার াড়। সকালের কয়েক ঘন্টা ওরা কানচো নদীর পাশ ঘেষে এগিয়ে ছিলো। ফলে মাঝে মধ্যে পানি খেয়ে নিয়ে ক্যান্টিনও ভর্তি করে রাখতে ছিলো। কিন্তুএক সময় ওদের নদীর তীর ছেড়ে আসতে হয়। সকাল ার দিকেই পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে ওঠে।

চাঙ্গের অবস্থা খুবই খারাপ। সকালের দিকেই কয়েকবার বমি করেছে অনেক কষ্টে ঘোড়ার ওপর বসে ছিলো ও। কিন্তু দুপুর বারোটার পর হা আরো সঙীন হয়ে ওঠে। কয়েকবারই ও ঘোড়ার পিঠ থেকে গড়িয়ে গেলো। তপ্ত বালুর ওপর শুয়ে শুয়ে বমি করছেও আরো কয়েকবার। র নোনা জল ওর ক্ষতস্থানগুলোতে জ্বালা সৃষ্টি করছে। ঠোঁট, নাক, সব ফুলে গেছে। মাথায়, পেটে, পিঠে, বুকে সবজায়গায় অসহ্য া। রোসান্ডো ও তার লোকজন চাঙ্গের শক্তি অনেকখানি কেড়ে ছে। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। চাঙ্গ ভাবছে,হয়তো বুকের হাড়ের কটায় চিড় ধরেছে। নাক দিয়ে প্রায় অবিরামই রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। চাপ অনুভব করছে ও মাথায়।

মুখের ক্ষতচিহ্নগুলো ওর ফ্যাকাশে ভাবটাকে অন্ততঃ লুকিয়ে রাখতে রছে। চাঙ্গের মনে হচ্ছে ও মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ।

কেউ একটুও সহানুভূতি দেখাচ্ছে না ওর প্রতি। ঘোড়ার পিঠ থেকে ,আবার নিজেই হাঁচড়ে পাচড়ে উঠে পড়েছে ওর ওপর। রোসান্ডো আর

মারিয়া কৌতূক বোধ করছে ওর দুরবস্থা দেখে। মাঝে মধ্যে ঠাট্টা তামাশা করতেও ছাড়ছেনা। আর নিমেস রাতের বেলা রোসাল্ডোর ক্যাম্প থেকে রওনা হবার পর থেকেই অদ্ভুত নীরবতা অবলম্বন করে চলেছে। ওর এক হাতে ঘোড়ার লাগাম। ডান হাতটা সব সময়েই হোলস্টারের কাছে। দলটা সামনে সামনে চলেছে চান্স। তারপরই পাশাপাশি রোসাল্ডো আর মারিয়া সব শেষে নিমেস, ফ্ল্যাটরেড ওয়াগনের ওপর। রোসাল্ডো, মারিয়া দু'জনেরই হাত বাঁধা।

দুপুর দু'টোর দিকে অবস্থা আরো খারাপ হলো। সূর্যের ক্রোধ যেন পুরো এলাকাটা পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চাচ্ছে। তবে রুক্ষ ভূমি এখন প্রায় শেষ। সবুজের দেখা পাওয়া যাচ্ছে পায়ের নিচে। ফলে স্বস্তি ও এসেছে কিছুটা।

চান্স খুক খুক করে কেশে উঠলো। অনেকক্ষণ থেকেই টলছিলো। আবার ঢলে পড়ে গেলো মাটিতে। মাথাটা ঠুকে গেলো ওর শক্ত মাটিতে। পেছনে সবাই থেমে গেলো। বড়ো করে শ্বাস নিয়ে ওঠার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। পড়ে গেলো আবার।

রোসাল্ডো খুশিতে ডগমগ করছে যেন। নিমেসকে বললো, 'ওকে এ এভাবে নিয়ে যাওয়ার কোনো দরকার আছে? ওর জন্য আমিও অসুস্থ বো করছি।'

নিরুত্তাপ চোখে নিমেস দেখছে চান্সকে। নাক থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়া ওর। হাতের আস্তিনে রক্ত মুছে ফেলার চেষ্টা করছে ও। এগিয়ে গে নিমেস ওর দিকে, ওয়াগন থেকে নেমে। বললো, 'নিজের দোষেই এতো কষ্ট পাচ্ছো তুমি।'

রোসাল্ডোর ক্যাম্প থেকে রওনা হবার পর এই চান্সের সাথে প্র বললো নিমেস। ওর কণ্ঠস্বরে মনে হচ্ছে, বেশ বিরক্ত হয়েছে। ওর মনো বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না চান্সের।

আবার রোসাল্ডো বলে উঠলো, কৌতুকমাখা স্বরে, 'এবার ও তো পা চাটতে রাজি হবে মারিয়া!' ওর মুখে নেকড়ের হাসি। তবে রোসাল্ডে

যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আছে। ওর মুখেও বেশ ক'টা ক্ষত।অনেক কষ্টে ব্যথা চেপে আছে ও। ওর কয়েকটা দাঁত নড়ে গেছে চান্সের ঘুষিতে।

রোসান্ডোর কথায় পাত্তা না দিয়ে চান্সের একটা হাত ধরে ওকে উঠতে সাহায্য করছে নিমেস।

'কুত্তাটা বাঁচবে না মনে হয়,' মারিয়া বললো। 'ওকে ফেলে রেখে গেলেই হয়!' মারিয়ার চোখে-মুখেও খুশির আভাস। চান্সের দুর্দশায় ওর প্রতিহিংসা অনেকখানি চরিতার্থ হয়েছে।

টেনে তুললো নিমেস চান্সকে। বললো, 'কি ঘোড়ায় চড়তে পারবে তো?'

মাথা নাড়লো চান্স, সম্মতির ভঙ্গিতে।

'গুড,' বললো নিমেস। মুখোমুখি দাঁড়ালো দু'জনে। চান্সের চোখের দিকে চেয়ে নিমেস বলতে শুরু করলো, 'গতরাতের কথা মনে করো। এরকম আরেকবার আমাকে ওভারটেক করার চেষ্টা করলে স্রেফ খুন করে ফেলবো, বুঝেছো?'

কোনো জবাব দিলো না চান্স। জবাব দেয়ার মতো অবস্থাও নেই ওর। কোনো রকমে উঠে বসলো ঘোড়ার পিঠে। নিমেস শুধু দেখলো, ওর কথা শুনে চান্সের মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে। ঘুরে ওয়াগনে চড়ে বসলো ও। চান্স ক্যান্টিনের ছিপি খুলে এক ঢোক পানি খেলো। শুরু হলো আবার ওদের চলা।

বিকেল পাঁচটা। সিয়েরা মাদ্রের পর্বতশ্রেণী এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সূর্যের তেজও কমে গেছে খানিকটা। ছোট্ট একটা পাহাড়ের কোলে আস্তানা গাড়লো ওরা। একটু বিশ্রাম দরকার। এক ফাঁকে খাওয়া-দাওয়া সেরে নেয়া যাবে।

পাহড়ের ঢালে ওক, জুনিপার ও পাইনের ছড়াছড়ি। ছোট ছোট ঘাসের মধ্য দিয়ে কয়েকটা খরগোশকে ছুটাছুটি করতে দেখা যাচ্ছে। দু'টো খরগোশ মারলো নিমেস গুলি করে। এখানে পৌঁছেই চান্স শুয়ে পড়েছিলো

সটান। খানিক বিশ্রাম পেয়ে আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসতে শুরু করেছে ও।

আগুন জ্বালিয়ে খরগোশ দু'টো রোস্ট করলো ও। টিন থেকে বের করলো মাংস, বিস্কুট, কফি প্রভৃতি। কয়েকটা টিনের মগও বের করলো ওয়াগনে রাখা বাক্স থেকে।

চান্সের পাশেই বসে আছে নিমেস। ওদের থেকে একটু দূরে রোসাল্ডো আর মারিয়া, পাশাপাশি বসে। কথা বললো চান্স নরম দুর্বল স্বরে, 'একটা প্রশ্ন করবো তোমাকে?'

'করো,' নিমেস বললো। ও দেখছে চান্সের চেহারায় ব্যথার ছাপ খুব একটা নেই এখন। বেশ সামলে নিয়েছে।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

হেসে উঠলো রোসাল্ডো চান্সের প্রশ্ন শুনে। মারিয়ার চোখে মুখেও রহস্য।

'বলো,' এবার একটু জোরের সাথে বললো চান্স।

একটু ইতস্ততঃ করলো নিমেস। তারপর বললো ছাড়া ছাড়া ভাবে, যেখানে যাবার কথা ছিলো! তোমার টাকার জন্যেই তো যাচ্ছি।

'সিটি অব ব্লাড?' প্রশ্ন করলো চান্স, তাকালো রোসাল্ডো, নিমেস, দু'জনের দিকেই।

নড করলো নিমেস।

'এটা কিসিয়েরা মাদ্রের কোথাও?' আবারো চান্সের প্রশ্ন।

'অবশ্যই,' বললো নিমেস। 'সিয়েরা মাদ্রের উপত্যকা, ক্যানিয়ন প্রভৃতি নিয়েই তো গড়ে উঠেছে সিটি অব ব্লাড।'

'তুমি গেছো কখনো ওখানে?'

'না, কাছাকাছি এসে ফিরে গেছি প্রতিবারেই। তবে জানি এক মেক্সিকান জেনারেল ব্যাভেজ শহরটা তৈরি করেছে। রোসাল্ডো জানিয়েছে

আমাকে, সমাজ বিরোধীদের জন্যে আদর্শ স্থান সিটি অব ব্লাড। সামনেই সীমান্ত। ফলে এখানে লুটের মালামাল রাখা ও পাচার করা খুবই সুবিধের।

জেনারেল ব্যাভেজ আদম ব্যবসাও করে। বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গ মহিলাদের সে ধরে নিয়ে আসে এখানে। সবাইকে ইচ্ছে মতো ভোগ করে, তারপর বিক্রি করে দেয় খদ্দেরদের কাছে। মেয়েদের নিয়ে নাকি সিটি অব ব্লাডে মজার খেলা হয়। জেনারেল ব্যাভেজের কাছেই রোসান্ডো ওর টাকা জমা রেখেছে।

হাসলো রোসান্ডো, 'জেনারেল ব্যাভেজের কাছ থেকে টাকা আর আনতে হবে না তোমাদের। একবার ঢুকেই দ্যাখো, কি অবস্থা হয়।'

চান্স আবার জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার সাথে আমার সম্পর্কের অবস্থা কি?'

'কেন? পার্টনারশিপ,' সোজা সাপটা জবাব নিমেসের। কিন্তু ওর চোখ বলছে অন্য কথা, ভাবলো চান্স। 'থাকগে, এতো কথা বলে লাভ নেই। এসো খাওয়াটা সেরে ফেলি।'

খাওয়া দাওয়া সেরে টানা বিশ্রাম নিলো ওরা ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগ পর্যন্ত। এক রাতের বিশ্রামে চান্স অনেকটা তাজা হয়ে উঠেছে। মুখের ক্ষতস্থানগুলো না শুকালেও অনেকটা ভাল দেখাচ্ছে এখন। শরীরে বল ও ফিরে পেয়েছে।

নিমেস ঘুমিয়েছে চান্সের পাশেই। তবে ও ঠিকমতো ঘুমোতে পারেনি। সারারাত ওর সতর্ক চোখ ছিলো দুই বন্দী এবং চান্সের ওপর।

রোসান্ডো ও মারিয়াকে বেঁধে রাখা হয়েছিলো একটা গাছের সাথে পিছমোড়া করে। বসে ছিলো ওরা সারারাত। বসে বসেই ঝিমিয়ে নিয়েছে। বেশ নিশ্চিন্ত দু'জনেই। রোসান্ডো ভাবছে, একবার জেনারেল ব্যাভেজের ডেরায় গিয়ে পৌঁছুতে পারলেই হয়। তারপর বোঝা যাবে কতো ধানে কতো চাল!

সকালের আলো ফুটে উঠবার আগেই রওয়ানা হয়ে গেলো ওরা।

সামনে চান্স। তারপর রোসান্ডো ও মারিয়া এবং পেছনে যথারীতি নিমেস, ওয়াগনের ওপর।

সামনেই সিয়েরা মাদ্রে। বিকেল নাগাদ টপকে যেতে পারবে ওরা ওই পাহাড়গুলো। ঘোড়ার ক্ষুরের ঘায়ে ধূলোর ঝড় উঠছে। আজ ওরা চলেছে তুলনামূলক ভাবে অনেক দ্রুত গতিতে। এক রাতের বিশ্রাম ও নাওয়া খাওয়ায় ঘোড়াগুলোও পূর্ণ প্রাণশক্তি ফিরে পেয়েছে।

দশ

আকাশে হালকা ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, পাহাড়গুলোর চূড়ো ছুঁয়ে যাচ্ছে যেন। গতকালের চেয়ে আজকের আবহাওয়া অনেক ভদ্রস্থ। গতকাল দুপুরে এই সময়ে চোখে আঁধার দেখছিলো সবাই। কিন্তু আজ অন্ততঃ তেমন মনে হচ্ছে না। হালকা হালকা মেঘের আস্তরণ সূর্য আর ওদের মধ্যে আড়াল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিছুটা স্বস্তি ফিরে পেয়েছে ওরা। একটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে,সিয়েরা মাদ্রে হয়ে ওটাই নিয়ে যাবে ওদের সিটি অব ব্লাডে। যথানিয়মে চান্স সবার আগে। ধূলো ওড়াতে ওড়াতে এবং পাথরের ওপর ওয়াগনের চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে এগুচ্ছে গোটা দলটা। বিশাল এলাকার মধ্যে ওদের চারজনকে মনে হচ্ছে ক্ষুদে চারটি প্রাণী।

একটু চড়াই, তারপর বাঁকা হয়ে গেছে ট্রেইল। রাস্তার আশেপাশে কিছু কংকাল, ওয়াগনের ভাঙা চাকা এবং অন্যান্য অংশ পড়ে আছে। কিছু কিছু হাড় ভেঙে গেছে চুর চুর হয়ে। পাশেই বেশ কিছু গর্ত। নিমেস জানে ওগুলো বিষাক্ত ভাইপারের আশ্রয়স্থল। একেকটা ছোট গর্তে গাদাগাদি হয়ে থাকে কুড়ি থেকে পঁচিশটা বিষাক্ত ও ভয়ংকর সাপ। একবার এদের পাল্লায় পড়লে আর জীবন নিয়ে বেরুনোর কোনো উপায় নেই। কয়েকটা কালো ভাইপার দেখা গেলো, রাস্তার পাশেই পাথরে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। শিউরে উঠলো চান্স, ও-গুলোর চকচকে গা দেখে।

হেসে উঠলো রোসান্ডো। 'কি ওগুলোকে পছন্দ হচ্ছে না তোমার? বে

আছে তোমার ও-গুলোর সাথে। বন্ধুত্ব করতে চাও, যাবে নাকি?'

কোনো জবাব দিলো না চান্স। নিমেসও বললো না কোনো কথা। াল্ডো হেসে উঠলো হা হা করে। ওর হাসির শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে পাশের পাহাড়ের গায়ে।

চড়াই থেকে আবার উৎরাই শুরু হলো। সামনেই বেশ বড়োসড়ো কা জুড়ে সমতল ভূমি। এর ওপর দিয়ে রাস্তা চলে গেছে উত্তর দিকে। একেবারে মধ্য গগনে। নেমে এলো ওরা ধীরে ধীরে সমতল ভূমিতে। নকার প্রাকৃতিক পরিবেশ, গত ক'দিনের প্রাকৃতিক পরিবেশের তুলনায় ভিন্ন।

তাছাড়া বাতাসেও কেমন একটা গন্ধ যেন। সামনেই মাথার ওপর ন উড়ছে কয়েকটা। ওদের দেখেও শকুনের ওড়া থামলো না। পাক ওরা, যেন নিচেই কোনো বেশ উপাদেয় খাবার আছে ওদের জন্যে। একটু ওপরে উঠে গেলো শকুনের পাল।

সমতল ভূমির সামনেই একটা পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে বাঁক খেয়ে য় গেছে। সুতরাং আর চল্লিশ গজ পরে পাহাড়ের ওধারে ঠিক কি তা অন্ততঃ মারিয়া ও চান্সের জানা নেই। রোসাল্ডোর চেহারা গর। আর নিমেস খানিকটা দ্বিধাগ্রস্থ। পাহাড়ের খাড়ি ধরে পশ্চিম ঘুরতেই ওদের চোখে পড়লো বাড়িটা। বাড়ি না বলে কুঁড়ে ঘরের সংস্করণ বলাই ভালো। মূল অংশের মাঝামাঝি ছাদ ফুঁড়ে একটা বেরিয়ে গেছে। চিমনীটা পরিষ্কার আকাশে ঘন কালো ধোঁয়া ছুঁড়ে

ারেকটু এগুতে অনেক কিছুই চোখে পড়লো ওদের। বাড়িটার আঙিনা ারে রাস্তার পাশ ঘেঁষে আছে। আঙিনার মাঝখানে প্রচন্ড খরতাপের পড়ে আছে একটা নগ্ন নারীদেহ। প্রথমে মৃত ভেবেছিলো ওরা কিন্তু উঠতেই বুঝলো, না জীবিত। মেয়েটির গলায় একটা লোহার বালা। থেকে মোটা লোহার শেকল নেমে গিয়ে ওকে বেঁধে রেখেছে

আষ্টেপৃষ্ঠে। কিন্তু মেয়েটার চেহারায় দুঃখ বা কষ্টের কোনো চিহ্ন নেই। ও পাশেই একটা বড়সোড়া বেড়াল শুয়ে আছে। যেন দুপুরের রোদ পোহাচ্ছে আরাম করে। চোখদু'টো ওটার গাঢ় সবুজ। বেড়াল ও মেয়েটা একই সঙ্গে দেখলো ওদের চারজনকে। আর্তনাদ বেরুলো মেয়েটার কণ্ঠ থেকে, ওরা দেখতে পেয়ে।

ঘরের দরজা বন্ধ। কয়েকটা নেকড়েও বাঁধা আছে ঘরের সামনে একটা খুঁটির সাথে। ওদের সামনে মানবদেহের অবিষ্টাংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। একটা নেকড়ে মানুষের খণ্ডিত হাত চিবুচ্ছে, আয়েশ করে। এক ঘোড়ার মৃতদেহও পড়ে আছে আঙিনার এক পাশে। এর মাথাটা কেউ যত্নের সাথে কেটে নিয়ে গেছে, খুব ধারালো অস্ত্র দিয়ে। একটা বড়সা হাতুড়ি, হাপর, কয়েকটা ঘোড়ার পায়ের লোহার নাল পড়ে আছে। হাপর আগুন এখন আর জ্বলছে না। যে কেউ দেখলে বুঝবে এটা কোনো কামার বাড়ি। কিন্তু নেকড়ে, মানব দেহের অবশিষ্টাংশ, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হা মাংস, ঘোড়ার মৃতদেহ সবকিছু মিলিয়ে জায়গাটাকে নরক করে তুলেছে।

রোসাল্ডো তাকালো চান্সের দিকে, 'কি হে গৌরবের ভাগীদার চাও নাকি?'

'কিসের?'

হাসলো একটু রোসাল্ডো, 'এটাই সিটি অব ব্লাডের গেট ও পাহারাদার আছে একজন। ওর সাথে মোলাকাত না করে তো যা যাবেনা!'

'কি বলছো তুমি!' অবাক হলো চান্স। রোসাল্ডোর কথার ধরণ গ গেছে একেবারে। আর কৌতুক নেই ওর কণ্ঠে। বেশ সিরিয়াস মনে। এখন।

'তাকিয়ে দেখো ওদিকে,' ঘরটার দরজার দিকে দেখলো রোসাল্ডো

হতভম্ব হয়ে গেলো চান্স। বিশাল এক বিস্ময় দাঁড়িয়ে আছে সামনে। ওর মুখ থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে এলো, 'ও, মাইগড।'

রাসান্ডো বললো, 'ওর নাম গলব্রিদ। সিটি অব ব্লাডে যেতে হলে ওকে পকে যেতে হবে। পারবে তো?'

লোকটাকে দেখে বরফের মতো জমে গেছে মারিয়া ও নিমেস। রকম একটা দেহের কথা কল্পনাও করতে পারে না ওরা। একমাত্র রাসান্ডো ছাড়া আর সবাই নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে যেন। ঘরের রজা খুলে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বের হতে হয়েছে লোকটাকে।

'এ যে দৈত্য একটা,' অস্ফুটে বললো চান্স।

ঠিকই বলেছো নিমেস। দৈত্য ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না লব্রিদকে। ওর উচ্চতা নয় ফুট কয়েক ইঞ্চি কম। দৈর্ঘ্যে যেমন প্রস্থেও য় তেমনি। তবে ওর বৈশিষ্ট্য এই যে, ওর দেহ পেশীবহুল এবং দড়ির তো পাকানো। হাত দু'টো বেশ লম্বা প্রায় হাঁটু ছুঁই ছুঁই। ওজন চারশো উন্ডের এদিক বা ওদিক। ওই রকম ঘরের ভেতর থেকে এই দৈত্য বের তে পারে, তা কারো বিশ্বাস হচ্ছে না।

গলবিদের পায়ে কালো বুট। তেমনি একটা প্যান্ট পরণে। তবে হাঁটুর কটু নিচে নেমেই থেমে গেছে ওটার দৈর্ঘ্য। বেশ টাইট প্যান্টটা, পায়ের থে চেপে বসেছে। ওর কোমরের বাঁদিকে বেল্ট থেকে একটা লম্বা ড়ার খাপ ঝুলছে। ওতে আছে বাঁকানো তরবারি। উর্ধাঙ্গে ওর কিছুই ই। ঘামে চিকচিক করছে পেশলদেহ। তবে ওর গায়ের রংটা অদ্ভুত। কবারে রোগীর পেচ্ছাপের মতো হলুদ রং। ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে ব্রিদ।

নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলো চান্স, 'কোথাকার লোক, দৈত্যটা?'

'কে জানে,' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললো রোসান্ডো, 'কেউ কেউ বলে স্ক্রিকান। তবে ওর চামড়ার রং বোধ হয় বিশেষ কোনো প্রাকৃতিক কারণে রকম হয়ে গেছে।

ওদের দিকে এক নজর তাকিয়ে গলব্রিদ ঘুরলো ঘোড়ার মৃতদেহের কে। একটু ঝুঁকে একটা পা ধরলো ডানহাত দিয়ে। ডান পা তুলে দিলো

ঘোড়ার গায়ের ওপর। টানছে ও ঘোড়ার পা'টা। হাতের বাইসেপ ফুলে ফুটবলের মতো হয়ে গেলো। খ্যাস খ্যাস শব্দ করে ছিঁড়ে এলো পা'টা। গলব্রিদ এমনভাবে ধরে আছে, যেন ওটা মুরগির পা।

বমি পাচ্ছে মারিয়ার। ওর মুখ চোখ বিকৃত হয়ে গেছে। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও গলব্রিদের পানে। জিহ্বা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

রক্ত ঝরে পড়ছে ঘোড়ার পায়ের ছেঁড়া দিক থেকে। ওদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে কামড় বসিয়ে দিলো গলব্রিদ কাঁচা রক্ত মাখা মাংসে। বড়ো এক টুকরো ছিঁড়ে চিবোতে লাগলো বেশ মজা করে। ওর ঠোঁটের দুই কষা বেয়ে নামছে রক্তের ধারা। জিভ দিয়ে চেটে নিলো রক্ত ও।

ঘোড়ার কাঁচা মাংস চিবুতে চিবুতেই ডাকলো গলব্রিদ, 'কি হে, ক্ষুদে মানুষেরা এগিয়ে আসবে না ধরে আনতে হবে?' ও কথা বলছে স্বাভাবিক স্বরেই। কিন্তু চান্সের মনে হলো আকাশে মেঘ ডাকছে গুরু গুরু করে। আশেপাশের পাহাড়গুলো কেঁপে উঠলো যেন।

শকুনের পাল আরেকটু ওপরে উঠে গেলো পাক খেতে খেতে। কুলকুল করে ঘাম নেমে যাচ্ছে চান্সের পিঠ বেয়ে নিচের দিকে।

'রোসাল্ডো,' ডাকলো দৈত্য। 'অনেকদিন পর দেখা তোমার সাথে। ওরা কি তোমার বন্ধু?' রোসাল্ডোর হাতের বাঁধন চোখে পড়েনি ওর।

'না, এই মহিলা শুধু আমার সঙ্গে আছে। আমাদের বন্দী করে এনেছে এই দুইজন!'

মাথা ঝাঁকালো গলব্রিদ। চান্স ও নিমেসকে দেখছে চিন্তিত ভঙ্গিতে। কয়েক সেকেন্ড পর হাসি ফুটে উঠলো ওর মুখে। বললো, আচ্ছা! তা সিটি অব ব্লাডে কি কাজ ওদের?'

'আমাদের জিম্মি করে নিয়ে যাচ্ছে ওরা টাকার জন্য।'

হাসিতে ফেটে পড়লো গলব্রিদ। ঠা ঠা করে হাসছে ও, হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে ওর শক্ত পেশীগুলো। অস্বস্তিতে ভুগছে চান্স ও নিমেস। মাটি কেঁপে উঠছে গলব্রিদের হাসির শব্দে। অনেক কষ্টে হাসি দমন করলো।

গারপর বললো, 'তাহলে, কি করবো ওদের নিয়ে?' চিন্তায় পড়ে গেছে ও। এক কাজ করা যাক, আমার নেকড়েগুলোর খাবার দরকার। ওদের নকড়ের খাবারে পরিণত করা যাক, কি বলো রোসাল্ডো?' রোসাল্ডোর তামতের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে যেন ওর।

রোসাল্ডোর চোখ পড়লো চান্সের ওপর। ওর হাত চলে গেছে ভলবারের বাটে। 'বুলেটে কোনো কাজ হবে না, চান্স,' নিষেধ করলো রাসাল্ডো, 'গুলি ওর গায়ে টক্কর লেগে ছিটকে যাবে। বোকার মতো কাজ রো না। লড়তে হলে ওর সাথে খালি হতেই লড়তে হবে। অবশ্য যদি মি লড়াই করতে রাজী থাকো....'

'ও ঠিকই বলেছে,' পেছন থেকে কথা বলে উঠলো নিমেস। 'আমি নেছিলাম এর সম্পর্কে। আজ সামনা সামনি দেখছি। একবার একজন বেশ 'টা গুলি ছুঁড়েছিলো ওকে লক্ষ্য করে খুবই কাছ থেকে। কোনো কাজ য়েনি। উল্টো লোকটাকে ধরে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছে এই ত্য।'

'তাহলে, এটাই রোসাল্ডোর চমক!' বললো চান্স। 'এখন কি করণীয়, লে যাবো, টাকা না নিয়েই?' নিমেসকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করলো।

'কি জানি, বুঝতে পারছি না,' নিমেস কোনো দায় নিতে চাচ্ছে না, ষ্ট বুঝতে পারছে চান্স।

এই সুযোগ নিলো মারিয়া। চান্সের উদ্দেশ্যে বললো, 'আমাদের বাঁধন লে দিয়ে চলে যাও,চান্স। আমরা কিছু বলবো না, তোমাকে।'

কঠোর হয়ে উঠলো চান্সের মুখ। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও লব্রিদের দিকে। ওদের কথোপকথনে বেশ মজাই পাচ্ছে ও।

'পালাতে পারো, আবার দৈত্যটার হাতে মরতেও পারো। এখন তোমার চ্ছে, উপদেশ বিতরণ করলো রোসাল্ডো। গলব্রিদ কাঁচা মাংস চিবিয়ে লছে। ওর হাতের রানটা প্রায় শেষ। হাঁড় চুষতে শুরু করেছে ও। রক্তের ারা গড়িয়ে এসে ওর বুকও ভিজিয়ে ফেলেছে।

হাড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিলো গলব্রিদ। চান্সের উদ্দেশ্যে বললো, কি হে লড়বে নাকি?' আমি সিটি অব ব্লাডের অভিভাবক। আমার অনুমতি ছাড়া তো শহরে ঢোকা যাবেনা। তোমাকে বলে দেয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই। হয় লড়ো আমার সঙ্গে,নইলে প্রাণ নিয়ে ভেগে পড়ো। সিটি অব ব্লাডের নাম জীবনেও মুখে এনো না। তাছাড়া, রোসাল্ডোকে বন্দী করে এনে তুমি বেশ গর্হিত কাজ করে ফেলেছো। ও আমাদের অনেক পুরনো বন্ধু। তবুও তোমাকে ছেড়ে দেবো, যদি প্রাণ নিয়ে বাঁচতে চাও জলদি পালাও।'

বড় করে নিঃশ্বাস নিলো চান্স। নিমেস আরেকটু পিছিয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে দৈত্যের সাথে লড়তে হলে, একাই লড়তে হবে চান্সকে। নিমেসের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। সংকল্পে কঠোর হয়ে উঠলো ওর মুখ। ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে চললো ও গলব্রিদের দিকে। ওকে এগুতে দেখে গলব্রিদ হাসিতে ফেটে পড়লো আবার। রোসাল্ডো, মারিয়া অবাক হয়েছে। গলব্রিদের সাথে লড়তে যাবে চান্স, এটা ওরা ভাবতেও পারেনি। ওদের ধারণা ছিলো, এখান থেকেই কেটে পড়বে চান্স। কিন্তু না। আসলে জীবনের কোনো চ্যালেঞ্জই ছেড়ে দেয়নি চান্স বা পিছেও হটে আসেনি। এখান থেকে পিছু হটলে হয়তো বেঁচে যাবে, কিন্তু মানসিক মৃত্যু হবে ওর। তাই চান্স এই মৃত্যুসম চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্যে এগিয়ে চলেছে। জানে গলব্রিদের সামনে ও একটা পোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবুও অদম্য সাহসের ওপর ভর করছে ও।

মারিয়া, রোসাল্ডো, নিমেস আরো পেছনে সরে গেলো, লড়াইয়ের জন্যে আরো বেশি জায়গা ছেড়ে দিতে। দৈত্যটা চেনে বাঁধা মেয়েটাকে টেনে হিঁচড়ে ঘরের দেয়ালের পাশে রেখে এলো। ঘোড়ার অবশিষ্টাংশও সরিয়ে দিলো পা দিয়ে, আঙিনার এক প্রান্তে। মল্লভূমি তৈরি। চান্স ঘোড়া থেকে নামলো ঘোড়ার লাগাম বাঁধলো এক কোণে খুঁটির সাথে।

মুখোমুখি হলো দু'জন। গলব্রিদ ওর কোমর থেকে বাঁকানো তরবারিটা বের করলো একটানে। সবার চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। ওটার ধারালো ব্লেডে

সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ছে। পাঁচ ফুট লম্বা তরবারিটা প্রাচ্যের স্কি মিটারের মতো। চওড়া পাত। দু'দিকে ধারালো। সুঁচালো মাথা। গলব্রিদের মতো দৈত্যের জন্যেই তৈরি হয়েছে যেন তরবারিটা। কারণ পাঁচ ফুট এই তরবারি আর কারো পক্ষে চালনা করা তো দূরের কথা, হাতে ধরে রাখাও সম্ভব নয়।

গলব্রিদ ওর অস্ত্র বের করার পর, চান্স ওর কোমর থেকে বারো ইঞ্চি লম্বা ও চার ইঞ্চি চওড়া পাতের শিকারী ছুরিটা বের করলো। গলব্রিদের অস্ত্রের সামনে ওটাকে একেবারেই খেলো মনে হচ্ছে।

হাসতে হাসতে গলব্রিদ এগুলো চান্সের দিকে। ডান হাতে ধরা তরবারিটা ওর মাথার ওপর ঘোরাচ্ছে সাঁই সাঁই করে। হেলিকপ্টারের রোটরের মতো ঘুরছে ওটা। ছোট ছোট তিন লাফে চান্সের সামনে এসেই তরবারিটা নামিয়ে আনলো গলব্রিদ চান্সের মাথা লক্ষ্য করে। চকিতে সরে গেলো চান্স। হাতের শিকারী ছুরিটা দিয়ে ঠেকাতে গেলো তরবারি। ধাতুতে ধাতুতে টক্কর লাগলো। বেশ শব্দ হলো। ধাক্কাটা সইতে পারলো না চান্স। ছিটকে পেছনের দিকে পড়ে গেলো। ওর মাথা থেকে হ্যাটটা উড়ে গিয়ে পড়েছে কয়েক হাত দূরে।

আবারো নামিয়ে আনলো গলব্রিদ তরবারি ভীমবেগে, চান্সের অবস্থান লক্ষ্য করে। বিদ্যুৎ বেগে গড়ান দিয়ে সরে গেলো চান্স। পাথরের গায়ে পড়লো তরবারির আঘাত। আগুনের ফুলকি তুললো তরবারি। পাথরের একটা ধার ভেঙে খসে পড়েছে।

দু'দুবার ব্যর্থ হয়েও দমে যায়নি দৈত্যটা। একটু পিছিয়ে নিচে পড়ে থাকা চান্সের দিকে তাকিয়ে হাসছে ও। পোকা মারার আগে ছেলে-পেলেরা যে ভাবে খেলা করে, গলব্রিদও যেন সেই খেলায় মেতেছে। সময় দিচ্ছে ও চান্সকে উঠে দাঁড়াবার। মাথার ওপর সূর্য অকৃপণ হস্তে খরতাপ বিতরণ করে চলেছে।

আধশোয়া অবস্থাতেই চান্স চেয়ে আছে গলব্রিদের দিকে। হঠাৎ মনে হলো, ওর ডান হাতটা হালকা বোধ হচ্ছে। দেখলো, শিকারী ছুরিটার বাঁটের

ওপর মাত্র দু'ইঞ্চি পাত আছে। বাকিটা ভেঙে উড়ে গেছে গলব্রিদের তরবারির আঘাতে।

নিমেসের কণ্ঠ থেকে আর্তনাদ বেরুলো একটা। এদিকে মারিয়া ও রোসান্ডো যোগ দিয়েছে গলব্রিদের সঙ্গে।

ছুঁড়ে ফেলে দিলো চান্স, হাতের অস্ত্রটা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। গলব্রিদও এগুলো ওর দিকে। এবার কোমরের বাঁ দিক থেকে কুকরিটা বের করে নিলো চান্স। এটার ফলা সামনের দিকে বাঁকানো। তবে মাত্র দশ ইঞ্চি লম্বা। অবশ্য একেবারে হাতের কাছে কিছু না থাকার চেয়ে এটা অনেক ভালো। চান্স ভাবলো, দৈহিক শক্তি দিয়ে দৈত্যটাকে জীবনেও কাবু করা যাবে না। ওকে কাবু করতে হলে দরকার বিদ্যুৎগতি ও বুদ্ধির চমৎকারিত্ব। হাল ছেড়ে দিচ্ছে না ও সহজে। মরার আগ পর্যন্ত লড়ে যাবে। মরলেও বীরের মতো মরবে।

এবার দুই হাতে বাট্টা ধরে সাঁই করে তরবারি চালালো গলব্রিদ চান্সের গলা লক্ষ্য করে। ঝিক করে উঠলো ওটা। চোখ বন্ধ করে ফেললো নিমেস। কিন্তু চান্স প্রস্তুত হয়েই ছিলো। চকিতে মাথা সরিয়ে নিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে গেলো ও গলব্রিদের দিকেই। লক্ষ্য মিশ করায় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে গলব্রিদ। একটু ঝুঁকে পড়লো ও। এই সুযোগে চান্স ওর গায়ের সাথে সেঁটে গিয়ে কুকরি চালালো পাঁজর লক্ষ্য করে। পাঁজরের বেশ খানিকটা ফেড়ে নিয়ে বের হয়ে এলো কুকুরি। বিদ্যুৎ গতিতে চান্স সরে গেলো গলব্রিদের পেছনে।

অবাক হয়ে গেয়ে সবাই। গলব্রিদের দেহে কেউ আঘাত করবে, তা যেন অকল্পনীয়। প্রথমে সাদা হয়ে গেলো কাটা জায়গাটা, তারপর লাল হয়ে রক্ত গড়াতে লাগলো। মুহূর্তেই কোমর বেয়ে প্যান্টটা ভিজিয়ে দিলো রক্তের প্রবল ধারা।

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে গলব্রিদের মুখ। বাঁ হাত দিয়ে কাটা জায়গাটার ওপর হাত বুলিয়ে এনে চোখের সামনে ধরলো ও। রক্ত দেখে ক্ষেপে

উঠলো। ঘুরে দাঁড়ালো। তরবারিটা মাথার ওপর তুললো আবার। চান্সের মাথার ওপর নামিয়ে আনতে যাচ্ছে ও। ক্রোধে অন্ধ হয়ে গেছে গলব্রিদ। প্রচন্ড গতিতে নামিয়ে আনলো তরবারি ও। এক ঝটকায় সরে গেলো চান্স। আবারো পাথরের ওপর আঘাত হানলো ওর তরবারি সজোরে। আগুনের ফুলকি উঠলো, এবার আগের চেয়েও বেশি। পুরো তাল হারিয়ে ফেললো ও; এই সুযোগে চান্স দ্রুত কয়েকটা লাফে পেছনে গিয়ে লাফ দিয়ে উঠে বাঁ হাতে গলব্রিদের গলা আঁকড়ে ধরলো

তাল হারিয়ে গলব্রিদ ঝুঁকে পড়ায় চান্স এই সুবিধেটা পেয়ে যায়। ওর জীবনে এরকম নাস্তানাবুদ আর কারো হাতে হতে হয়নি। তরবারিটা ছেড়ে দিলো ও হাত থেকে। উঠে দাঁড়ালো। এক জটকা মেরে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করলো চান্সকে। কিন্তু নাছোড়বান্দা চান্স ওর পিঠে ঝুলছে ছোট্ট একটা পোকার মতো। ডান হাতটা তুললো ও-চান্সের মাথার চুল খামচে ধরার জন্য। কিন্তু চান্স তার বাঁ হাতের বাঁধন ছেড়ে দিয়ে ওই হাতেই গলব্রিদের মাথার একগোছা চুল ধরে ঝুলে পড়লো। অসহায় হয়ে পড়েছে গলব্রিদ চান্সের এই দ্রুত এ্যাকশনে। ওর মুখটা আকাশের দিকে উঠে গেছে! এই সুযোগে চান্স বিদ্যুৎবেগে ওর কুকরিটা বসিয়ে দিলো গলব্রিদের গলায় পূর্ণ শক্তিতে। এক পোঁচে কণ্ঠনালী পর্যন্ত কেটে ফেললো চান্সের ধারালো কুকরি। পোঁচটা দিয়েই চান্স নেমে পড়লো মাটিতে। পড়েই ঝটিতে সরে গেলো গলব্রিদ থেকে বেশ খানিকটা দূরে।

এদিকে দু'হাঁটুর ওপর ভেঙে পড়েছে গলব্রিদ। নিঃশ্বাস নেবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে ও। কিন্তু না, প্রবল আপেক্ষে কেঁপে কেঁপে উঠছে ওর বিশাল দেহটা। দু'হাত ঢুকিয়ে দিলো ও গলার কাটা জায়গায়। প্রচন্ড আক্রোশে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে ও নিজেই নিজের গলা। চিৎকার করতে চাইছে, কিন্তু কোনো আওয়াজ বেরুচ্ছে না কণ্ঠ থেকে। উপুড় হয়ে পড়ে গেলো ও মাটির ওপর মুখ থুবড়ে। ওর দৈত্যকায় দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে মাটির ওপর দিয়ে। নিজের রক্তের ওপর পড়ে আছে গলব্রিদ মুখ থুবড়ে, এমন কথা কেউ যেন ভাবতেও পারে না।

নিমেস, রোসাল্ডো, মারিয়া স্তব্ধ হয়ে গেছে। রোসাল্ডো ও মারিয়ার মুখ থেকে হাসি উবে গেছে। মারিয়ার চেহারা হয়ে গেছে ফ্যাকাশে।

চান্সের নিজের কাছেও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে পুরো ঘটনা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো ও। ফাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ও গলব্রিদের মৃত দেহের দিকে। নেকড়েগুলো চেয়ে আছে চান্সের দিকে দাঁত বের করে। মেয়েটাও চেয়ে আছে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে।

কোনোদিকে নজর নেই চান্সের। কুকরির রক্ত মুছে ফেললো গলব্রিদের প্যান্টে। চললো ধীরে ধীরে ওর গোল্ডিংটার দিকে। গায়ে খুব একটা শক্তি নেই যেন। তবুও এক লাফে চড়ে বসলো ঘোড়ার পিঠে। এগিয়ে গেলো অপেক্ষামান তিন জনের দিকে।

কাউকে কোনো কথা না বলে চলতে শুরু করলো সিটি অব ব্লাডের পথে। পেছন থেকে নিমেস বললো, 'দেখালে বটে কান্ড একটা!'

ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকালো চান্স। শীতল কঠোর দৃষ্টি। দেখে চুপ হয়ে গেলো নিমেস। মারিয়া, রোসাল্ডো চলছে মাথা নিচু করে। একটা দুঃস্বপ্ন দেখে এলো যেন ওরা।

এগারো

সিয়েরা মাদ্রে পাহাড়ের খাড়ি,উপত্যকা জুড়ে অবস্থিত সিটি অব ব্লাড। জেনারেল ব্যাভেজের গড়া এই শহরে কেবল মাত্র সমাজ বিরোধী বা বে-আইনী কার্যকলাপই চলে। উপত্যকাটা এতো বড় যে, প্রায় সমতল ভূমির আকৃতি পেয়েছে জায়গাটা। শহরের চরিত্র সম্পর্কে জানা না থাকলে, দূর থেকে মনে হতো এক শান্ত স্নিগ্ধ শহর বিছিয়ে আছে পাহাড়ের কোলে। অন্ততঃ পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে চান্সের কাছে সে রকমই মনে হলো। নিমেসেরও এই শহর সম্পর্কে কোনো ধারনাই নেই, মারিয়ারও। এর সাথে পরিচিত একমাত্র ব্যক্তি হচ্ছে রোসাল্ডো। চারজনেই ওপর থেকে দেখছে, শহর সিটি অব ব্লাডকে। নিচে থেকে নারী কন্ঠের ক্ষীণ আর্তনাদ আবার

কখনো কখনো খিল খিল হাসির শব্দ ভেসে আসছে। রোসাল্ডোর কাছে ইতিমধ্যেই জেনে নিয়েছে ওরা, শহরে কোনো শেরিফ নেই, নেই আইন-শৃংখলার কোনো বালাই। ব্যাভেজের মুখের কথাই সেখানে আইন। সিটি অব ব্লাড নামকরণের সার্থকতা কোথায় খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছে ওরা। কিন্তু ওপর থেকে তেমন কিছু নমুনা বোঝা যাচ্ছে না, কেবল ওই আর্তনাদ এবং নানা রকম ধ্বনি ছাড়া। মাঝে মধ্যে চাবুকেরও শব্দ ভেসে আসছে। নিস্তব্ধ প্রকৃতির মাঝে ওগুলো একটু ব্যতিক্রম মনে হচ্ছে।

'এই নরকের মধ্যে,' বলছে নিমেস তেতো কণ্ঠে। 'টাকাগুলো রাখতে গেলে কেন, রোসাল্ডো? দুনিয়াতে আর কোনো জায়গা ছিলো না?'

'আমার বিশ্বাস হয় না রোসাল্ডোর কথা। ও মিথ্যে বলে টেনে এনেছে আমাদের এখানে,' বললো চান্স একটু কঠোর স্বরে। 'নিমেস ওর কথা শুনে তুমি ভুল করেছো।'

'এখানেই আছে টাকা, বীরেরা,' বললো রোসাল্ডো একটু ঠাট্টার সুরে। নিরাপদেই আছে সব টাকা, বিশ্বাস করতে পারো।'

চান্স ও নিমেস বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো রোসাল্ডোর দিকে, ঠান্ডা চোখে। ওদের দৃষ্টিতে একটু অস্বস্তি বোধ করলো রোসাল্ডো। ওর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে চান্স আর নিমেস চোখ মেলালো। দু'জনেরই চোখে দৃঢ় সংকল্পের আভাস।

হাসার চেষ্টা করলো রোসাল্ডো, 'সময় হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, আই,' বললো চান্স। 'তবে কিসের, সেটাই দেখতে হবে।'

রোসাল্ডো বললো, 'তোমাদের এতো সাহস কিসের! জেনারেল ব্যাভেজের মোকাবেলায় তোমরা পোকামাকড় ছাড়া আর কিছুই নও। জীবনের শেষ শিক্ষা পাবে এখানে।'

চান্সের চোখ নিমেসের ওয়াগনে তেরপল ঢাকা জিনিসটা ছুঁয়ে এলো, লক্ষ্য করছে রোসাল্ডো। ও জানে না তেরপলের ভেতর কি আছে। তার ধারণা লুটের মাল আর অস্ত্র-শস্ত্র থাকতে পারে ওর মধ্যে। কারণ ওয়াগনটা

বেশ ভারি মনে হচ্ছে।

নিমেস ডাকলো, 'চান্স।'

কয়েক সেকেন্ড চলে গেলো। তারপর ফিরে তাকালো চান্স নিমেসের দিকে, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

'চলো জায়গাটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিই।'

তাতো বটেই,' জবাব দিলো চান্স। 'তবে আগে রোসাল্ডোর কথার সত্যতা যাচাই করে নিতে হবে। টাকাটা তো উদ্ধার করতে হবে, কি বলো?'

'ঠিক আছে, চলো তবে, নামা যাক।'

খুব সাবধানে শহরের প্রধান সড়কের দিকে এগিয়ে যাওয়া ট্রেইল ধরে নামতে লাগলো ওরা। মারিয়া কিছুই বুঝতে পারছে না। শহরের বিবরণ শুনে ওর ও অস্বস্তি লাগছে। ভাবছে ও, রোসাল্ডো কি সত্যিই টাকাগুলো এখানে রেখে গেছে? না কি ব্লাফ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওদের ফাঁদের মধ্যে।

পায়ের নিচে মাটি থেকে মনে হচ্ছে, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে সৃষ্ট এই উপত্যকার সমতল ভূমি। পাথরের মতো শক্ত মাটি। পাহাড়ের কোলে পোড়া পোড়া দাগ। পাহাড়ের গায়ে গাছপালা অনেক। অনেকগুলো কেটেও নেয়া হয়েছে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারের জন্যে। তবে এসব গাছ ঘর-বাড়ি তৈরির কাজেও লাগতে পারে।

সিটি অব ব্লাডের পুরো কাঠামোটাই কাঠের তৈরি। ঘর বাড়ি সবই কাঠের, যা পশ্চিমের শহরগুলোতে সাধারণতঃ হয়ে থাকে। আর এ শহরের জন্যে কাঠ খুবই সহজলভ্য। প্রকৃতি অকৃপণ হাতে ওদের জন্যে যাবতীয় সম্পদ দান করেছে। শহরের মূল সড়কের দুই পাশেই সব ঘরবাড়ি। কিন্তু কোনোটারই গায়ে কোনো কিছু লেখা নেই। এতে বোঝা যাচ্ছে না কোন্‌টা কি! চারটা বাড়ি ছাড়া সবই একতলা। বেশিরভাগেরই দরজা জানালা বন্ধ, এই পড়ন্ত বিকেলে। ঘরবাড়ির চেহারা দেখে মনে হয় না, খুব একটা যত্ন নেয়া হয় ওগুলোর।

আবহাওয়া অনেকটা ঠান্ডা হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার নামছে। শহরে ঢুকে চান্স জিজ্ঞেস করলো রোসান্ডোকে, 'ব্যাভেজ ও তার দলবল সারা বছর এখানে থাকে না বোধ হয়।'

'না,' পেছন থেকে জবাব দিলো রোসান্ডো। 'শীতে এই জায়গা ভয়ানক। ব্যাভেজ থাকে দক্ষিণে। তবে বছরের কয়েকটা মাস এখানেই আড্ডা গাড়ে ও। অন্য সময়ও বিভিন্ন স্থানে তার আয়ের টাকা দিয়ে জীবনটাকে উপভোগ করে বেড়ায়। এটা শুধু তার ব্যবসাক্ষেত্র বলা যায়।'

শহরে ঢুকতে ঢুকতে নিমেস দেখলো, 'কিছু লোক চলাফেরা করছে, রাস্তার এধারে-ওধারে। পুরুষ, মহিলা সবার পরনে কাপড় চোপড় সংক্ষিপ্ত। কাউকে কাউকে আবার সম্পূর্ণ নগ্ন দেখা যাচ্ছে। কয়েকটা মৃতদেহও পড়ে আছে রাস্তার মাঝে, পাশে।কারো পিঠে কুড়োল গেঁথে আছে। কারো মাথা চূর্ণ হয়ে গেছে গুলিতে। আবার কোনো কোনো মৃতদেহে মাথাই নেই, যেন যত্নের সাথে কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু শহরবাসীদের কারো কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই ওদিকে। একটু এগিয়ে দেখতে পেলো ওরা,দু'টো পুলের সাথে দু'টি মেয়ের নগ্নদেহ ঝুলছে, মাথা নিচের দিকে। বুঝাই যায়, কোনো কারণে অবাধ্য হয়েছিলো ওরা, তাই এই পরিণাম। এখন অনুভব করতে পারছে ওরা, কেন এর নাম করা হয়েছে সিটি অব ব্লাড।

বিভিন্ন বাড়ির ভেতর থেকে উল্লাস ধ্বনি ভেসে আসছে। নারী কণ্ঠের আর্তনাদ মাঝে মধ্যে ছিঁড়ে খুঁড়ে দিচ্ছে সব প্রাকৃতিক নিস্তব্ধতা। এখানে ওখানে রক্তের ছিটে বা জমাট রক্ত। এছাড়া মদের গন্ধে ভরে আছে শহরের বাতাস। ওপরে চক্কর মারছে কয়েকটা শকুন। মৃত্যুর গন্ধ পেয়েছে, কিন্তু নেমে আসার সাহস পাচ্ছে না। রাস্তায়ও যেসব লোক আছে, তারা সবাই নিজেদের কাজে ব্যস্ত। চার আগন্তুকের দিকে কারোই নজর পড়লো না। সামনে রাস্তার পাশে একটি দৃশ্য দেখে গা ঘিন ঘিন করে উঠলো নিমেসের। দুই জোড়া মেয়ে পুরুষ আদিলীলায় মেতে আছে। কোনোদিকে খেয়াল নেই ওদের। একটা বাড়ির বারান্দায় এক নগ্নিকা একটা পুরুষের ওপর চড়াও হয়ে আছে।

নিমেস জিজ্ঞেস না করে পারলো না, 'এই নরক তৈরি করলো কি করে জেনারেল ব্যাভেজ?'

'টাকা থাকলে,' নরম কণ্ঠে বললো রোসাল্ডো। 'তুমি যা খুশি তাই করতে পারো এই দুনিয়ায়।'

যতো এগুচ্ছে ওরা, ততোই এসব বিসদৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। এদিক ওদিক বেশ ক'টা খড়ের গাদা। ষ্টেবলে ঘোড়া এবং বেশ ক'টা খোয়াড়ে অন্যান্য পশু। একটা বিজাতীয় গন্ধে আচ্ছন্ন করে ফেলছে ওদের। ঠিক এরকম পরিস্থিতিতে পড়েনি কোনোদিন ওরা, একমাত্র রোসাল্ডো ছাড়া।

আর কোনো কথা নেই ওদের মুখে। সাবধানে পরীক্ষা করতে করতে এগুচ্ছে ওরা প্রত্যেকটা বাড়ি। জানালা, দরজা দিয়ে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করছে। আদিম লীলায় ব্যস্ত একগাদা পুরুষ ও মহিলা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না ওদের। কখনো কখনো ঝগড়াঝাটির শব্দও পাওয়া যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছে, এই বাড়ি থেকে ওই বাড়িতে ছুটে যাচ্ছে নগ্ন এক রমণী, পেছনে পেছনে তেমনি পুরুষ একজন।

সবার আগে চলছে চান্স। দু'টো ছাগল ও একটা গাধা সরে গেলো ওর সামনে থেকে, পথ ছেড়ে দেয়ার জন্যে। কয়েক জোড়া উৎসুক চোখ এতোক্ষণে লক্ষ্য করলো ওদের। চোখে উৎকণ্ঠা, অনুসন্ধিৎসা দুই-ই। কিন্তু কেউ কোনো প্রশ্ন করলো না। অন্ধকার নেমে আসছে ধীরে ধীরে শহরের ওপর। হঠাৎ চোখ পড়লো চান্সের, রাস্তার পাশে একটা কাঠের খুঁটির ওপর।

খুঁটিতে বাঁধা একজন পুরুষ এবং এক মহিলার দেহ। দু'জনেরই পরনে কোনো কাপড় নেই। একজন দীর্ঘদেহী মেক্সিকান ব্লন্ড রমণীর হাতে চাবুক। পিটিয়ে রক্তাক্ত করে তুলেছে ওদের। মেয়েটির স্তনের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ার উপক্রম। পুরুষটির অবস্থাও অনুরূপ। কারো দেহেই প্রাণ আছে বলে মনে হয় না। কেবল চাবুকের গায়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে ওদের দেহ। মেক্সিকান ব্লন্ডের পরণে স্কার্ট এবং পায়ে বুট। চাবুক মারার সময় ওর বিশাল

দুই স্তনও নেচে উঠছে তালে তালে। চান্সদের দেখে একটু হাসলো ব্লন্ড। হাঁপাচ্ছে ও। কিন্তু পুনরায় শুরু করলো চাবুক চালানো।

চান্স আস্তে করে বললো, 'ভালো জায়গাতেই এসেছি।'

কথাটা লুফে নিলো রোসাল্ডো। বললো, 'ওরা বোধহয় জেনারেল ব্যাভেজের কথা শুনেনি, তাই এই শাস্তি। জেনারেল এর চেয়েও অনেক চমকপ্রদ শাস্তির কথা জানে। হয়তো ও-গুলোর সাথে অচিরেই তোমাদের পরিচয় হবে।'

ওকে কিছু বললো না চান্স। মারিয়াকে বললো, 'তোমাদের জন্যে বোধহয় জায়গাটা নিরাপদ নয়।'

জবাব দিলো না মারিয়া। ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে।

চান্স আবার কি বলতে গেলো, কিন্তু থমকে গেলো, থমকে দাঁড়ালো বাধা পেয়ে। দেখলো ডানের একটা বাড়ির ব্যাটউইং দড়াম করে খুলে বেরিয়ে এলো একজন পুরুষ। উর্ধাঙ্গে তার কিছুই নেই। পরনে শুধু প্যান্ট। ছুটছে ও। পেছনে পেছনে আসছে এক রমনী। তারও উর্ধাঙ্গে কিছু নেই। ছোটার তালে তালে থল থল করছে ওর ঝুলন্ত ভারী স্তন দু'টো। হাতে রিভলবার ওর। ঘর ছেড়ে বেরিয়েই গুলি করলো মেয়েটা। বেঁকে গেলো লোকটার দেহ। মেরুদণ্ডে লেগেছে গুলি। হাত দু'টো উঠে গেলো শূন্যে। তারপর পড়ে গেলো রাস্তার ওপর চিৎ হয়ে। কিন্তু থামলো না মেয়েটা বাকি পাঁচটা গুলি নিঃশেষ করলো লোকটার ওপর।

স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছে ওরা চারজন। কিন্তু অন্য কারো নজর নেই এদিকে। সিটি অব ব্লাডে এ সবই স্বাভাবিক ও গা সওয়া ব্যাপার। গুলি শেষ করে মেয়েটার চোখ পড়লো চান্সের ওপর। মুখে ফুটে উঠলো শয়তানি হাসি। চান্স ওর দিকে চেয়ে বললো নরম স্বরে, 'ম্যাডাম, দিনটা খুব সুন্দর, তাই না?'

'তোমাকে পেলে দিনটা আরো সুন্দর করে তুলতে পারি, এসো না!' মেয়েটার মুখে কামুকি হাসি। বোঝাই যায় হতভাগ্য লোকটা ওকে সন্তুষ্ট

করতে পারেনি।

'এখন না, বরং পরে একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে,' বলে চান্স ওর দিকে উড়ন্ত চুমু ছুঁড়ে দিলো। তারপর চলতে শুরু করলো। মেয়েটাও অদৃশ্য হয়ে গেলো ঘরের ভেতর।

নিমেস বললো, 'সর্বনাশ কি জায়গা এটা!'

'ফ্রেন্ডস, তোমাদের মৃত্যু এতো সহজে হবে না,' বললো রোসাল্ডো। ওর কথায় প্রবল আত্মবিশ্বাস ধ্বনিত হচ্ছে।

ধমকে উঠলো চান্স, 'বেশি কথা বোলো না, নইলে মুখের ভেতর বুলেট ঢুকিয়ে দেবো। এখন বলো টাকাগুলো কোথায়?'

'টাকা পেলে আমাদের কি করবে?' জিজ্ঞেস করলো মারিয়া।

'তোমাদের জীবনটা ভিক্ষে দিতে পারি সম্ভবত,' বললো চান্স।

'ইউ বাস্টার্ড,' হিস হিসিয়ে উঠলো মারিয়া।

শহরের মাঝামাঝি চলে এসেছে ওরা। এখানেই রাস্তার দু'ধারে চারটি দোতলা বাড়ি। পাশের ডানদিকের বাড়িটাকে মনে হচ্ছে একটু আলাদা, অভিজাত। হাত ওপরে তুললো চান্স। থেমে গেলো সবাই। লাফ দিয়ে নামলো চান্স ঘোড়া থেকে। এক ঝটকায় নামিয়ে আনলো মারিয়াকে। মাথার ওপর ওকে তুলে ধরে এগিয়ে চললো। হাতপা ছুঁড়ছে মারিয়া, সেই সঙ্গে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে চলছে সমানে।

'কি করছো?' জিজ্ঞেস করলো নিমেস। ওয়াগনেই বসে আছে ও। রোসাল্ডো চুপচাপ দেখছে ঘোড়ার ওপর থেকে। ওরা দেখলো চান্স একটা খুঁটির সাথে বাধছে মারিয়াকে। বুক, কোমর, পা ভালো করে পেঁচিয়ে বাঁধলো দড়ি দিয়ে। দড়ি ছিলো ওর স্যাডল ব্যাগে।

জবাব দিলো চান্স, 'কিছু না, ইনস্যুরেন্স।'

রাস্তার কিছু লোক নেমে এসেছে। কয়েকটা বাড়ির জানালায় কয়েকজনের মুখ। উঁকি দিয়ে দেখছে ওরা চার আগন্তুককে।

চান্স বললো, 'টাকা না পাওয়া পর্যন্ত মারিয়া আমাদের ইনস্যুরেন্স। আমি দেখতে চাই, কোন বাপ তোমাদের বাঁচায়।' শেষের কথাটা রোসাল্ডোর উদ্দেশ্যে বললো।

এদিকে নিমেস ওয়াগনের তেরপলটা নামিয়ে ফেলেছে। বসলো ও গ্যাটলিং মেশিনগানটার পেছনে, হ্যান্ডেল ধরে। রোসাল্ডো স্তম্ভিত হয়ে গেছে মেশিনগানটা দেখে। এখন বুঝতে পারলো কেন ওরা এতো নির্ভীক। গালাগাল করছে নিজেকে রোসাল্ডো। ক্যাম্প আক্রমণ করলো যখন নিমেস, তখনই বোঝা উচিত ছিলো ওর। কারণ তখন গুলি চলছিলো প্রবলবেগে। আসলে ঘটনার আকস্মিকতায় তাল জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো ওরা সবাই। বোঝাই যায়, চান্স-নিমেস এখানেও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে। এই প্রথম ভয় পেলো রোসাল্ডো।

চান্স বললো নিমেসকে, 'স্টিকগুলো দাও'

তিনটে স্টিক ডিনামাইটের বান্ডিল ছুঁড়ে দিলো নিমেস ওর দিকে। খপ করে ধরলো চান্স। ডিনামাইটগুলো মারিয়ার আট ফুট সামনে রাখলো চান্স। বেশ লম্বা তিরিশ সেকেন্ডের ফিউজ এসব ডিনামাইটে। ডিনামাইট রেখে রোসাল্ডোর দিকে এগুলো চান্স। কলার ধরে এক ঝটকায় টেনে নিচে ফেললো চান্স ওকে ঘোড়ার ওপর থেকে। শক্ত মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে ককিয়ে উঠলো রোসাল্ডো। হাত বাঁধা রোসাল্ডোর, কিছুই করার উপায় নেই। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে ও। দড়াম করে ওর মুখের ওপর লাথি মারলো চান্স। পুরনো ক্ষত থেকে দরদর করে রক্ত গড়াতে শুরু করলো।

কলার টেনে তুললো একটু 'বল, হারামজাদা টাকাগুলো কোথায়?' চোখ-মুখ হিংস্র হয়ে উঠেছে চান্সের।

'বলেছি তো জেনারেল ব্যাভেজের কাছে।' কোনো রকমে বললো রোসাল্ডো।

হোলস্টার থেকে রিভলবার বের করে আনলো চান্স। নলটা ঠেকে গাল

লো রোসাল্ডোর কপালে, ঠিক দু'চোখের মাঝখানে।

'কি হচ্ছে এখানে?' তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠস্বর।

পাঁই করে ঘুরলো চান্স সবার আগে। ওর হাতের রিভলবার লোকটার বুক বরাবর চেয়ে আছে, লোলুপ দৃষ্টিতে। প্রায় একই সঙ্গে নিমেস ওর গ্যাটলিংয়ের ব্যারেল ঘোরালো ওদিকে।

ডান দিকের ভালো দোতলা বাড়িটার দরজায় দাঁড়িয়ে লোকটা। অবিশ্বাস্য রকম মোটা, কিন্তু ততোটা দীর্ঘ নয়। প্রায় দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামরিক বাহিনীর অফিসারের মতো পোষাক ওর। তবে কোটের বোতাম খোলা সব ক'টা। ফাঁক দিয়ে ভুঁড়ি বেরিয়ে আছে। কোটের পকেটের ওপর ঝুলছে কয়েকটা মেডেল।

'জেনারেল!' আর্তনাদ করে উঠলো রোসাল্ডো।

'রোসাল্ডো,' জেনারেল বলে উঠলো হাল্কা স্বরে। 'তোমাকে চেনাই যাচ্ছে না যে! কি হয়েছে তোমার!' চান্স বা নিমেসকে পাত্তাই দিচ্ছে না যেন ও। হেসে উঠলো জেনারেল ব্যাভেজ, এরকম অবস্থায় তোমাকে দেখবো, ভাবিনি কোনোদিন।' জেনারেলের চারপাশে ছোটখাটো ভিড় জমে উঠেছে।

একটু এগিয়ে এলো ও বারান্দার ওপর। সবার মধ্যে উত্তেজনা। ওরা সভয়ে তাকিয়ে আছে নিমেসের গ্যাটলিংটার দিকে। শুধু জেনারেল নির্বিকার।

'একটু নড়লেই দু'টুকরো করে ফেলবো,' হুমকী দিলো নিমেস। খবরদার কেউ রিভলবার, বন্দুকের দিকে হাত বাড়াবে না। কেউ একটু নড়লে,অন্যদের মৃত্যুর জন্যে দায়ী হবে সেই।' বলে গ্যাটলিংটার গায়ে হাত বুলালো নিমেস। ডান হাত ওর ট্রিগারের ওপর। বাঁ হাতে গুলির চেইন জড়িয়ে ধরলো।

চারপাশে ভিড় জমে উঠেছে। তবে সবাই একটু নিরাপদ দূরত্বে থেকে দেখছে ওদের। এদের বেশির ভাগই মেয়ে, বিভিন্ন বয়েসী। ব্যাভেজকে একটু দ্বিধাগ্রস্থ মনে হচ্ছে। ঠিক এরকম পরিস্থিতিতে কোনোদিন পড়তে

য়নি এই আউট-ল জেনারেলকে। কুৎকুতে চোখে চেয়ে আছে চান্স ও নমেসের দিকে। বোঝার চেষ্টা করছে, আসলে যা বলছে তা-ই করবে কিনা রা। মেদের কারণে ওর মাথা ও ঘাড় এক হয়ে গেছে। কলারের আড়ালে লা প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। একবার মেডেলগুলোর ওপর হাত লালো জেনারেল। ওর খোলা পেটটা থির থির করে কাঁপছে, উত্তেজনা না য়ে বোঝা যাচ্ছে না। কারণ চেহারা একেবারে ভাবলেশহীন।

একটু সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস্ করলো ব্যাভেজ, 'কি চাও, তোমরা, য়েমানুষ? ড্রিঙ্কস? ড্রাগস? কোন্টা? এখানে কোনো কিছুরই অভাব নেই। শুধু সিনক্রিয়েট করছো কেন?' নরম কণ্ঠে বলার চেষ্টা করলেও শেষের ক একটু চড়ে গেলে কণ্ঠ।

ব্যাভেজের ডানদিকে গানবেল্টের সাথে ঝুলছে হোলস্টার। বিশালাকৃতির য়ন্ট ফোর ফাইভ রিভলবার ঝুলছে হোলস্টারে। কিন্তু ওর দু'হাত বুকে া। হোলস্টারের দিকে হাত নেবার কোনোই ইচ্ছে নাই যেন।

মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে ও। আশে পাশের বাড়ি ঘর কে উঁকি-ঝুঁকি মারছে কিছু মুখ।

'সবাইকে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে বলো ব্যাভেজ, চিৎকার করে নির্দেশ লা নিমেস, যাতে সবাই শুনতে পায়। 'অস্ত্রগুলো আমাদের সামনে রাস্তার র ফেলে দিতে বলো সবাইকে। কোনো চালাকি নয়।'

গুঞ্জন উঠলো সবার মধ্যে। দ্বিধাগ্রস্ত সবাই। কি করবে, বুঝে উঠতে ছে না।

'যা বলা হচ্ছে, করছো না কেন?'ধমকে উঠলো চান্স। 'খারাপ হতে করো না আমাদের, নইলে রক্তগংগা বইয়ে দেবো।'

'যা বলছে, করো,' নির্দেশ দিলো ব্যাভেজ। থুথু ফেললো ও রাস্তার র। পকেট থেকে সিগার বের করে ধরালো। মনটা তেতো হয়ে গেছে । রাস্তায় দাঁড়ানো সবাইকে ইতস্ততঃ করতে দেখে এবার ব্যাভেজ ধমকে লো, 'কি হলো, চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেন? যা বললাম, শোনো নি?'

চিৎকার করে উঠলো মারিয়া, 'জীবিত এখান থেকে যেতে পারবি না শয়তান! তোদের মরণ ঘনিয়ে এসেছে।'

দৃষ্টিপাতও করলো না ওর দিকে চান্স। ওরা দু'জনেই চেয়ে আছে জেনারেল ও তার লোকজনের দিকে। একটার পর একটা রিভলবার, বন্দুক এসে পড়তে লাগলো রাস্তার ওপর ওদের পায়ের কাছে। অদ্ভুত এক পরিস্থিতি। চান্স বুঝতে পারছে স্পষ্ট, এখন চালে একটু ভুল হলেই সব ভেঙে যাবে। আর গোলমাল হলে ব্যাহত হবে ওদের মূল উদ্দেশ্য।

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। দু'চারজনের হাতে লুণ্ঠন। কিন্তু ওগুলো অন্ধকারের সাথে লড়াই করে পেরে উঠছে না। শুধু ওরা যেখানে আছে সেখানেই একটু আলো। এছাড়া ওদের দু'ধারে রাস্তা অন্ধকার।

চান্স নিমেসকে জিজ্ঞেস করলো, 'দিয়াশলাই আছে, তোমার কাছে?'

'অনেকগুলো। তোমার কাছে?' পাল্টা প্রশ্ন করলো ও।

'আছে।'

ওদের কথায় হতভম্ব হয়ে আছে সবাই। ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না কি বলতে চায় ওরা। স্পষ্ট ভীতি ভর করেছে ওদের মধ্যে।

'কি চাও তোমরা?' এবার একটু চড়া গলায় জিজ্ঞেস করলো ব্যাভেজ।

'পেছনে খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দাও আগে,' চান্স বললো, 'আর সবাইকে বলো রাস্তায় জড়ো হতে।'

'কি বলতে চাও.....' শেষ করতে পারলো না জেনারেল।

'যা বলছি, স্পষ্ট বুঝতে পারছো,' এবার নিমেস বললো, 'পাঁচ সেকেণ্ড সময় দিলাম। তারপরই গুলি করবো।'

জেনারেল চকিতে তার দোতলার পাশের খড়ের গাদার দিকে তাকালো। তারপর বললো ওর এক অনুচরকে, 'যা বলছে, তাড়াতাড়ি করো।'

পলকের মধ্যে লোকটা একটা লণ্ঠন ছুঁড়ে মারলো খড়ের গাদার ওপর

চিমনিটা ভেঙে দাউ দাউ করে ছড়িয়ে পড়লো আগুন খড়ের গাদায়। আলোকিত হয়ে উঠলো পুরো এলাকা। এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব কিছু।

'বাড়িগুলোতে আগুন লেগে যাবে,' আর্তনাদ করে উঠলো জেনারেল।

'তাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না,' নিরাসক্ত কণ্ঠে বললো চান্স। দেখলো, এতোক্ষণে জেনারেলের চেহারায় স্পষ্ট ভীতি। বললো, 'যা চাই, তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও। কোনো ঝামেলা হবে না। নইলে....'

ককিয়ে উঠলো রোসাল্ডো, 'ওরা টাকা চায়, জেনারেল। আমি যে টাকা রেখেছিলাম আপনার কাছে, ওগুলো।'

'ও, এই কথা!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো ব্যাভেজ, 'ঠিক আছে, দিয়ে দবো' খুব স্বাভাবিকভাবে কথাগুলো বললেও ওর মধ্যে একটু অস্বস্তি আছে, লক্ষ্য করলো ওরা। কাঁধ ঝাঁকালো জেনারেল। ওর মুখে ধূর্ত হাসি ফুটে উঠছে।

চান্স, নিমেস কেউই বিশ্বাস করতে পারছে না ওকে। ওর কথার সুরও ন্যরকম। চুপচাপ লক্ষ্য করছে ওরা জেনারেলকে।

'তবে একটা কথা,' বললো জেনারেল, 'আমি কিছু টাকা খরচ করে ফলেছি.....' সিগার টানলো দম ভরে, 'কিছু টাকা নিয়ে গেছে রোসাল্ডো। র্থাৎ পুরো টাকা তো নেই।'

'কতো আছে?' সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো চান্স।

'প্রায় অর্ধেকই খরচ হয়ে গেছে।'

'কুত্তার বাচ্চা,' চান্স গরগর করে উঠলো। রোসাল্ডোর দিকে তাকালো । বসে আছে রাস্তার ওপর। কোমর থেকে শিকারী ছুরিটা হাতে নিলো। লো রোসাল্ডোর দিকে। চারদিকে গভীর নিস্তব্ধতা। এখন ওর ডান হাতে , বাঁ হাতে রিভলবার। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে হ্যামার টানলো ও। মার টানার শব্দটা সবার কানেই বেশ বড় হয়ে বাজলো। রোসাল্ডোর মনে এসে দাঁড়ালো চান্স।

ভয়ে ভয়ে ওর হাতের উদ্যত ছুরির দিকে তাকালো রোসাল্ডো।

'হাঁটু গেড়ে বস, কুত্তা। হাত দু'টো ওপরের দিকে তুলে ধর, কঠোর শোনালো চান্সের কণ্ঠ,'প্রার্থনার মতো করে হাত তোল।'

'কি করবে তুমি?' গলা কেঁপে গেলো রোসাল্ডোর। বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে ও।

'চান্স!' ডাকলো নিমেস।

'কি করছো, তুমি?' জিজ্ঞেস করলো ব্যাভেজ।

কোনো জবাব দিলো না চান্স। চেয়ে আছে ও সরাসরি রোসাল্ডোর চোখের দিকে। ভয়ে ভয়ে হাঁটুর ওপর ওঠে বসলো ও। চান্স রিভলবারের ব্যারেল ঠেকালো ওর কপালে।

'চান্স,' ডেকে উঠলো নিমেস, 'এখনই উড়িয়ে দিও না ওকে।'

'হাত তোল," একরোখা চান্স। কাঁপছে রোসাল্ডো। ইতস্ততঃ করে বাঁধা দু'হাত তুললো।

'কি করছো, চান্স,' বিরক্ত হলো নিমেস। থেমে গেছে। উত্তেজনা ভর করেছে ওর উপরও। কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো নিমেস। সেই সঙ্গে রোসাল্ডো। চান্স ছুরি দিয়ে ওর হাঁতের বাঁধন কেটে দিয়েছে।

'ওয়াগন চাই একটা, ব্যাভেজ,' ব্যাভেজের দিকে না ফিরেই বললো চান্স।

'আছে, এখনই দিচ্ছি,' তাড়াতাড়ি বললো জেনারেল।

পিছিয়ে এলো চান্স রোসাল্ডোর সামনে থেকে। কিন্তু চোখ অনড় ওর ওপর। রোসাল্ডো ঘামছে কুল কুল করে। মস্তো একটা ফাঁড়া কেটে গেছে যেন।

ওর দিকে চেয়ে নির্দেশ দিলো চান্স, 'ওয়াগন বোঝাই করো। যে টাকা খরচ হয়েছে, ক্ষতিপূরণও করতে হবে।

'মানে?' বিস্মিত হলো ব্যাভেজ।

'মানে,' ব্যাখ্যা করলো চান্স, 'তোমরা যা খরচ করেছো, তা পূরণ করে দিতে হবে সোনা, মদ, মেয়েলোক যা দিয়ে পারো। যা পারো সব দিয়ে ওয়াগন ভর্তি করো; ব্যস।'

'একজনকে পাঠাও ব্যাভেজ,' নির্দেশ দিলো নিমেস।

চান্স বললো রোসাল্ডোকে, 'ওঠো, আগে বাড়ো।'

উঠলো রোসাল্ডো। নিমেসের ওয়াগনের পেছন দিয়ে চললো রাস্তা ধরে। চান্স ঘোড়ার লাগাম বাঁ হাতে পেঁচিয়ে ধরে চলেছে রোসাল্ডোর পেছন পেছন। রিভলবার চেয়ে আছে রোসাল্ডোর পিঠের দিকে।

অসহায় মারিয়া চেয়ে আছে ওদিকে। কয়েকবার ঝাঁকালো ও জোরে জোরে, দড়ির বাঁধন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, দড়ি আরো কেটে কেটে বসে যাচ্ছে। ওর ভীত সন্ত্রস্ত চোখ চেয়ে আছে ডিনামাইটগুলোর দিকে।

চান্সের চোখ শুধু রোসাল্ডোর ওপর। আর কোনো দিকে নজর দিতে পারছে না ও। ওদের বাঁ দিকেই ছিলো বেঁটে গাট্টাগোট্টা এক মেক্সিকান। ওর পরনে কালো পোষাক। তাই চান্সের চোখে ধরা পড়েনি। নিমেসের কাছ থেকে একটু দূরে সরে আসতেই লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়লো চান্সের ওপর। চান্সের বাঁ কাঁধে জোরে আঘাত হানলো লোকটার মাথা। আচমকা আঘাতে পড়ে গেলো চান্স। ওর হাত থেকে রিভলবারটাও ছুটে গেছে। ডানদিকে ঘাপটি মেরে ছিলো আরেকজন। ও ঝাঁপিয়ে পড়লো চান্সের ওপর। রোসাল্ডো পালালো এই সুযোগে।

এই গন্ডগোলে নিমেস মাত্র কয়েক সেকেন্ড সম্বিত হারিয়ে ফেলেছিলো। এরই মধ্যে কয়েকজন তাদের লুকানো বন্দুক তুলে কক্ করতে গেলো। অন্য সবাই অনিশ্চয়তায় ভুগছে।

'নো, ইউ বাস্টার্ডস্,' চিৎকার করে উঠলো ব্যাভেজ। বন্দুক, কক্ করার শব্দ হবার সাথে সাথেই নিমেস ট্রিগার চেপে ধরলো, সঙ্গে সঙ্গে ব্যারেলটা ঘোরাচ্ছে এদিক-ওদিক। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পনেরো-বিশ জন লু-

টিয়ে পড়লো কাটা গাছের মতো। মাত্র একজনই গুলি করতে পেরেছিলো। নিমেসের কাঁধের কাছে জ্যাকেট ফুটো করে বেরিয়ে গেলো বুলেট। রক্তের বন্যায় ভেসে গেলো জায়গাটা। ছটফট করছে কয়েকজন মাটিতে পড়ে। কয়েকজন পলকের মধ্যে প্রাণ হারিয়েছে।

মেশিন গানের শব্দে কানে তালা ধরে গেছে সবার। চতুর্দিকে আর্তনাদ, চিৎকার, ঘোড়ার ছুটাছুটি। থামলো নিমেস।

ব্যাভেজ পড়ে আছে সামনেই। ওর বাঁ কাঁধ থেকে শুরু করে বুক হয়ে ডান পাঁজর পর্যন্ত, সেলাই হয়ে গেছে, মেশিনগানের গুলিতে। ওর হাতে সিগারেটটা জ্বলছে এখনো। চারদিক ধূলো, কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। আর কারো সাহস নেই বীরত্ব দেখাবার। মেশিনগানের গুলি টুকরো করে ফেলেছে অনেকগুলো দেহ।

চান্স একজনের তলপেটে লাথি কষিয়েই উঠে দাঁড়ালো। গাট্টা-গোট্টা লোকটা ছিটকে পড়লো কিছুটা দূরে।

পলকের মধ্যে ঘোড়ার পিঠ থেকে টেনে নিলো রাইফেল। গুলি করতে গিয়ে সময় নষ্ট না করে সোজা বাট দিয়ে মারলো অপর লোকটার মাথায়। নারকেল ফাটার মতো শব্দ হলো। লুটিয়ে পড়লো ও। ব্যাটা আর উঠে দাঁড়াবে না, চান্স বুঝলো। গাট্টাগোট্টা পালাচ্ছে এখন। একটু সময় নিয়ে লক্ষ্য স্থির করলো, তারপর ট্রিগার টিপে দিলো। লোকটার পিঠে যেন কেউ লাথি মেরেছে, এমনি ভঙিতে এগিয়ে গেলো কয়েক পা। লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। কাছে গিয়ে মৃতদেহ পরীক্ষা করলো। বুকের দিকটা হা হয়ে আছে। পয়েন্ট ফোর-ফাইভ বুলেট ওর জীবন কেড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। চারদিকে তাকালো চান্স। রোসাল্ডোর কোনো নাম নিশানা নেই।

নিমেসের দিকে এগুলো চান্স। শুরু হলো ধ্বংসযজ্ঞ। গন্ডগোলের মধ্যে ব্যাভেজের দলের কয়েকজন কাছের কয়েকটা বাড়িতে লুকিয়ে পড়তে সক্ষম হয়েছিলো। ওরা এখন গুলি চালাতে শুরু করেছে। কিন্তু কোনো গুলিই নিমেস বা চান্সকে স্পর্শ করতে পারছে না। কারণ ওদের নিজেদের

লোকেরাই চড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ওদের দু'জনের চার পাশে। আর দ্বিধা করলো না নিমেস। ও এ্যামবুশের জায়গাগুলো দেখে সমানে গুলি চালিয়ে যেতে থাকলো। কাটের দেয়াল, জানালা সব টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যেতে লাগলো। ওর সঙ্গে যোগ দিলো চান্স। স্টিক ডিনামাইটের ফিউজে আগুন ধরিয়ে ধরিয়ে ছুড়ে দিতে লাগলো একেকটা বাড়ির দিকে। বিকট শব্দ করে ফাটলো প্রথম ডিনামাইট। কয়েকটা দেহ ছিটকে এসে পড়লো বাইরে, প্রাণহীন। কারো কারো হাত-পা উড়ে গেছে বিস্ফোরণে। বিষ্ফোরণের সাথে আগুন জ্বলে উঠেছে দাউ দাউ করে প্রত্যেকটা বাড়িতে।

চারদিকে ছুটছে সবাই প্রাণ বাঁচানোর জন্যে। কিন্তু নিমেসের গ্যাটলিংটা কাউকে এগুতে দিচ্ছে না। কাটা গাছের মতো লুটিয়ে পড়ছে সব। আর্তনাদ আর আর্তনাদ। মৃত্যু চিৎকারে ভরে গেলো জায়গাটা। পলায়মান লোকজনের ওপর চান্সও ছুঁড়ে দিচ্ছে ছোট ফিউজের ডিনামাইট। কঠিন হয়ে উঠেছে ওর মুখ। পাপের এই বাসা সমূলে উৎখাত করতে বদ্ধপরিকর ও।

মারিয়া চিৎকার করে চলেছে। ও নিরাপদ স্থানে থাকলেও প্রাণপণ চেষ্টা করছে বাঁধন হতে মুক্ত হবার জন্যে।

পাঁচজন লোক হামাগুড়ি দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলো। চান্স ছুঁড়ে দিলো পাঁচটা স্টিকের একটা বান্ডিল। একজন মরিয়া হয়ে ওটাকে তুলে পাল্টা ছুঁড়ে দিতে গেলো। কিন্তু সুযোগ পেলো না। ওর হাতেই বিস্ফোরিত হলো ডিনামাইট। পাঁচজনেরই দেহ ছিঁড়েখুঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। গোটা শহর ভরে গেলো আগুন, ধোঁয়া আর বিস্ফোরণের শব্দে।

নিমেস নিষেধ করলো চান্সকে, বাড়িগুলোর দিকে ডিনামাইট ছুঁড়তে। চিৎকার করে বললো ও, 'রোসান্ডো লুকিয়ে আছে ওদিকে কোথাও।'

আগুন ছড়াতে লাগলো দ্রুত। ক্রমশঃ আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করতে লাগলো সিটি অব ব্লাডকে।

দু'এক জায়গা [illegible]। কিন্তু নিমেস থামিয়ে দিলো ও-গুলোকে। নিমেস [illegible]।

প্রতিরোধের কোনো চিহ্নও রাখতে চায় না ও।

'বাস্টার্ড, বেশ্যার বাচ্চারা, কুত্তার বাচ্চারা,' চিৎকার করে উঠলো মারিয়া। আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে ও। 'নরকে যাবি তোরা মরণে পেয়েছে তোদের!'

ওর কথায় কোনো ভ্রূক্ষেপও করছে না চান্স বা নিমেস। গ্যাটলিংটা চুপ। কোনো গোলাগুলির শব্দ নেই। ক্ষণিকের নিস্তব্ধতা। শুধু কাঠ পোড়ার শব্দ।

চান্স রাস্তা পার হচ্ছিলো। এমন সময় ওর কানে এলো ঘোড়ার পায়ের শব্দ। চকিতে দেখলো দুই ঘোড়াটানা একটা ওয়াগন নিয়ে পালাচ্ছে রোসান্ডো। নিমেসেরও চোখে পড়েছে। কালবিলম্ব না করে নিমেস গ্যাটলিংয়ের বিস্ফোরণ ঘটালো। মৃতদেহগুলো টপকে টপকে যাচ্ছিলো ওয়াগন। কয়েকটা বুলেট বেঁধে ফেললো রোসান্ডোকে। ছিটকে গিয়ে পড়লো ও রাস্তায় ওয়াগন থেকে ঘোড়ার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে। ঘোড়াগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। রোসান্ডোকে দলে দিয়ে ছুটছে ওগুলো। ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেলো ওর দেহ ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতে। রোসান্ডোর অন্তিম আর্তনাদ চমকে দিলো ওদের।

এবার গুলি করলো চান্স, একটা ঘোড়ার মাথা লক্ষ্য করে। মুখ থুবড়ে পড়লো ঘোড়াটা। সেই সঙ্গে উল্টে গেলো ওয়াগন।

মারিয়া দেখতে পেয়েছে সবই। আর্তনাদ করে উঠলো, 'রোসান্ডো!' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ও।

ওয়াগনটা উল্টে যেতেই ওর ভেতর থেকে কয়েকটা বস্তা ছিটকে পড়লো রাস্তার ওপর। একটার মুখ খুলে গেলো। ছড়িয়ে পড়লো রাস্তায় অনেকগুলো সোনার টুকরো। চান্স, নিমেস দু'জনেই চেয়ে আছে ওদিকে। চান্সের দৃষ্টি কঠোর, কিন্তু নিমেসের চোখ লোভে চকচক করছে। একটুও সাবধান হবার প্রয়োজন বোধ করছে না ওরা। সিটি অব ব্লাডে জীবন্ত মানুষ বলতে বোধহয় ওরা তিনজনই চান্স,নিমেস আর মারিয়া।

নিমেস এগিয়ে গেলো, সোনার টুকরোগুলো তুলে বস্তায় ভরে মুখটা বাঁধার জন্য। আর চান্স এগুলো খুঁটিতে বাঁধা মারিয়ার দিকে।

ফোঁপানো বন্ধ হয়ে গেছে মারিয়ার। জ্বলন্ত চোখে চেয়ে আছে ও এখন চান্সের দিকে। ধীরে, শান্তভাবে এগুচ্ছে চান্স ওর দিকে। রিভলবারটা হোলস্টারে রেখে দিয়েছে। সামনে রাখা স্টিক ডিনামাইটগুলো তুলে নিলো। মারিয়ার চোখে আবার ঘৃণা ফুটে উঠেছে। বিকৃত হয়ে গেছে মুখ।

চিৎকার করে উঠলো মারিয়া, 'আমি ঘৃণা করি তোমাকে!'

এতোক্ষণে কথা বললো চান্স, 'কিন্তু, কেন মারিয়া! আমি তো তোমাকে সবই দিয়েছিলেম। তোমার জন্য আমি আসামী হয়েছিলাম। কিন্তু, আমি জেলে যেতেই তোমার ভালবাসা উবে গেলো। আমার টাকা নিয়ে যোগ দিলে তুমি রোসাল্ডোর দলে। বলো, এটাই কি ভালোবাসা! কি দোষ করেছিলাম আমি!' শেষের দিকে করুণ শোনালো চান্সের কণ্ঠ। 'ভালোবাসা কি পাপ?'

কোনো কথা বললো না মারিয়া। কিছু বলারও নেই ওর। সত্যি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ও চান্সের ভালোবাসার সাথে।

'এখন আমি তোমার পাওনা কড়ায়-গন্ডায় মিটিয়ে দেবো, মারিয়া। বিশ্বাসঘাতকের শেষ রাখি না আমি।' ডিনামাইটগুলোর দু'টো বাঁধলো মারিয়ার দুই উরুতে। আরেকটা রাখলো দুই পায়ের ফাঁকে, মাটিতে। এখন মারিয়ার জন্য শুধুই করুণা বোধ করছে চান্স। এই শেষ মুহূর্তে কেন যেন দুর্বলতাও বোধ করছে। মাথা ঝাঁকিয়ে দূর করে দিলো ওসব চিন্তা। চান্সের ভালোবাসা, জীবন সবই গুড়িয়ে দিয়েছে, এই একটি মেয়ে। এর কোনো ক্ষমা হতে পারে না।

সোজা দাঁড়িয়ে মারিয়ার দিকে চাইলো চান্স। ঘামে মারিয়ার কাপড়-চোপড় ভিজে গেছে। ও বুঝে গেছে, আর কোনো উপায় নেই। থুথু মারলো ও চান্সের মুখ লক্ষ্য করে। চকিতে মাথা সরিয়ে নিলো, চান্স! চিৎকার করে উঠলো মারিয়া, 'বাস্টার্ড [illegible]। [illegible] মেরেছিস তোরা! তোদের

ক্ষমা নেই।'

হাসিতে ফেটে পড়লো চান্স। দমকে দমকে হাসছে ও। গোটা শরীর কাঁপছে ওর। অনেকক্ষণ পর থামলো ও। পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করলো। চারদিকের আগুনে চকচক করছে ওর একটা চোখ। সব ক'টা ফিউজে আগুন ধরিয়ে সরে এলো ও বেশ খানিকটা দূরে। বললো, 'বিদায় মারিয়া।' আবার হয়তো দেখা হবে পরলোকে। তখনো আমি তোমাকে ভালোবাসবো, দেখো' নরম শান্ত কণ্ঠস্বর চান্সের কিন্তু ওর দুচোখে পানি।

এবার আতঙ্কে পেয়ে বসলো মারিয়াকে। এই ডিনামাইটগুলোর ফিউজ দীর্ঘ। তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যেই ফাটবে। চিৎকার করে উঠলো ও, 'চান্স, এবারকার মতো ক্ষমা করে দাও আমাকে। চান্স আর বিশ্বাসঘাতকতা করবো না আমি! বিশ্বাস করো, আমি তোমার অনুগত থাকবো।'

'তোমাকে যেভাবে চিনেছি, তারপর আর কিছুই সম্ভব নয়....' বলতে বলতেই ফাটলো ডিনামাইট। পর পর তিনটে বিস্ফোরণ। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো মারিয়ার দেহ। চেয়ে আছে চান্স ওদিকে। ওর চোখে অশ্রু টল টল করছে। শার্টের আস্তিনে মুছে ফেললো চান্স। বিড়বিড় করে কি যেন বলছে ও। ইহজগতে মন নেই যেন।

একটা বাঁশ ফাটল শব্দ করে। সম্বিত ফিরে পেলো চান্স। ঘুরে দাঁড়ালো। দেখলো নিমেস ওয়াগনটার কাছ থেকে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ওর ডান হাতটা হোলস্টারের কাছাকাছি। ওর চোখের দৃষ্টি দেখে চমকে উঠলো চান্স। লোভ চিকচিক করছে! নিমেস এগুতে এগুতে বলে উঠলো, 'চান্স, এসব টাকা আমার। কারণ আমি না থাকলে তুমি এখান পর্যন্ত পৌঁছুতেই পারতে না।'

'তুমিও বিশ্বাসঘাতকতা করবে শেষ মুহূর্তে, এ আমার জানাই ছিল,' বললো চান্স, 'টাকার জন্য প্রেমিকা পর হয়ে গেলো, আর তুমি তো কোন্ ছার। কিন্তু নিমেস, আমার মৃতদেহ না টপকে তো তুমি ওইসব টাকা নিয়ে যেতে পারবে না।

চেয়ে আছে নিমেস ওর দিকে। জ্বলজ্বল করছে ওর চোখ। চান্স চেয়ে

আছে নিমেসের দিকে, শান্ত চোখ ওর। কিন্তু টানটান হয়ে আছে শরীরটা।

বিকট শব্দ করে কাছেই একটা বাড়ি ভেঙে পড়লো। একই সঙ্গে ছোবল দেয়ার ভঙ্গিমায় নিমেসের ডান হাতটা গিয়ে পড়লো রিভলবারের বাঁটে। ডাইভ দিলো চান্স পলকে। সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতে উঠে এসেছে কোল্টটা। নিমেসই গুলি করলো পয়লা। ব্যস ওই একটাই। চান্সের রিভলবার গর্জে উঠলো পর পর দু'বার। একটা গুলি নিমেসের দুইচোখের মাঝে স্থান করে নিলো। অপরটা হাঁ করা মুখের ভেতর ঢুকে মাথাটা গুড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

একটা গড়ান দিয়ে উঠলো চান্স। কাঁধের কাছে এক খাবলা মাংস তুলে নিয়ে গেছে নিমেসের গুলি। রক্তে ভিজে গেছে শার্ট। নিজের ঘোড়া গোল্ডিংটা খুজে বের করলো চান্স। স্যাডল ব্যাগ থেকে বের করলো ব্যান্ডেজ। যত্নের সাথে বাঁধল ক্ষতস্থান।

মৃত নগরীতে নিজেকে একটা প্রেতের মতো মনে হচ্ছে চান্সের। গোল্ডিংটা জুড়ে দিলো টাকা ভর্তি ওয়াগনের সাথে। উঠে বসলো ওয়াগনে। তার আগে নিমেসের ওয়াগন থেকে গ্যাটলিং, বাকি ডিনামাইটগুলো তুলে এনেছে এই ওয়াগনে।

চারদিকে দেখলো একবার। শুধু মৃত্যু আর ধ্বংস ছাড়া কিছুই নেই! নেই কোনো প্রাণের চিহ্ন! রাত এখনো বেশি হয়নি। চলছে চান্স। আবার পুরনো পথে। ফিরে যেতে চায় পুরনো শহরে। হঠাৎ স্মৃতিগুলো সব হুড় হুড় করে চলে আসে। অতীত স্মৃতি জ্বালা ধরায় মনে।

খিল খিল করে হেসে উঠলো মারিয়া। ক্যানিয়ন ওয়ানের পাশ ঘেঁষেই চলে গেছে ক্ষীণতোয়া পার্বত্য নদী। নদীর মাঝখানে একটা বড় পাথরের ওপর বসে আছে চান্স ও মারিয়া। চান্স তার ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথা বলছে মারিয়াকে। সামনের অভিযানে যে টাকা পাবে তা দিয়ে কিনবে একটা র‍্যাঞ্চ। গড়ে তুলবে সুখী এক সংসার। বন্দুক তুলে রাখবে। অন্ততঃ আর বে-আইনী কাজে ব্যবহৃত হবে না ওর অস্ত্র। এই জন্যেই হেসে উঠলো

মারিয়া।

আচমকা প্রশ্ন করলো মারিয়া, 'আচ্ছা, তুমি আউট ল হয়ে গেলে কেন? তোমাকে তো মানায় না এসব।'

আরো বহুবার এ প্রশ্ন করেছে মারিয়া। কিন্তু জবাব পায়নি। ট্রান্সপেকোসে হঠাৎ করেই আবির্ভাব চান্সের। ওর একটা চোখ না থাকা সত্ত্বেও প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে যায় মারিয়া। চান্সের পুরুষালী চেহারা আকৃষ্ট করে ওকে। জীবন ধারণের জন্য কি করে চান্স তা কখনোই জানতে পারেনি। তবে মাঝে মধ্যেই গায়েব হয়ে যেত ও। সন্দেহ হয় মারিয়ার। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে চান্স। ও একজন অউট-ল এটা জানার পরও মারিয়ার প্রেমে ভাটা পড়ে নি। বরং বাড়তি গুণ হিসেবে ধরে নেয় ওটাকে সে।

মারিয়ার প্রশ্নের জবাব দেয় চান্স ধীর কণ্ঠে। 'শোনো, কোনোদিন আমি এরকম জীবন-যাপন করতে চাই নি। কিন্তু অ্যাপাচিদের সাথে যুদ্ধে আমার চোখটা নষ্ট হয়ে যাবার পর কোনো রকম দয়া দেখালো না ইউ, এস, আর্মি। বের করে দিলো আমাকে। এরপর আউট-ল হওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিলো না। প্রচন্ড ক্রোধ তাড়া করছে। প্রতিশোধ নিচ্ছি আমি এখন। জানি আসামীতে পরিণত হয়েছি। তবুও ফেরার পথ নেই আমার।'

অনেকক্ষণই কোনো কথা নেই মারিয়ার মুখে। চান্সের একটা হাত নিয়ে খেলা করছে ও। জিজ্ঞেস করলো, 'কাল কোথায় যাচ্ছ? কি লুট করবে?'

'শোনার দরকার নেই, তোমার। আমার জীবনের অন্ধকার দিকটা না-ই বা দেখলে। তুমি শুধু আমাকে ভালোবাসা দিও। আমি বড় ভালোবাসার কাঙাল। আমিও তোমাকে ভালোবেসে যাবো!'

'কে কে যাচ্ছে, তোমার সাথে?' জিজ্ঞেস করলো মারিয়া।

'কেটসাম, জনসন, ওরা ছয়-সাতজন যাচ্ছে।'

'কোনো ভয় নেই তো!'

'ভয় তো থাকবেই। আউট-ল হবো, অথচ ভয়ের রাজত্বে বাস করবো না—তা হয় না।' হাসলো চান্স। চান্সকে বেশ সুন্দর দেখায়। একটা সবুজ চোখ ঝিক করে ওঠে। আগে চান্সের চেহারায় পুরো কাঠিন্য ফুটে ওঠেনি। কোমল কঠোর ভাবের অদ্ভুত প্রকাশ দেখা যায়।

'তবু সাবধানে থাকবে, বলো!'

'আচ্ছা!'

সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। ঘরে ফেরার তাড়া অনুভব করলো মারিয়া। এখনো ওদের বিয়ে হয়নি। সুতরাং বস্তির নিয়ম রক্ষা করে যেতেই হবে। -তার ওপর চান্স বিদেশী।

বললো, 'চলো উঠি।' উঠে দাঁড়ালো দুজন। পরদিন। সন্ধ্যের একটু পর পরই ঘোড়ার ঘুরের ধ্বনি পেয়েই ছুটে বেরিয়ে এলো মারিয়া। অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলো ও চান্সের। একা চান্স। সঙ্গে আর কেউ নেই। চেহারা থমথমে করছে ওর। ঘোড়া থামতে না থামতে লাফ দিয়ে নামলো চান্স।স্যাডল ব্যাগটা টান দিয়ে নামালো। ধরিয়ে দিলো মারিয়ার হাতে। বললো ছুটে যাও। ক্যানিয়ন ওয়ানে আমাদের ওই গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখো এটা। কয়েক লাখ ডলার আছে এতে, যাও।' ওর কণ্ঠে জরুরী ভাব ফুটে উঠেছে।

'কিন্তু....' মারিয়া প্রতিবাদ করতে গেলো। 'কোনো কিন্তু নয়। এখনি ছোটো। আমার পেছনে তাড়া করে। আসছে আর্মির একটা দল। সময় নেই মোটেও।'

আর কোনো প্রশ্ন করলো না মারিয়া। ছুটে গেলো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ক্যানিয়ন ওয়ানের দিকে। পেছনে অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের শব্দ।

সম্বিত ফিরে এলো চান্সের। অতীতটা হঠাৎ করে মনের ভেতর সেঁধিয়ে গিয়ে ছিলো। মারিয়া চলে যাবার পর পরই চান্স ঘেরাও হয়ে পড়ে। ধরা পরে যায়। জেল থেকে বেরিয়ে জানতে পারলো পালট-পালট হয়ে গেছে

সব কিছু। তার প্রেয়সী মারিয়া কুখ্যাত আউট-ল, রোসান্ডো নুয়েগের সাথে সম্পর্ক গড়ে গেলো তার অবর্তমানে। টাকাটাও তুলে দিয়েছে রোসান্ডোর হাতে। প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে ওর মাথায়। যার চূড়ান্ত পরিণতি হলো সিটি অব ব্লাড। সব শেষ। রোসান্ডো শেষ। মারিয়া শেষ। ক্ষণিকের পার্টনার নিমেসও শেষ হলো বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে।

আবার একা চান্স। কিন্তু সিটি অব ব্লাড চিরজীবন তার স্মৃতির সাথী হয়ে রইবে। এখানেই তার ভালোবাসার এবং মারিয়ার বিশ্বাসঘাতকতার কবর হয়ে গেছে। আর চায় না চান্স এ-জীবন। এবার একটু শান্তি খুঁজে নিতে হবে। প্রচুর অর্থ আছে এখন ওর কাছে। একটা র‍্যাঞ্চের মালিক হবে। সুস্থ জীবন-যাপন করবে। কিন্তু জীবন-সঙ্গিনী করবে না ও কাউকে। নারী মাত্রেই এখন ওর কাছে বিশ্বাসঘাতকতার অপর নাম। মারিয়াই থাকবে স্মৃতিতে।

চলতে চলতে চান্স তাকালো রাতের আকাশের দিকে। বিড় বিড় করে বলছে, 'প্রভু, দয়াময়, আমি আসামী, হাজির তোমার কাছে। দয়া করো প্রভু। সুস্থ জীবন-যাপনের শক্তি দাও।'

অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো চান্স ধীরে ধীরে। দূরে ট্রেইলের দিকে। ওয়াগনের চাকা শব্দ তুলছে রুক্ষ মাটির বুকে।

॥ সমাপ্ত ॥